

তাত্ত্বিক মুসলিম পিরিজ - ১৮

কিয়ামতের আলামত



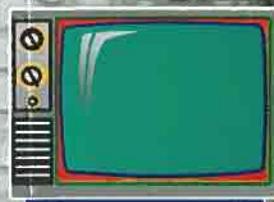
মূলঃ

মুহাম্মদ ইকবাল কানানী



ভাষান্তরঃ

আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ



প্রকাশনায়ঃ

মাকতাবা বইতুস্সালাম রিয়াদ

তাফহীয়স্সুন্না সিরিজ - ১৮

কিয়ামতের আলামত

মূলঃ
মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

ভাষাত্তরঃ
আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ

প্রকাশনায়ঃ
মাকতাবা বাইতুস্সালাম
রিয়াদ

ح محمد إقبال كيلاني ، ١٤٢٩

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

كيلاني ، محمد إقبال

اشراط الساعة . / محمد إقبال كيلاني . - الرياض ، ١٤٢٩

١٧٦ ص : .. سم - (تفهيم السنة : ١٨)

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٠٠٠-٠٢١٢-٩

١ - علامات القيامة ٢ - القيامة ١. العنوان بـ. السلسلة

١٤٢٩/١٧١٧

ديو ٤٤٢

رقم الإيداع : ١٤٢٩/١٧١٧

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٠٠٠-٠٢١٢-٩

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

تقسيم كندة

مكتبة بيت السلام

صندوق البريد: - 16737 الرياض: - 11474 سعودي عرب

فون:- 4460129 فاكس: 4462919

موبايل: 0542666646 - 052033260 - 0505440147

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	
অনুবাদকের আরয	كلمة الترجم	07
ভূমিকা	كلمة الناشر	08
ফেতনার সুত্রপাত	ظهور الفتن	44
ইলম (ইসলামী জ্ঞান) উঠে যাওয়া	ذهب العلم	49
পিতা-মাতার অবাধ্যতা	عقوبة الوالدين	50
আঘল উঠে যাওয়া	فقدان العمل	51
আমানত উঠে যাওয়া	رفع الامانة	52
মিথ্য সাক্ষী	شهادة الزور	54
অঙ্গীকার ভঙ্গ	ضياع العهد	55
আতীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন	قطيعة الرحيم	56
সত্য গোপন করা	كتمان الحق	57
প্রতিবেশির সাথে খারাপ আচরণ	سوء المجاورة	58
লোভ	الشح	59
অভ্যন্তরের সম্মানী বলে গণ্য হওয়া	علو السفلة	60
পরিচিত লোকদের সাথে সালাম আদান-প্রদান	التسليم للمعرفة	61
বৃক্ষদের যুবকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা	تشبيه الشيوخ بالشباب	62
সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ		
থেকে দূরে থাকা	ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر	62
সৌধারণ মানুষের অযোগ্য শাসকদের ভালবাসা:	حب الناس الائمة الخلوف	63
পৃথিবীর প্রতি মোহাক্ষত এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা	حب الدنيا وكراهية الموت	64

শিরকের আধিক্য	كثرة الشرك	65
বিদআ'তের বিস্তার	كثرة البدعات	66
ব্যবসার ব্যাপকতা	كثرة التجارة	67
সম্পদের আধিক্য	كثرة المال	69
মিথ্যার অধিক্য	كثرة الكذب	71
ধোকাবাজি বৃদ্ধি পাবে	كثرة الخدعات	72
গান বাদ্য বৃদ্ধি পাবে	كثرة الأغاني والمعازف	73
ব্যভিচার ও অশ্রীলতার ব্যাপকতা	كثرة الفحش والتفحش	74
মদ ও ব্যভিচারের ব্যাপকতা লাভ	كثرة الزنا والخمر	74
হত্তা হত ব্যাপকতা লাভ করবে	كثرة البرج	76
পেট ও লজ্জাস্থানের ফিতনা	فتنة بطون وفروج	78
পার্থিব লোভে দ্বীন বিক্রি করাঁ	فتنة بيع الدين بعرض الدنيا	79
হারাম উপার্জনের ফিতনা	فتنة كسب الحرام	79
উলঙ্গ ও বেহায়পনার ফেতনা	فتنة الكاسبات والعاريات	80
মিথ্যক ও দাঙ্জালদের ফেতনা	فتنة الكذابين والدجالين	81
নারী নেতৃত্বের ফেতনা	فتنة امارة المرأة	82
পথভ্রষ্ট নেতাদের ফেতনা	فتنة الائمة المضللين	83
ইহুদী নাসারাদের অনুসরণের ফেতনা	فتنة اتباع اليهود والنصارى	86
ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার ফয়লিত	فضل اجتناب الفتن	88
ফিতনার সময় কি করনীয়	ماذا يفعل في الفتن	89
ফিতনা থেকে আশ্রয় কামনা করার দোয়া	الاستعاذه من الفتن	93
নবী (ﷺ)-এর আগমণ ও তাঁর মৃত্যু	بعثت النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته	95

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া	شق القمر	96
আলেমগণের মৃত্যু	اموات العلماء	97
হঠাতে মৃত্যু	موت الفجأة	98
দ্বিনি ইলমের প্রচার	نشر العلم	98
বরকত উঠে যাওয়া	ذهب البركة	99
সময় দ্রুত অতিবাহিত হওয়া	تقارب الزمان	99
আরব ভূমি ঝর্ণা ও সবুজ ঘাসে পরিপূর্ণ হওয়া	انهار و مروج في ارض العرب	100
চতুর্থপদ জন্ম ও জড়পদার্থের কথাবার্তা	كلام الحيوان والجماد	101
নারীর আধিক্য পুরুষের সম্মতা	كثرة النساء وقلة الرجال	103
ভূমি ধস ও আকৃতির পরিবর্তন এবং বর্ষণ	خسف و مسخ و قذف	104
অধিক পরিমাণে ভূমি কম্প হওয়া	كثرة الزلازل	107
ফোরাতের তীরে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠা	ظهور جبل الذهب عن الفرات	108
ইমানদারদের অপরিচিত হওয়া	غربة أهل الإيمان	109
ইমান হারামাইন শরীফাইনে ফিরে আসা	عود الاعيان في الحرمين الشرفين	110
যুদ্ধ	الملاحم	111
মাহদীর আগমন	ظهور المهدى	119
মাসীহদ্দাজ্জালের আগমন	ظهور مسيح الدجال	124
দাজ্জাল কোথায়?	أين الدجال	126
দাজ্জাল কে?	من هو الدجال	128
দাজ্জালের আকৃতি	حلية الدجال	130
দাজ্জালের ফিতনা	فتنة الدجال	131
দাজ্জালের কঠিন ফিতনা	شدة فتنة الدجال	134

দাজ্জালের ফিতনার মেয়াদ	مدة الفتنة	136
দাজ্জালের ভক্তরা	متبوع الدجال	137
দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	الجهاد على الدجال	138
দাজ্জাল মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না । لَا يَدْخُلُ الدِّجَالَ مَكَّةَ الْمَكْرُمَةَ وَالْمَدِينَةَ النَّوْرَةَ	لَا يَدْخُلُ الدِّجَالَ مَكَّةَ الْمَكْرُمَةَ وَالْمَدِينَةَ النَّوْرَةَ	141
আল্লাহ ইমানদারদেরকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সংরক্ষণ করবেন	يحفظ الله أهل الإيمان من فتنة الدجال	142
দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার দুয়া	الاستعاذه من فتنه الدجال	146
ইসা (আঃ) এর আগমন	نَزَولُ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمْ	147
ইয়াজুজ মা'জুজের আগমন	خروج ياجوج وماجوح	150
পবিত্র হাওয়া প্রবাহিত হওয়া	انطلاق الريح الطيبة	156
তিনবার ভূমি ধস	الخسوف الثلاثة	158
পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়	طلع الشمس من مغربها	159
ধোঁয়া বের হওয়া	خروج الدخان	161
মাটি থেকে প্রাণী বের হওয়া	خروج دابة الأرض	162
মক্কায় ইবাদত না হওয়া	خراب المكّة المكرمة	163
মদীনায় ইবাদত না হওয়া	خراب المدينة المنورة	164
কিয়ামতের সর্বশেষ আলামত আগুন	خروج النار ... علامة نهائية	166
নিকৃষ্ট লোকদের ওপর কিয়ামত কায়েম হবে	تقوم الساعة على شرار الناس	167
বিভিন্ন মাসায়েল	مسائل متفرقة	172

অনুবাদকের আরয

সমস্ত প্রশংসা সে মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে এ পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অসংখ্য দরদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁরই প্রেরিত রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি।

ঈমানের রূক্নসমূহের মধ্যে একটি রূক্ন, কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। মুসলমান হিসেবে আমরা এ বিশ্বাস অবশ্যই রাখি যে, কিয়ামত হবে; কিন্তু “কিয়ামত হবে” শুধু এ বিশ্বাস থাকাই কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনার একমাত্র দাবী নয়; বরং তার দাবী হল, সেজন্য প্রস্তুতি নেয়া। আর ঐ কিয়ামতের রয়েছে অনেক আলামত, যা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে এক এক করে প্রকাশ পাবে। অবশ্য ইতিমধ্যে তার বেশ কিছু আলামত প্রকাশ হয়ে গেছে। যদিও অনেক মুসলমানই সে ব্যাপারে ওয়াকেফ হাল নয়, আর তার জন্য প্রস্তুতি তো সুন্দর পরাহত।

উদ্ভুতী সুলেখক জনাব ইকবাল কিলানী সাহেব, তাঁর লিখিত “আলামতে কিয়ামত কা বায়ান” নামক গ্রন্থে কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে, দলীল প্রমাণ ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যা একজন মুসলমানের জন্য কিয়ামত সম্পর্কে জানতে ও তার প্রস্তুতির কথা স্মরণ করাতে খুবই সহায়ক। তাই বইটি বাংলায় অনুবাদের ব্যাপারে লিখক কর্তৃক দায়িত্ব পেয়ে আমি আমার কাঁচা হাত হওয়া সত্ত্বেও একাজ করতে শুরু করি। এই আশায় যে, এ গ্রন্থ পাঠে বাংলা ভাষী মুসলমান কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে অবগত হয়ে, তার প্রস্তুতি নিতে আগ্রহী হবে। আর এ উসীলায় মহান আল্লাহ এ গোনাহগারের প্রতি সদয় হয়ে তার পাপসমূহকে ক্ষমা করবেন।

শেষে সুন্দর পাঠকবর্গের নিকট এ আবেদন থাকল যে, এ গ্রন্থ পাঠান্তে কোন ভুল-ভাস্তি তাদের দ্রষ্টি গোচর হলে, তারা তা আমাকে অবগত করালে আমি পরবর্তী সংক্রান্তে তা সংশোধনের জন্য চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

বিষ্ণুঃ প্রিয় পাঠক গ্রন্থের কলেবরের প্রতি লক্ষ্য রেখে মূল গ্রন্থের ভূমিকা থেকে কিছু কিছু অংশ বাদ দেয়া হয়েছে।

ফকীর ইলা আফভী রাবিহিঃ
আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ
রিয়াদ, সউদী আরব।
পি.ও. বক্র-৭৮৯৭(৮২০)
রিয়াদ-১১১৫৯ কে. এস. এ.
মোবাইল: ০৫০ ৪১ ৭৮ ৬৪৪

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، والعاقبة للمتقين ، أما بعد :

কিয়ামত হবে সুনিশ্চিত; কিন্তু কিয়ামত কখন হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানেনা। একদা জিবরীল (আঃ) সাহাবাগণের উপস্থিতিতে (মানুষরূপে) আসল এবং রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করল, তখন তিনি বললেনঃ কিয়ামতের জ্ঞান প্রশ্নকৃত (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রশ্ন কর্তা জিবরীল (আঃ) থেকে অধিক জানে না। তবে আমি তোমাকে কিয়ামতের আলামত বর্ণনা করছি। মহিলা তার মনিবকে জন্ম দিবে, বন্ধুহীন, জুতাহীন ব্যক্তি জনগণের নেতা হবে, আর কাল উটের রাখালরা যখন উচ্চ দালান কোঠা নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে (ইত্যাদি)। কিয়ামতের নির্দর্শনের অর্তভূক্ত। (মুসলিম)

উল্লেখিত হাদীস থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, কিয়ামত হওয়ার সঠিক জ্ঞান এক মাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। অবশ্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাগণকে কিয়ামতের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত ফেতনা, আগত্তক কিছু ঘটনা এবং কিয়ামতের একেবারে নিকটবর্তী সময়ে প্রাকাশ পাবে এমন কিছু আলামত সম্পর্কে সর্তক করেছেন। হাদীসের ভাভারে কিয়ামত সম্পর্কে আমরা তিনি প্রকারের হাদীস পেয়ে থাকি। প্রথমতঃ ঐ সমস্ত হাদীস যেখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সময় অতিক্রমের সাথে সাথে উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি ফেতনা ও পথভ্রষ্টতার নির্দর্শন, যেমন তিনি বলেছেনঃ “ইলম (ইসলামী শিক্ষা) উঠে যাবে। বৰ্বরতা বিস্তার লাভ করবে। মদপান বৃক্ষি পাবে। প্রকাশ্যে ব্যভিচার হবে।” (মুসলিম)

এ ধরণের হাদীস সমূহকে আমরা একিতাবের প্রথম অংশে ‘কিয়ামতের ফিতনা’ নামক অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। দ্বিতীয় অংশ ঐ সমস্ত হাদীস সম্পর্কে যেখানে তিনি সময় অতিক্রম হওয়ার সাথে সাথে কিছু কিছু পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ সমস্ত আরব ভূমিতে আবাদ হওয়া, ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া, সম্পদের প্রাচুর্যতা, ফোরাত নদী থেকে স্বর্ণের পাহাড় প্রাকাশ পাওয়া ইত্যাদি। এধরণের হাদীস সমূহকে আমরা এ কিতাবের দ্বিতীয় অংশে ‘কিয়ামতের ছোট আলামত’ নামক অধ্যায়ে শামিল করেছি। তৃতীয় ভাগ ঐ সমস্ত হাদীসের যেখানে কিয়ামতের একেবারে নিকটবর্তী সময়ে প্রকাশ পাবে এমন ঘটনাবলীর বর্ণনা। যেমন ইমাম মাহদীর আগমন, দাঙ্জালের আত্ম প্রকাশ, ঈসা (আঃ) এর আগমন, ইয়াজুজ মা'জুজের আগমন, ইত্যাদি, এসমস্ত হাদীস সমূহকে আমরা এ কিতাবের তৃতীয় অংশ ‘কিয়ামতের বড় আলামত’ নামক অধ্যায়ে শামিল করেছি। এভাবে এ কিতাবটি নিম্নোক্ত তিনি ভাগে বিভক্ত হয়েছেঃ

- ১। কিয়ামতের ফিতনা ।
- ২। কিয়ামতের ছোট আলামত ।
- ৩। কিয়ামতের বড় আলামত ।

এ তিনটি বিষয়ের ওপর আমরা আগত পৃষ্ঠাসমূহে পৃথক পৃথক ভাবে আমাদের আলোচনা পেশ করব ইনশাইল্লাহ ।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের পূর্বে বিভিন্ন রকমের ফিতনা প্রকাশিত হবে । তিনি তার উমতদেরকে এ ফিতনা থেকে শুধু সর্তক করেছেন তাই নয় বরং এ ফিতনার কঠিনতা সম্পর্কেও স্বীয় উমতদেরকে স্পষ্টভাবে অবহিত করেছেন । এসম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কতিপয় হাদীসের উন্নতি নিম্নরূপঃ

- ১। “আগত ফেতনা সমূহকে আমি তোমাদের ঘরের ওপর বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হতে দেখছি ।” (বোখারী)
- ২। “কোন কোন ফেতনা এত দ্রুতগতি সম্পন্ন হবে যে (ইসলাম, ঈমান, দীন) বলতে কোন কিছু বাকী রাখবে না ।” (মুসলিম)
- ৩। “কোন কোন ফেতনা এত কঠিন হবে যে তার দিকে উঁকি দাতাও সেখানে নিপত্তি হবে ।” (বোখারী)
- ৪। “কোন কোন ফেতনা এমন হবে যে তার দরজা সমূহে জাহানামের প্রতি আহ্বানকারী অবস্থান করবে ।” (ইবনে মায়া) অর্থাৎ এ ফিতনায় লিঙ্গ হওয়া মাত্রই মানুষ জাহানামে পতিত হবে ।
- ৫। “(ফেতনা এত কঠিন হবে) যে কোন ব্যক্তি সকালে মুমেন থাকলে, রাতে কাফের হয়ে যাবে আবার কোন ব্যক্তি রাতে মুমেন থাকলে, সকালে কাফের হয়ে যাবে ।” (তিরমিয়ী)
- ৬। “লোকেরা পৃথিবীর সম্পদের বিনিময়ে স্বীয় দীন ও ঈমান বিক্রি করে দিবে ।” (তিরমিয়ী)
- ৭। (ফেতনার সময়) “ ঈমানের ওপর অটল থাকা এত কঠিন হবে, যেমন আগুনের আঙ্গার হাতে রাখা কঠিন ।” (বায়্যার)

দীন ও ঈমানের জন্য এত কঠিন রূপ নিয়ে আগত ফেতনাসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা আগত অধ্যায় সমূহে পাওয়া যাবে, এখানে আমরা পাঠকদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিতনার প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করব, আর তা হল এলমে দীন উঠিয়ে নেয়ার ফেতনা । রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক হাদীসে একথা বর্ণনা করেছেন যে, “কিয়ামতের পূর্বে দীনি ইলম অর্থাৎ কোরআ'ন ও সুন্নার জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে ।” (মুসলিম)

চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, ইলমে দ্বীন উঠে যাওয়াই বাকী সমস্ত ফেতনার কারণ। শিরক, বিদআ'ত, বে-আমল, মিথ্যা, চক্রান্ত, ধোকাবাজী, পিতা-মাতার নাফরমানী, খিয়ানত, অশুলিতা, বে-হায়া, হত্যা ও লড়াই, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, ইহুদী নাসারাদের অনুসরণ, ইত্যাদি ফেতনার মূল কারণ ইলমে দ্বীন থেকে দূরে থাকা, যে সমস্ত লোক কোর'আন ও হাদীসের শিক্ষা থেকে দূরে থেকে যাচ্ছে, তারা ফেতনা ও পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হচ্ছে। কোরআ'ন ও হাদীস থেকে সাধারণ মুসলমানদের বে-পরোয়া পূর্বেও কম ছিল না। অ্যামেরিকায় ঘটে যাওয়া ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা জ্ঞানীদের জন্য যথেষ্ট চিন্তার খোরাক যোগিয়েছে। কোরআ'ন মাজীদের সাথে কাফেরদের দুশ্মনি স্পষ্ট হয়েছে। কোরআ'ন মাজীদের প্রতি বিদ্রোপাত্মক মনভাব কোন অমুসলিমের সৃষ্টি বলে ঠাণ্ডা করা পূর্ববর্তীলোকদের ঘটনাবলী বলে তামসা করা, (আল্লাহ মাফ করে) তাকে অকার্যকর বলে মনে করা, তার স্থলে আরো অন্য কোন কিতাব নিয়ে আসা, বা তার আয়াত পরিবর্তন করার জন্য দাবী জানানো।¹ এসবই রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর যামানায়ই শুরু হয়ে ছিল। তখন থেকে আজ পর্যন্ত কোন না কোন আকৃতিতে কাফেরদের এ নিকৃষ্টতম আন্দৌলন চালু আছে। এর কিছু উদহারণ নিন্ম রূপ :

১৯০৮ ইং বৃক্ষিশ মন্ত্রী নোআবাদিয়াতের একটি উদ্ভিতি লক্ষ্য করা যাক। যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের নিকট কোরআ'ন থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রাস্তা পরিষ্কার হবে না। আমাদের দরকার তাদের জীবন থেকে কোরআ'নকে আলাদ করে দেয়া”²

ভারত বিভক্তির পূর্বে ইউপির গর্ভন উইলিয়াম মাইকেলনী, সিরাতুন্নবী (নবী চরিত্র) এর ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করে, যেখানে সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে তার কু-দৃষ্টির প্রকাশ এভাবে করেছে যে, “দু’টি বিষয়ে মানবতার বড় দুশ্মনী রয়েছে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কোরআ'ন এবং তাঁর তালোয়ার”³

কয়েক বছর পূর্বে ইংরেজীতে কোরআ'ন মাজীদের বাতীল ব্যাখ্যা সম্বলিত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। একেই সাথে হিন্দু ভাষায়ও কোরআ'ন মাজীদের বাতীল ব্যাখ্যা সম্বলিত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল “কোরআ'ন সর্বশেষ সত্য গ্রন্থ।” (QURAN, THE ULTIMATE TRUTH)

এ শিরোনামে ইন্টার নেটের মাধ্যমে কোরআ'ন মাজীদের ব্যাপারে ৩০ টি বিভিন্নমুখী প্রশ্ন তোলা হয়েছে, যেখানে এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কোরআ'ন আল্লাহর অবতীর্ণকৃত কিতাব নয়, বরং তা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্বহস্তে লিখিত গ্রন্থ। কোন কোন স্থানে ইসলামের নবী সম্পর্কে অত্যান্ত লজ্জাক্ষর ও বাজারি উক্তি করা হয়েছে। এক স্থানে লিখিতে মূলকথা কোরআ'ন মাজীদ পরম্পর দক্ষপূর্ণ কথায় ভরপূর, অতএব

¹ - রেফারেন্স হিসিবে কতিপয় আয়াতে উদ্ভিতি। সূরা ইউমুস ১৫, সূরা হা-যীম সাজদা -২৬, সূরা রুম ১০, সূরা আনআ'ম -২৫, সূরা আম্বীয়া - ৫, সূরা আহকাফ - ৭, সূরা মুমিনুন - ৬৭,৬৮, সূরা ফুরকান - ৩০।

² মরিয়ম জামিলা লিখিত ইসলাম এক নথরিয়া এক তাহরিক পৃঃ ২২০।

³ -শেখ মোহাম্মদ আকরাম লিখিত মৌজে কাউসার পৃঃ ১৬৩।

তা আল্লাহর নাযিল করা কিতাব হতে পারে না। বরং কোন ব্যক্তি বিশেষের পাগলামী চিন্তা ও চক্রান্ত মূলক গ্রহণ। (আল্লাহর মাফ করুন) বা কয়েক ব্যক্তি মিলে এ গ্রহণ রচনা করেছে”।⁴

কোরআ'ন মাজীদকে ওহীর গ্রহণ নয় বলে প্রমাণ করার জন্য কোরআ'নের চেলেঞ্জের⁵ মোকাবেলায় তারা নিন্যোক্ত চারটি সূরা তৈরী করে ইন্টরনেটে প্রচার করেছে।⁶

- ১ - সূরাতুল সৈমান ... ১০ আয়াত।
- ২ - সূরাতুল মুসলিমীন . . . ১১ আয়াত।
- ৩ - সূরাতুল ওসায়া ১৬ আয়াত।
- ৪ - সূরাতুত তাজাস্সুদ ১৫ আয়াত।⁷

⁴ - বিস্তারিত জানার জন্য <http://www.flex.com/jai/satyame vajayate koyate koyan.htm> : দ্রঃ

⁵ - তোমরা যদি কোরআ'ন মাজীদ সম্পর্কে সন্দেহপূর্ণ হও তাহলে এর অনুরূপ একটি সূরা তোমরা তৈরী কর, (সূরা বাক্সা -২৩)

⁶ - বিস্তারিত <http://dials.pace.dial.pipex.com/town/park/geq96oriogjonal.htm> দ্রঃ

⁷ - উল্লেখ্য ইতিহাসে আমাদের নিকট এমন কিছু উদহারণ আছে যে, ইসলামের শক্ররা কোরআ'ন মাজীদের শব্দ নিয়ে কয়েকটি আয়াত সাজানোর চেষ্টা করেছে যেমনঃ শতবছর পূর্বে এক শিয়া আলেম আল্লামা নূরী তাবাবী স্থীয় কিতাব 'ফাসলুল খিতাব' সাত আয়াত সম্পর্কিত একটি সূরা 'আল বেলায়া' নামে ছেপে এ দাবী করল যে, এটাও কোরআ'নেরই একটি সূরা। (মাওলানা মুহাম্মদ মন্জুর নো'মানী লিখিত ইরানী ইনকিলাব, ইমাম খোমেনী আওর শিয়ায়ত : পৃঃ ২৬১-২৭৮। দ্রঃ।

কোরআ'ন মাজীদের শব্দ ব্যবহার করে দশ বা পোনের লাইন সাজিয়ে কোন আরবী বা অন্যান্য আলেমের জন্য না রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে কোন কঠিন কাজ ছিল না এখন। কোরআ'ন মাজীদে যে চেলেঞ্জ দেয়া হয়েছে, মূলত তা এই যে, যদি তোমরা এ কথা বিশ্বাস কর যে, কোরআ'ন মাজীদ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর লিখিত, যা পাঠে মানুষের পশম দাঁড়িয়ে যায়, অন্তর কেঁপে উঠে, চোখ অঢ় সজ্জল হয়, চিন্তা চেতনারা মাঝে বিরাট বিপুর ঘটে যায়, যা সকাল সকাল তেলওয়াত করা লোকেরা সোয়াবের কারণ বলে বিশ্বাস করে, যার নির্দেশনা মোতাবেক আমল করে মানুষ মুক্তির আশা রাখে, তাহলে তোমরাও এমন এক সূরা তৈরী কর যা, পাঠে মানুষের পাথর সম অন্তর মোম হয়ে যায়। যা মানুষের মন মস্তিষ্ককে পরিবর্তন করে দিবে, যা দশ বছরের বাচ্চারা মুখ্যন্ত করে অনন্দ উপভোগ করবে, যা রাত-দিন ভর তেলওয়াত হবে, যা আমল করে মানুষ তার মুক্তির আশা করবে। যা সর্বসাধারণ শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করবে যেমন কোরআ'নকে করে। এ হল ঐ চেলেঞ্জ যা কোরআ'ন মাজীদ আজ থেকে চৌদশ বছর পূর্বে দিয়েছিল। যা মোকাবেলা করার অপচেষ্টা অতীতেও করা হয়েছে এখনও কাফেররা করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে। কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। যে আয়াত আজ থেকে ১৬ বছর পূর্বে তৈরী করা হয়েছিল আজ তার কোন পাঠকারী তো নেইই বরং তা সম্পর্কে জানারও কেউ নেই। আর আজ যে আয়াত তৈরী করা হচ্ছে কয়েক বছর পরে তারও একেই পরিণতি হবে।

(لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تُنْزَلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) (সূরা ফসল : ৪২)

অর্থঃ “কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না, সামনের দিক থেকেও নয়, পিছনের দিক থেকেও ও নয়, এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ। (সূরা ফুসসিলাত : ৪২)

কোরআ'ন মাজীদের বিপক্ষে কাফেরদের এ ষড়যন্ত্র প্রথম থেকেই ছিল, কিন্তু ১১সেপ্টেম্বরের পর কাফেররা কোরআ'নকে আরো বিশেষভাবে তাদের দুশ্মন হিসেবে দেখছে। ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে হামলার পর অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট এক ঘোষণায় বলেছিল যে, “আমরা দীর্ঘমেয়াদী ঝুসেডের যুদ্ধ শুরু করছি”। অন্য এক ঘোষণায় বলেছিল যে আমরা “মশা (আলেম) সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুরু করে দিব”।⁸

কোরআ'ন মাজীদের বিরোধে কাফেরদের এ হিংসা ও শক্রতা সম্পর্কে আল্লাহর এ নির্দেশনাই যথেষ্ট যে,

﴿قَدْ بَدَتِ الْبُغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ (সুরা অল উম্রান: ১১৮)

অর্থঃ “বস্তুত : তাদের মুখ থেকেই শক্রতা প্রকাশিত হয় এবং তাদের অন্তর যা গোপন করে তা গুরুতর ”। (সূরা আল ইমরান -১১৮)

অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্টের এ ঘোষণার পর অ্যামেরিকা এবং সমস্ত ইউরোপে কোরআ'নমাজীদের বিরুদ্ধে এ অপপ্রচার শুরু হয়েছে যে, কোরআ'ন মাজীদ একটি সন্ত্রাসী গ্রন্থ (The Book of Terrorism) এ নামে কোরআ'ন মাজীদের বিপক্ষে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। কাফের নেতৃবর্গের ষড়যন্ত্র এতদূর পৌঁছেছে যে, তারা মুসলিম শাসকদের নিকট কোরআ'ন মাজীদ পরিবর্তন এবং তা থেকে লড়াই ও জিহাদের আয়াতসমূহ বের করে দেয়ার জন্য দাবী জানিয়েছে। দ্বিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ বন্ধ করার বা কম পক্ষে তার সিলেবাস পরিবর্তনের দাবী করেছে। দ্বিনি প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহযোগীতাকারী ব্যক্তিবর্গ, ও আফিসসমূহকে আজীবনের জন্য সায়েন্স করার জন্য এবং তাদের বদনাম ছড়ানোর জন্য চেষ্টা চলছে। এ পরিস্থিতির দাবী হল এই যে, আমরা শুধু আমাদের ঘর সমূহকেই ফেতনা থেকে সংরক্ষণ করার জন্য নয়, বরং কাফেরদের কু কামনাকে ধূলিসাং করার জন্য, অলস স্বপ্ন ভেঙ্গে, আমাদের এপবিত্র প্রস্ত্রের শিক্ষা, শিখানো, প্রচার এবং হিফজ করার জন্য কোমড় বেঁধে নেই। কোরআ'নের সাথে সম্পর্ক রাখার অনুভূতি নিজের মধ্যে গড়ে তুলি, প্রত্যেক মুসলমান স্বীয় ঘরে কোরআ'ন মাজীদের শিক্ষা ও শিখানোকে নিজের জন্য এবং বিবি-বাচ্চার জন্য এমন ফরজ বলে মনে করা, যেমন নামায, রোয়া, মানুষের ওপর ফরজ। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় সন্তানদের মধ্য থেকে অন্তত একজনকে কোরআ'নের হাফেজ করি, যে ঘরে এমন মহিলা আছে যে, কোরআ'ন মাজীদের জ্ঞান রাখে, সে তার মহল্লার পাঁচ পাঁচ জন করে বা দশ দশ জন বাচ্চাকে কোরআ'ন শিখানো নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিল, নামাযী লোকেরা স্ব স্ব মসজিদে মহল্লার বাচ্চা ও বৃন্দদেরকে কোরআ'ন শিখানো নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিলে, তাল রাস্তায় দান করীরা প্রাণ খুলে কোরআ'ন শিক্ষা কেন্দ্র সমূহে দান করলে এবং যেখানে দ্বিনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা দরকার,

⁸ - হাফতা রোজা তাকবীর ২৬ ডিসেম্বর ২০০১ ইং ৪৯ ৪৫।

সেখানে নুতন নুতন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলে, এভাবে সারা দেশে কোরআ'ন শিক্ষার জাল বিস্তার করলে, এতে শুধু আমাদের ঘরোয়া ফেতনাই দূর হবে তাই নয়, বরং কোরআ'ন বিরোধী অমুসলিম ঘড়যন্ত্র ও ধুলিসাং হবে। কিয়ামতের ছোট আলামত সমূহের মধ্যে কিছু প্রকাশিত হয়ে গেছে যেমনঃ রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) আগমন, চন্দ্র দ্বি-খন্দ হওয়া, সমগ্র আরব বিশ্বে বর্ণা প্রবাহিত হওয়া এবং সবুজে ভরে যাওয়া অনেকাংশে হয়েছে, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে অত্যন্ত দ্রুত তা হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। কিছু কিছু আলামত প্রকাশ পেতে এখনো বাকী আছে, যা যথা সময়ে প্রকাশ পাবে যেমনঃ ফোরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড় প্রাকাশ পাওয়া, অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প ও ধস এবং বিকৃতি (চেহারা সুরত পরিবর্তন) হওয়া, সতী সাধুবী স্তী লোকদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা ইত্যাদি।

কিয়ামতের বড় আলামত সমূহঃ প্রথমে সিরিয়ার দামেশকের আ'মাক বা ওয়াদেক নগরীতে মুসলমান এবং খৃষ্টানদের মাঝে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে, যেখানে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে মুসলমানদের বিজয় হবে। এ যুদ্ধে বিজয় লাভের পর ইসলামী সৈন্যরা খৃষ্টানদের মূল কেন্দ্র রূম বিজয় করার জন্য বের হবে। এর আগে ইমাম মাহদী আগমন করবে। খৃষ্টানদের এ পুরাতন ও শক্ত ঘাটি তাঁর নেতৃত্বেই বিজয় হবে। রূম বিজয়ের পর ইসলামী সৈন্যদের গুছিয়ে উঠার আগেই, ইহুদীদের মাঝে অপেক্ষমান মাসিহদাজ্জালের আগমন বর্তা ছড়িয়ে পড়বে, আর তখন মুসলমানরা রূম ত্যাগ করে দামেশকে ফিরে আসবে এবং দাজ্জালের বিরোক্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকবে। দাজ্জাল মুসলমানদের দ্বীন ও দ্বিমানের জন্য বড় ফেতনা হবে। নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) বাণী “আদম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মাঝে দাজ্জালের ফেতনার চেয়ে বড় আর কোন ফেতনা নেই।” (মুসলিম)

মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাকে বে- হিসাব ক্ষমতা দিয়ে রাখবেন। তার নির্দেশ ক্রমে বৃষ্টি হবে, মাটিতে ঘাস উৎপন্ন হবে, প্রাণী সু স্বাস্থ ও সবল হয়ে যাবে, তাদের দুধ বৃদ্ধি পাবে, পৃথিবীকে নির্দেশ দিলে সে তার ধনভাস্তর সমূহ উন্মুক্ত করে দিবে। দুর্ভিক্ষের নির্দেশ দিলে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যাবে। মানুষকে হত্যা করার পর তাকে জীবিত হওয়ার নির্দেশ দিলে, সে জীবিত হয়ে যাবে। এভাবে অসম্ভব বিষয় সমূহ প্রদর্শন করানোর পর, সে মানুষের নিকট দাবী করবে যে, আমি তোমাদের প্রভু, তোমরা আমাকে তোমাদের প্রভু হিসেবে মান। অসংখ্য দুর্বল দ্বিমানদ্বার তার অস্বাভাবিক ক্ষমতা দেখে নিজেদের দ্বিমান হারিয়ে, তাকে স্বীয় প্রভু হিসেবে মানবে। নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তার সাথে জান্নাত জাহান্নামও থাকবে, তার অনুসারীদেরকে সে জান্নাতে পাঠাবে, আর মূলত তা হবে জাহান্নাম, তাকে অমান্য কারীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে, মূলত তা হবে জান্নাত। ভুশিয়ার ! নিজে নিজেকে ধ্বংসের প্রতি নিক্ষেপ করবে না।”

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, “দাজ্জালের জাহানাম ঠাঙ্গা এবং মিষ্টি পানি হবে, অতএব ঐ অবস্থা দৃশ্যে যারা দুর্বল হয়ে যাবে, তাদের উচিত তার জাহানামে প্রবেশ করা”। (মুসলিম)

দাজ্জাল অত্যন্ত দ্রুতগতীতে চলিশ দিনের মাঝে সারা পৃথিবীতে ঘুরে আসবে।⁹

কিন্তু মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহ এ উভয় পবিত্র নগরীর রাস্তায় রাস্তায় ফেরেশ্তা বসিয়ে দিবেন, যারা তা সংরক্ষণ করবে, দাজ্জালের সাথে মুসলমানদের কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে, মুসলমানদের নেতৃত্ব থাকবে ইমাম মাহদীর হাতে, দাজ্জাল পৃথিবী ঘুরে যখন দামেশকে যাবে, তখন সেখানে পূর্ব থেকেই ইমাম মাহদী উপস্থিত থেকে, যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকবে, এমতাবস্থায় ফজরের নামাযের পূর্বে দু'জন ফেরেশ্তার সহযোগীতায় ঈসা (আঃ) দামেশকের জামে মসজিদের পশ্চিমদিকের মিনারায় অবতরণ করবেন, মুসলমানরা নামাযের জন্য দাঁড়াবে, ইমাম মাহদী ঈসা (আঃ) কে নামায পড়াতে আহ্বান করবে, কিন্তু ঈসা (আঃ) বলবে তুমই নামায পড়াও। তখন ঈসা (আঃ) ইমাম মাহদীর ইমামতিতে ফজরের নামায আদায় করবে, এসময়ে দাজ্জাল সন্তুর হাজার ইহুদী সৈন্য নিয়ে দামেশক নগরী অবরোধ করে থাকবে, তখন ইসলামী সৈন্যদের পরিচালনা ঈসা (আঃ) এর হাতে থাকবে, তিনি দাজ্জাল বাহিনীর ওপর আক্রমন করবেন, তুমুল লড়াই হবে, দাজ্জাল পালানোর জন্য চেষ্টা করবে, ঈসা(আঃ) তাকে পিছন থেকে ধাওয়া করবেন এবং ‘লুদ’ নামক স্থানে গ্রেপ্তার করে, ¹⁰ শীয় বর্ণ দিয়ে তাকে হত্যা করবেন। দাজ্জালকে হত্যা করার পর ইসলামী বাহিনী ইহুদীদেরকে দেখে দেখে হত্যা করতে থাকবে, পৃথিবীর কোন কিছুই ইহুদীদেরকে আশ্রয় দিবে না। এমনকি কোন ইহুদী যদি রাতের অন্ধকারেও কোন বৃক্ষ বা কোন পাথরের পিছনে আন্তর্গোপন করে থাকে, তাহলে ঐ পাথর বা বৃক্ষ বলবে যে, হে আল্লাহর বান্দা সে ইহুদী তাকে হত্যা কর। দাজ্জালের হত্যার পর ইহুদী চক্র পরিপূর্ণভাবে খতম হয়ে যাবে, সারা পৃথিবীতে শুধু একটি আদর্শই অবশিষ্ট থাকবে, আর তাহল ইসলাম। সর্বত্র ইসলামের জয়গান চলতে থাকবে, নিরাপত্তা, ভাত্তবোধ, আল্লাহ ভিরুতার সয়লাব চলতে থাকবে, ইমাম মাহদীর খেলাফত সাত বছর পর্যন্ত স্থায়ী হবে, ঈসা (আঃ) এর জীবিতাবস্থায় ইমাম মাহদী ইস্তেকাল করবে, ঈসা (আঃ) তার জানায়ার নামায পড়িয়ে তাকে দাফন করবে, কিছু দিন পর আল্লাহর পক্ষ থেকে ঈসা (আঃ) এর নিকট ওহী আসবে যে, এখন আমি এমন এক মাখলুক পাঠাব যে তাদের মোকাবেলা করার মত ক্ষমতা

⁹ - এ চলিশ দিনও আল্লাহর অসীম ও আশ্চর্য ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হবে, প্রথম দিনটি এক বছরের সমান হবে, দ্বিতীয় দিন হবে এক মাসের সমান, তৃতীয় দিন হবে এক সপ্তাহের সমান, এর পর অন্যন্য দিন গুলো স্বাভাবিক থাকবে, এভাবে চলিশ দিন বর্তমান হিসাবের আলোকে এক বছর দুইমাস দুই সপ্তাহের সমান হবে। (১৬৩ নং মাসআলা দ্রঃ)

¹⁰ - উল্লেখ্য বর্তমানে লুদে ইহুদীদের বড় একটি ইর্যরপেটি রয়েছে।

কারো হবে না। অতএব তুমি আমার প্রিয় বান্দাদেরকে নিয়ে, তুর পাহাড়ে চলে যাও। ঈসা (আঃ) তখন আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে নিয়ে তুর পাহাড়ে চলে যাবেন, অন্যান্য ঈমানদাররা এদিক সেদিক নিজেকে রক্ষা করার জন্য আশ্রয় নিবে। যুলকারনাইনের বাঁধে আটক ইয়জুজ মা'জুজ¹¹ কাওমকে বের করে দিবেন। তাদের সংখ্যা এত বেশি হবে যে, তাদের প্রথম দলটি তুবরা নদীতে পৌঁছবে (তুবরা সিরিয়ার উপকর্তৃ যেখান থেকে উর্দুন নদী প্রবাহিত হয়েছে) তখন তারা তার সমস্ত পানি পান করে, তা শুকিয়ে দিবে। ইয়জুজ মাজুজ দুনিয়াতে এত রক্তপাত করবে যে, তারা তাদের স্বীয় শক্তি দিয়ে সমস্ত জমিনবাসীকে খতম করে দিবে এবং বলবে যে, এখন আমরা আকাশ বাসীদেরকে খতম করব। এমনকি তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে, যা আল্লাহর ইচ্ছায় রক্তাঞ্চ হয়ে ফিরে আসবে। এ দেখে তারা দাবী করবে যে, আমরাতো এখন আকাশবাসীকেও খতম করে দিয়েছি, তখন প্রচণ্ড ভাবে খাদ্য সংকট দেখা দিবে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর নিকট দু'য়া করবে যে, হে আল্লাহ তুমি ইয়াজুজ মাজুজকে ধ্বংস করে দাও। তখন আল্লাহর নির্দেশে তাদের গর্দানে এমন এক রোগ দেখা দিবে যে, এর ফলে এক রাতে তারা সব শেষ হয়ে যাবে। তাদের ধ্বংস হওয়ার পর, সমস্ত শহর নগরী দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর নিকট দ্বিতীয়বার দু'য়া করবে যে, হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এ আয়াব থেকেও রক্ষা কর। তখন আল্লাহ উটের গর্দান সম প্রাণী পাঠাবেন, যারা ইয়াজুজ মা'জুজের লাশ উঠিয়ে নিয়ে যাবে, আর দুর্গন্ধ দূর করার জন্য আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যাতে প্রথিবী পরিপূর্ণ রূপে দুর্গন্ধ মুক্ত হয়ে যাবে, ইয়াজুজ মা'জুজ খতম হওয়ার পর দুনিয়াতে আরেক বার কল্যাণ ও বরকতের সয়লাভ হবে। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ এই সময়ে একটি আনার দিয়ে সমস্ত লোকের পেট ভরে যাবে, একটি গাভীর দুধ এক বংশের সমস্ত লোকদের জন্য যথেষ্ট হবে, হিস্সা বিদ্রোহ সম্পর্ণভাবে শেষ হয়ে যাবে, ঐ কল্যাণ ও বরকতের সময় ঈসা (আঃ) ইন্তেকাল করবেন। মুসলমানরা তাঁর জানায়ার নামায আদায় করবে এবং তাকে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের পাশের খালী জায়গায় দাফন করা হবে, কাহতান বংশের জাহজাহ নামক এক ব্যক্তি তাঁর খলীফা হবে। ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর পর আবার অধিপতন শুরু হবে, কিয়ামতের বড় বড় আলামত একের পর এক প্রকাশ পেতে থাকবে, প্রথমত বড় ধরণের দু'টি ভূমিকম্প হবে, একটি হবে পূর্ব দিকে, অপরটি পশ্চিম দিকে, এতে কোন কোন দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে আল্লাহই ভাল জানেন। তবে অসম্ভব নয় যে পূর্বদিকের ভূমিকম্পে জাপান এবং পশ্চিম দিকের ভূমিকম্পে অ্যামেরিকা ধ্বংশ হবে। (এব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন)।

¹¹ - নহ (আঃ) এর বংশে দু'ভাই ছিল তাদের একজনের নাম ইয়াজুজ আরেক জনের নাম মা'জুজ।

ভূমিকম্পের পর আকাশ থেকে এক ধরণের ধোয়া বের হবে, যা পৃথিবীর সব কিছুকে আক্রান্ত করবে, এতে সমস্ত মানুষ আক্রান্ত হবে, তবে ঈমানদাররা কম আক্রান্ত হবে, আর কাফেররা বেশি, এর পর আন্তে আন্তে আকাশ পরিষ্কার হবে এবং মানুষ এ আবাব থেকে মুক্তি পাবে। এর পরবর্তী নির্দর্শন হবে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া।

রাসূল (সল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ প্রতিদিন সূর্য অন্তমিত হওয়ার পর, আল্লাহর আরশের নিচে এসে সিজদা করে, এর পর আল্লাহ তাকে নির্দেশ দেন যে, তুমি যেদিক থেকে এসেছ ঐ দিকে ফিরে যাও। তখন সূর্য আবার পূর্বদিক থেকে উদিত হয়। এক দিন আরশের নিচে সিজদা করার পর, তাকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, যে দিকে অন্তমিত হয়েছ ঐ দিক থেকে উদিত হও। তখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে।”

সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার পর থেকে, কিয়ামত পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হতে থাকবে, প্রতি দিন উদিত হতে থাকবে, না পশ্চিম দিকে থেকে উদিত হওয়ার পর আবার এক বার তার আসল স্থান পূর্ব দিক থেকে উদিত হবে? এ প্রশ্নের উত্তর হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়না, কোন কোন আলেম বলেছেন যে এরপর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হতে থাকবে, আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, পশ্চিম দিক থেকে এক বারই সূর্য উদিত হবে, এরপর কিয়ামত হওয়া পর্যন্ত সূর্য পূর্ব দিক থেকেই উদিত হতে থাকবে। (আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন)

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পরবর্তী নির্দর্শন হবে দাক্কাতুল আরজ (ভূ-পৃষ্ঠের প্রাণী) এ এক আশ্চর্যধরণের প্রাণী হবে, কোরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীস থেকে এতটুকু জানা যায় যে এ প্রাণী মাটি থেকে বের হবে, মানুষের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলবে এবং বলবে, “মানুষ আমার নির্দশনে অবিশ্বাসী” (সূরা নামল - ৮২)

কোন কোন দুর্বল হাদীসে এ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে, মসজিদে হারামে অবস্থিত সাফা পাহাড় থেকে ঐ প্রাণী ভূমিকম্পের পর বের হবে। তার চেহারা হবে মানুষের মত, পা হবে উটের ন্যায়, গর্দান হবে ঘোড়ার ন্যায়, লেজ হবে গরুর ন্যায়, মাথা হবে হরিণের ন্যায়, হাত হবে বানরের ন্যায়। তার এক হাতে থাকবে মূসা (আঃ) এর লাঠি, আর অপর হাতে সুলাইমান (আঃ) এর আংটি। লাঠি দিয়ে প্রত্যেক মুমেনের কপালে নূরানী চিহ্ন লাগিয়ে দিবে, আর কাফেরের নাকে বা গর্দানে আংটি দিয়ে সীল দিয়ে দিবে। এভাবে ঐ প্রাণী মোমেন ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করবে, আলেমগণ এ হাদীস সমূহ নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন না। (আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন)

দাজ্জালের আবিভাব, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া, দার্কাতুল আরয (ভৃ-পঞ্চের প্রাণীর) আবিভাব, এ তিনটি আলামত এমন যে, এর পর কোন কাফেরের ঈমান আনা তার জন্য কোন কাজে আসবে না। তাই আল্লাহ্ এক পবিত্র বাতাস প্রবাহিত করবেন, যার মাধ্যমে বিন্দু পরিমাণে ঈমানদাররা ও মৃত্যুবরণ করবে, শুধু ঐ সমস্ত লোকেরা বেঁচে থাকবে, যাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণেও ঈমান থাকবে না। আর তারা জাহেলিয়াতের যুগের ন্যায় কুফর ও শিরকের দিকে ফিরে যাবে। সর্বত্র কুফর ও শিরক বিস্তার লাভ করবে। কোরআ'ন মাজীদের অক্ষরসমূহ কাগজ থেকে মিশিয়ে দেয়া হবে, নামায, ওমরা, হজ্জপালন করার মত কেউ থাকবে না। বাইতুল্লাকে এক হাবসী ভঙ্গে আগুন লাগিয়ে দিবে, মদীনা আবাদহীন হয়ে যাবে, ভয়ন্কর জরু জানোয়ার সেখানে বসবাস করবে, লজ্জা শরম থাকবে না। নারী পুরুষ রাস্তায় রাস্তায় কুকুর ও গাধার ন্যায় জিনা ব্যভিচার করবে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ বলার মত একজন লোকও থাকবে না। এর পর আল্লাহ্ ইচ্ছা অনুযায়ী ইয়ামেন থেকে একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ দেখা দিবে, যা লোকদেরকে হাশরের ময়দান সিরিয়ার দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে, যখন লোকেরা ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, তখন আগুনও থেমে যাবে, আবার যখন লোকেরা সতেজ হবে তখন আবার আগুন তাদেরকে পিছন থেকে তাড়াতে শুরু করবে, যখন লোকেরা সিরিয়াতে পৌছে যাবে, তখন আগুন গায়ের হয়ে যাবে, কিয়ামতের নিকটবর্তী আলামত সমূহের মধ্যে এটি সর্বশেষ আলামত হবে। এর পর শিংজায় ফুঁ দেয়া হবে এবং কিয়ামত হয়ে যাবে।

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهٌ﴾ (সুরা আল-কাসাম : ৮৮)

অর্থঃ “আল্লাহ্ চেহারা (সন্তা) ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল”। (সূরা কাসাম - ৮৮)

কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আমরা প্রিয় পাঠকদেরকে দু'টি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

প্রথম বিষয় এইয়ে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিয়ামত সম্পর্কে যে সমস্ত ফেতনা এবং উম্মতের মধ্যে যে সমস্ত পরিবর্তনের কথা বলেছেন, তা অধ্যয়নের পর এমন মনে হয় যেন কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের সব কিছু আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের সামনে একটি স্পষ্ট ঘট্টের ন্যায় করে রেখে দিয়ে ছিলেন। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক একটি ঘটনা দেখে দেখে উম্মতকে সর্তক করেছেন, সম্ভবত আগত দিন গুলুতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বর্ণিত কথাসমূহ আজ থেকে আরো কয়েক শুণ বেশি ভুবহ স্পষ্ট হবে। কিন্তু আজও তার সত্যতার ব্যাপারে বিন্দু পরিমাণেও কমতি অনুভব হচ্ছে না।

কতগুলোর বর্ণনা নিন্মরূপঃ

- ১। লোকেরা শুধু পরিচিতদেরকে সালাম করবে। (আহমদ)
- ২। লোকেরা হালাল ও হারামের মধ্যে কোন পার্থক্য করবে না।
- ৩। লোকেরা দুনিয়ার সম্পদের জন্য দ্বীন ও দুনিয়া বিক্রি করে দিবে। (তিরমিয়ী)

- ৪। হত্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, এমনকি হত্যাকারী জানবে না যে সে কেন হত্যা করছে, এমনভাবে নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে, সে কেন নিহত হল। (মুসলিম)
- ৫। মহিলারা এমন পোশাক ব্যবহার করবে, যে পোশাক থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে উলঙ্গ মনে হবে। (মুসলিম)
- ৬। সময় এত দ্রুত অতিক্রান্ত হবে যে, বছরকে মনে হবে মাসের ন্যায়, মাসকে মনে হবে সপ্তাহের ন্যায়, সপ্তাহকে মনে হবে এক দিনের ন্যায়, এক দিন কে মনে হবে এক ঘণ্টার ন্যায়। (ইবনে হিবান)
- ৭। এমন লোকদের নেতৃত্ব হবে, যারা মানব আকৃতিতে শয়তান হবে। (মুসলিম)
এমন লোকেরা নেতৃত্ব দিবে যারা মোশরেকদের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে। (তাবারানী)
এমন কিছু নেতা হবে যাদের অন্তর মৃতের শরীরের দুগন্ধের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে”।
(তাবারানী)
- ৮। “কলমের বিজয় হবে” (আহমদ) যেহেতু কলম পৃথিবীতে প্রচার ও প্রপাগান্ডার ক্ষেত্রে একটি পূরাতন মাধ্যম যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) এর যুগেও ছিল কিন্তু আগত সময়ে “কলমের বিজয়ের” অর্থ হল এই যে, নুতন নুতন প্রচার মাধ্যম উদ্ভাবন, যা আজ আমাদের সামনে সংবাদ পত্র, পেপার, চিঠি, বই, রেডিও, টি, ভি, ভিডিও, ইন্টার নেট, টেলিফোন, মোবাইল ইত্যাদি নামে পরিচিত, আর আগামীতে আরো কতকি উদ্ভাবিত হবে তাতো জানা নেই।
- ৯। “অমুসলিমরা মুসলমানদের ওপর এমনভাবে চড়ে বসবে, যেমন আহার কারী তার খাবারে অন্যকে দাওয়াত দেয়। এর কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) বর্ণনা করেছেন এই যে, মুসলমানরা দুনিয়ার প্রতি যোহাকৃত এবং মৃত্যুর প্রতি অনিহা প্রকাশ করবে”। (আবুদাউদ)
- ১০। “মুসলমান ইহুদী নাসারাদের পদান্ক অনুসরণ এমনভাবে করবে যে, তারা যদি এক বিগা অঞ্চল হয়, তাহলে মুসলমানরাও এক বিগা অঞ্চল হয়। যদি তারা এক হাত চলে, তাহলে মুসলমানরাও এক হাত চলবে। যদি তারা দু'হাত চলে, তাহলে মুসলমানরাও দু'হাত চলবে। এমন কি তাদের কেউ যদি মায়ের সাথে ব্যভিচার করে, তাহলে মুসলমানও তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করবে”। (বায়্যার)
- আমি এখানে উদহারণ সরূপ কিছু বাণী পেশ করলাম, যা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, ১৪শত বছর পূর্বে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) এর বাণীর এক একটি শব্দ ও এক একটি অক্ষর সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে, আর কোন বাণীর ছবহ বাস্তবায়ন একমাত্র এক নবীর দ্বারাই সম্ভব। এ বণীগুলো পাঠের পর মানুষের মুখ অজ্ঞাতস্বরে বলে উঠে

اَشْهَدُ اَنَّ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অর্থঃ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ব্যতীত আর সত্য কোন মা’বুদ নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। ইসলামের নবী সম্পর্কে যদি কারো অন্তরে কোন প্রকার হিংসা বিদ্বেষ না থাকে, তাহলে বাস্তবতা হল এইযে, ১৪শতবছর পূর্বে তাঁর বলে যাওয়া কথাগুলোই তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারে এত স্পষ্ট প্রমাণ যে, তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের ওপর ঈমান আনা ব্যতীত করো কোন উপায় নেই।

তাঁর বাণীর সত্যতা থেকে একথাও বুঝা যায় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমদেরকে জীবন যাপনের ব্যাপরে যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তাও এমনই সত্য যেমন পূর্বে বর্ণিত তাঁর কথাসমূহ আজ সত্যে পরিণত হচ্ছে। অতএব যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ ও মুক্তি চায়, তার উচিত চোখ বন্ধ করে নির্বাক্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নির্দেশিত পথে চলা। এতেই কল্যাণ রয়েছে, আর এ থেকে মুখ ফিরানোতে রয়েছে নিশ্চিত ভাস্তি।

দ্বিতীয়ত আমি যে বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তাহল এই যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত ফেতনা ও তার আলামত (বড় ও ছোট) এত বিস্তারিত বর্ণনা করা কেন প্রয়োজন বলে মনে করেছেন?

এ প্রশ্নের উত্তর হল এই যে, পৃথিবী হল পরীক্ষার স্থান, যেখানে আমাদেরকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য। তাই আমাদেরকে এ পরীক্ষার সমস্ত সুস্কতা ও কিটিকেয়ল সম্পর্কে আমাদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে, এখন দেখার বিষয় যে কে এ পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়, আর কে এতে অকৃতকার্য হয়?

চিন্তা করুন যে এক দিকে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অবাধ্য ইবলীসকে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাকে অস্তুর শক্তি দেয়া হয়েছে, খারাপ কর্ম সমূহকে আকর্ষণীয় করে তোলার এবং পাপ কাজে আকৃষ্ট করার ব্যাপারে, আর অন্য দিকে মানুষকে সর্তক করা হয়েছে যে, সে তোমাদের স্পষ্ট শক্তি, সে তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে, তার চক্রান্তথেকে বেঁচে থাক, তার কথা কথনো ঘানবে না, আমার উদ্দেশ্য হল তোমাদেরকে পরীক্ষা করা।

আরো একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন!

কাফেরদেরকে আল্লাহ্ দুনিয়াতে অর্থনৈতিক উন্নতি, সান শৌকত, আরাম দায়ক জীবন, সম্পদের প্রাচুর্য দিয়েছেন, সাথে সাথে ঈমানদারদেরকে সর্তক করেছেন যে, “কাফের আমার ও তোমাদের দুশ্মন”। (সূরা আনফাল - ৬০)

“তাদের কথা শোনবে না”। (সূরা আনআ’ম- ১৫০)

“কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবেনা”। (সূরা নিসা - ১৪৪)

“কাফেরদের সম্পদের প্রতি আসক্ত হবে না”। (সূরা তাওবা - ৫৫)

“কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে না”।¹²

“কাফেরদের সাথে জীবন যাপন করবে না”।¹³

“কাফেরদের সাথে লড়াই কর”। (সূরা ফোরকান - ৫২)

“কাফের জীবজন্মের চেয়েও নিকৃষ্ট সৃষ্টি”। (সূরা আ'রাফ - ১৭৯)

এক দিকে কাফেরদের প্রতি সম্পদের প্রাচুর্য অন্যদিকে মুসলমানদের জন্য এ বিধি-বিধান আমাদের পরীক্ষার জন্য।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের কাছা কাছি মৃহর্তে ফোরাত নদীতে একটি স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশিত হবে, লোকেরা স্বর্ণ হাসিল করার জন্য তার দিকে দৌড়িয়ে আসবে, কিন্তু সাথে সাথে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, তোমরা ঐ দিকে যাবে না। কেননা সেখনে এত তুমুল লড়াই হবে যে, শতকরা ৯৯ জন লোক সেখানে মৃত্যুবরণ করবে। (মুসলিম)

তাঁর বাণী এবং সাথে সাথে আমাদেরকে সর্তক করার উদ্দেশ্য হল, আমাদেরকে পরীক্ষা করা। কে আছে এমন যে রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণে স্বর্ণ হাসিল করা থেকে বিরত থাকবে। আর কে আছে যে স্বর্ণ হাসিলের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাফরমানী করবে। কিয়ামতের পূর্বে সবচেয়ে বড় ফেতনা অর্থাৎ ৪ দাজ্জালের আগমনের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ তাকে অনেক ক্ষমতা দিবেন। সে বৃষ্টি বর্ষণ করাবে, ফসল উৎপন্ন করাবে। মৃতকে জীবিত করবে, এমন কি তার সাথে জাহান্নাম জাহান্নাম ও থাকবে। অন্য দিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় উম্মত বর্গকে একথাও বলে দিয়েছেন যে, সে কাফের, তার জাহান্নাম হবে জাহান্নাম, আর তার জাহান্নাম হবে জাহান্নাম। তার ধোকায় পড়বে না, আর তাকে স্বীয় রব হিসেবে গ্রহণ করবে না। এর উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের ঈমান পরীক্ষা করা, একেই অবস্থা অন্যান্য বর্ণনাবলীরও, মিথ্যার আধিক্য, চক্রান্ত ও ধোকাবাজির বিস্তার, নাচ- গান ও বাদ্য যন্ত্রের আধিক্য, উলঙ্ঘ পনা ও বে-পর্দার বিস্তার, মিথ্যক ও দাজ্জালী নেতৃত্বের আধিক্য, পথভ্রষ্ট, নাস্তিক ও বে-দীন নেতাদের শাসন এবং অন্যান্য ফেতনা থেকে সর্তক করার অর্থ হল যেন লোকেরা এসব কিছুকে

¹² -তিরমিয়ী, আবওয়াবুল ইস্তেজান, বাব ফি কারাহিয়াত ইশারতুল ইয়াদ ফিল ইসলাম।

¹³ - তিরমিয়ী , আবওয়াবুস্স ইর, বাব ফি কারাহিয়াতিল মাকাম বাইনা আয়ত্তুল মুশরিকীন।

কিয়ামতের ফেতনা হিসেবে দেখে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করে, উম্মতকে ইয়াজুজ মা'জুজের আগমন, ভূমিধস, ধোঁয়া, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় এবং ভূ-পৃষ্ঠের প্রাণীর আগমন সম্পর্কে অবগত করানো হয়েছে, এজন্য যেন এসমস্ত ঘটনার আগেই লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে। যখন এ আলামত সমৃহ দেখা দিবে তখন কারো ঈমান আনা তার জন্য কোন উপকারে আসবে না।

মূল কথা হল এই যে, কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে এত বিস্তারিত ভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতকে সর্তক করার অর্থ হল এই যে, আমরা এ ফেতনার মূহর্তে আমাদের দীন ও ঈমানকে রক্ষার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করি। আর বিধিবদ্ধ কথা হল এই যে, পরবর্তী যুগসমূহ বড় বড় ফেতনায় ভরপুর, গভীর অঙ্ককারে মুষলধারায় বৃষ্টির ন্যায় মুসলমান জাতির প্রতি ফেতনা আসতেছে, অতএব হে ঈমনদারগণ! ফেতনার সময় আল্লাহকে ভয় করতে থাক, স্বীয় অনুগ্রহকারী, স্বীয় নেতা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পদাংক অনুসরণ করতে থাক। সর্বাবস্থায় ঈমানের ওপর অটল থাক, এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার চাক চিক্কের মোহে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াকে মেনে নিবে না। আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন। আমীন।

কতিপয় যুদ্ধ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় উম্মতকে যেমন ফেতনা থেকে সর্তক করেছেন তেমনিভাবে কিছু কিছু যুদ্ধ থেকেও সর্তক করেছেন। এটাতো স্পষ্ট কথা যে উচ্চতে মোহাম্মদীর প্রথম যুদ্ধ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নেতৃত্বে, মক্কার মোশরেকদের বিরুদ্ধে বদর প্রান্তে সংগঠিত হয়ে ছিল। আর সর্বশেষ যুদ্ধ হবে ঈসা (আঃ) এর নেতৃত্বে, ইহুদীদের বিরোক্তে ফিলিস্তিনে। বদর থেকে নিয়ে দাজ্জালের সাথে সংগঠিত যুদ্ধ পর্যন্ত চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় সম্পর্কে রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে অবগত করিয়েছেন। যা আমরা এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করব। রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদের হাতে তা বিজয় করবেন। এর পর তোমরা পারশ্যবাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ ওখানেও তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। এর পর তোমরা রোমবাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ ওখানেও তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। এর পর তোমরা দাজ্জালের বিরোক্তে যুদ্ধ করবে আল্লাহ ওখানেও তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। (মুসলিম)

এ হাদীসে পর্যায় ক্রমে চারটি বিজয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১ - আর উপদ্বীপ বিজয়ঃ রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জিবীত অবস্থায় বিভিন্ন যুদ্ধের পর আরব উপদ্বীপ বিজয় হয়েছে, এর মাধ্যমে তাঁর এ বাণী তাঁর জিবীত অবস্থায়ই বাস্তবায়িত হয়েছে। উল্লেখ্য আরব উপদ্বীপের বিজিত এলাকা সমূহ ছিল নিন্যারপঃ মক্কা, মদীনা, জিদ্দা, তায়েফ, হুনাইন, রাবেগ, ইয়ানবু, খাইবার, মাদায়েন সালেহ, তাবুক, দাওমাতুল জান্দাল, আইলা, ইয়ামামা, বাহরাইন(আহসা) ওমান, হায়রামাউত, সানআ, হামীরা, নাজরান, আরব উপদ্বীপ ইসলাম আগমনের পূর্বে পারশ্য সম্রাজ্যের অংশ ছিল। যদিও আরব উপদ্বীপ বিভিন্ন যুদ্ধের ফলে বিজয় হয়েছে, কিন্তু হাদীসে রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংক্ষিপ্তভাবে শুধু আরব উপদ্বীপের বিজয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন।

২ - পারশ্য বিজয়ঃ ওমর ফারক (রায়িয়াল্লাহু আনহুর যুগে, বিভিন্ন যুদ্ধের পর পারশ্য ও বিজয় হয়েছিল, অতএব রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এ বাণীটিও সাহাবাগণের যুগে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

উল্লেখ্য রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আগমনের পূর্বে রূম ও পারশ্য পৃথিবীর দু'টি বৃহৎ শক্তির অধিকারী রাষ্ট্র ছিল, পারশ্যবাসীদের মাযহাব ছিল অগ্নি পূজা, তাদেরকে মাজুসী (অগ্নিপূজক) বলা হত। ইসলামের পূর্বে পারশ্য সম্রাজ্যের অর্তভুক্ত এলাকা সমূহের মধ্যে ছিল, ইয়ামান, হিরা, হামদান, কিরমান, রাই, কায়বীন, বোখারা, বাসরা,

কাদেসিয়া, ইসপাহান, খোরাসান (বর্তমানে আফগানিস্থান)তিবরিয়, আজারবাইজান, তুরকেমেনি স্থান, সামারকান্দ, বোখারা, তারমুয়া, এবং মধ্য এসিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহও পারশ্যের অর্তভুক্ত ছিল। পারশ্যের বাদশা কিসরা সম্পর্কে রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিসরা ধ্বংস হলে এর পর আর কোন কিসরা হবে না। (মুসলিম)

এর অর্থ হল এক বার যদি কিসরার রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে দ্বিতীয়বার অগ্নি পূজকদের আর সেরকম রাষ্ট্র হবে না। আর না কাউকে কিসরা বলা হবে। মূলত রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বলেছিলেন তাই হয়েছে।

৩ - রূম বিজয় ৪ হাদীসে তৃতীয় পর্যায়ে রূম বিজয়ের কথা বলা হয়েছে, আরব উপদ্বীপ যেমন বিভিন্ন যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় হয়েছিল পারশ্য বিজয়ের জন্যও মুসলমানদেরকে কয়েকটি যুদ্ধ করতে হয়েছিল, এমনভাবে রূম বিজয়ের পূর্বেও মুসলমানদেরকে খৃষ্টানদের সাথে কয়েকটি যুদ্ধ করতে হবে। যার মধ্যে অনেক গুলো হয়ে গেছে আবার অনেক চলছে, আরো অনেক ভবিষ্যতে হবে, যার সর্বশেষ বিজয় হবে খুররুম ইনশাআল্লাহ্। কোন কোন ওলামাগণের মতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে যখন মুসলমানরা ইউরোপের কোন কোন এলাকা বিজয় করেছিল এই সময় ইটালীও বিজয় হয়েছিল, রূম বিজয়ের উদ্দেশ্য ঐ বিজয়ই। কিন্তু হাদীসের আগের ওপরের বর্ণনা অনুযায়ী এটা সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না। হাদীসে একথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে রূম বিজয়ের পর পরই দাজ্জালের আগমন হবে, এর অর্থ হল হাদীসে যে বিজয়ের কথা বলা হয়েছে, তা হবে কিয়ামতের পূর্বে দাজ্জালের আগমনের আগে আগে ইনশাআল্লাহ্!

উল্লেখ্য রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে রূমও পারশ্যের মত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তির একটি দেশ ছিল, যারা খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিল। তাই হাদীসে রূম বিজয়ের অর্থ শুধু রূম শহর বিজয় নয়, বরং সমস্ত খৃষ্টান বিশ্ব বিজয় উদ্দেশ্য। রূম শব্দটি শুধু খৃষ্টানধর্মের আলামত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে রূম স্বারাজ্য নিয়া লিখিত এলাকা সমূহের অর্তভুক্ত ছিল। ইউরোপের কিছু কিছু রাষ্ট্র, তুর্কী, সিরিয়া, মিশর, লেবানন, ওমান, ফিলিস্তিন, জর্ডান, কাবুরাস, সাদুম এবং রোস।¹⁴

রূম বিজয়ের পূর্বে মুসলমান এবং খৃষ্টানদের মাঝে সংগঠিত যুদ্ধ সমূহের মধ্যে হাদীস সমূহে আরো একটি যুদ্ধের কথা পাওয়া যায়, যদিও ঐ যুদ্ধের সময় ও স্থান সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়, তবুও অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, ঐ যুদ্ধ রূম বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে সিরিয়ার পাহাড়ী

¹⁴ - আরব উপদ্বীপ, পারশ্য, এবং রূম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে মরহুম ডঃ হামিদুল্লাহ লিকিত রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি সিয়াসি যিন্দিগী বইটি দ্রঃ।

এলাকাসমূহে সংগঠিত হবে। কেননা রূম বিজয়ের সাথে সাথেই দাজ্জালের আগমন হবে এবং ঈসা (আঃ) এর নেতৃত্বে তার বিরোক্তি যুদ্ধ শুরু হবে। (এব্যাপরে আল্লাহই ভাল জনেন।)

এখানে আমি রূম বিজয়ের পূর্বে দু'টি যুদ্ধের সার সংক্ষেপ বর্ণনা করছি। এর বিস্তারিত বর্ণনা এ গ্রন্থের ‘মালাহেম’ যুদ্ধের বর্ণনা অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

ক - রূম পতনের পূর্বে যুদ্ধ : মুসলমান ও খৃষ্টান মিলে কোন বহিশক্তির বিরোক্তি যুদ্ধ করবে এবং তাদের সেখানে বিজয় হবে, এর পর মুসলমান ও খৃষ্টানরা পরস্পরে গনীমতের মাল ভাগ করে নিবে। এর পর উভয় দল পাহাড়ী এলাকায় তাবু ফেলবে, ওখানে কোন একজন খৃষ্টান কমান্ডার উঠে ঘোষণা দিবে যে, “ক্রসেডের বিজয় হয়েছে” তখন একজন আতুসম্মান বৌধ সম্পন্ন মুসলমান দাঁড়িয়ে তাকে ধমক দিবে, ফলে উভয় দলের মাঝে বাগড়া শুরু হবে, যার ফলে খৃষ্টানরা সক্ষি ভঙ্গ করবে, মুসলমানদের কাছ থেকে বদলা নেয়ার জন্য ৮০ টি খৃষ্টান দেশ একত্রিত হবে, এক রক্ত ক্ষয়ী যুদ্ধের পর মুসলমানদের সমস্ত সৈন্য শহিদ হয়ে যাবে এবং খৃষ্টানরা বিজয়ী হবে।

খ - রূমের পতন : রূমের যুদ্ধ কিয়ামতের পূর্বে সর্ববৃহৎ যুদ্ধ হবে, যার পর কিয়ামতের বড় বড় আলামত সমূহ প্রকাশ পেতে থাকবে, যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা নিন্ম রূপঃ

সিরিয়ান মুসলমান ও খৃষ্টানদের মাঝে এক যুদ্ধ হবে যেখানে মুসলমানদের বিজয় হবে, তখন তারা খৃষ্টান পুরুষ ও নারীদেরকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে নিবে। খৃষ্টান বাহিনী মুসলমানদের কাছ থেকে বদলা নেয়ার জন্য সিরিয়ার ওপর হামলা করবে। সিরিয়ার হালব নগরীর আ'মাক বা দাবেক নগরীতে যুদ্ধ হবে, এর পূর্বে মদীনা থেকে মুসলমানদের একটি সৈন্যদল সিরিয়ার মুসলমানদেরকে সাহায্য করার জন্য আ'মাক বা দাবেকে আসবে, তখন খৃষ্টান কমান্ডার মদীনার কমান্ডারকে বলবেঃ তোমরা সিরিয়ার সৈন্যদের কাছ থেকে দূরে থাক, তারা আমাদের নারী পুরুষদেরকে গোলাম বানিয়েছে, তাই আমরা শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ করতে চাই। মদীনার সৈন্য দলের কমান্ডার বলবে “আল্লাহর কসম আমরা আমাদের মুসলমান ভাইদেরকে কখনো একা একা ছাড়ব না”। তখন মুসলমান ও খৃষ্টানদের মাঝে তুমুল যুদ্ধ শুরু হবে এবং মুসলমানদের এক তৃতীয় অংশ সৈন্য নিহত হবে, যারা আল্লাহর নিকট শাহাদাতের উত্তম মর্যাদা লাভ করবে, সৈন্যদের একদল যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবে, তাদের তাওবা আল্লাহ করুল করবে না। বাকী এক অংশের হাতে বিজয় অর্জিত হবে যাদেরকে আল্লাহ সর্ব প্রকার ফেতনা থেকে রক্ষা করবেন, সিরিয়ায় খৃষ্টানদের প্রাজায়ের পর মুসলমানরা খৃষ্টানদের প্রাণকেন্দ্র রূমে আক্রমণ করবে, স্থল ও নদী পথে তুমুল যুদ্ধ হবে। স্থল পথে কুষ্ণনতুনিয়া (ইস্তাম্বুলের পুরানো নাম) যুদ্ধ হবে,¹⁵

¹⁵ - উল্লেখ্য তুরকী আজ মুসলমানদের দখলে আছে কিন্তু ভবিষ্যতে কোন এক সময় তা খৃষ্টানদের দখলে চলে যাবে, আর মুসলমানরা তা ছিতীয়বার বিজয় করবে।

এ যুদ্ধে সন্তুর হাজার মুসলমান অংশগ্রহণ করবে, ইস্তামবুলে ইসলাম ও খৃষ্টানদের মাঝে এ হবে সর্বশেষ যুদ্ধ, যেখানে আল্লাহর সাহায্যের অভুতপূর্ব নয়না দেখা যাবে, সেখানে অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ হবে না। মুসলমানরা প্রথমে নারে তাকবীর, লাইলাহ ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আকবার বলবে, এতে শহর রক্ষাকারী একটি দেয়াল পড়ে যাবে, দ্বিতীয় বার নারে তাকবীর বলাতে অপর দেয়ালটিও পড়ে যাবে। তৃতীয় বার নারে তাকবীর দেয়াতে শহর বিজয় হয়ে যাবে। অপর প্রান্তে রুমে এত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে যে, ইতি পূর্বে এত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আর কখনো হয়নি। একাধারে চার দিন পর্যন্ত যুদ্ধ হবে, প্রথম তিন দিন মুসলমানদের পরাজয় হবে, প্রতি দিন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সমস্ত সৈন্য নিহত হয়ে যাবে। চতুর্থ দিন আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে মুজাহিদরা বিজয় লাভ করবে। এ যুদ্ধে ৯৯ পারসেন্ট লোক মারা যাবে, যুদ্ধের ময়দান বহুদূর পর্যন্ত লাশের স্তুপে পরিণত হবে। এমনকি কোন একটি প্রাণীও যদি লাশের ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে চায়, তাহলে তা মারা যাবে, কিন্তু লাশ অতিক্রম করা শেষ হবে না। রাম বিজয়ের পর মুসলমানরা গনীমতের মাল বন্টন করতে থাকবে এমতাবস্থায় তারা দাজ্জালের আগমন বার্তা লাভ করবে। তখন তারা সব কিছু রেখে সিরিয়ার দিকে বের হবে, আর তা হবে দাজ্জাল বিরোধী যুদ্ধের স্থান। দাজ্জালের আগমনের পূর্বে ইমাম মাহদীর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, অতএব রুমের পতন তার নেতৃত্বেই শুরু হবে। (এব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন)

৪ - দাজ্জাল হাত্যা : রুম বিজয়ের পর পরই ইহুদীদের নেতা দাজ্জালের আগমন ঘটবে, পৃথিবীর সমস্ত ইহুদী, কাফের এবং মোনাফেক তার সাথে মিলে যাবে, শুধু ইরানের ইসপাহান থেকে সন্তুর হাজার ইহুদী তার দলে যোগ দিবে, দাজ্জাল মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। মক্কা ও মদীনার সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ ফেরেশ্তাদেরকে পাহাড়দার নিযুক্ত করবেন। মক্কা ও মদীনা ব্যতীত সারা পৃথিবীতে দাজ্জাল ঘূরবে। যখন সিরিয়ার রাজধানী দামেশকে পৌছবে তখন 'গোতা' নামক স্থানে মুসলমানদের সাথে তার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে। দাজ্জাল দামেশকে থাকা অবস্থায়ই ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। এর পর তিনি দাজ্জালকে ধাওয়া করবেন এবং 'লুদ' নামক স্থানে তাকে স্থীয় তীর দিয়ে হত্যা করবেন। এ হল ঐ চারটি বিজয়ের ঘটনা যা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নবৃত্য প্রাপ্তির পর থেকে নিয়ে ঈসা (আঃ) এর পুনরাগমন পর্যন্ত হবে। এর মধ্যে দু'টি বিজয়ের ঘটনা সাহাবা ও তাবেঙ্গনদের যুগের সাথে সম্পৃক্ত, আর দু'টি কিয়ামতের খুব কাছা কাছি সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। হাদীসে উল্লেখিত বিজয়সমূহ ব্যতীত যুদ্ধ সম্পর্কে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনাও এসেছে যা এখানে উল্লেখ করা উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে, আর তাহলঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেছেনঃ“ বাহিতুল মাকদ্দেস আবাদ হবে, আর এর পর মদীনা অনাবাদী হওয়ার পর বড় বড় যুদ্ধ সমূহ শুরু হবে, যার ফলে কুস্তুনতুনিয়া বিজয় হবে। কুস্তুনতুনিয়া বিজয়ের পর দাজ্জাল আসবে”। (আবুদাউদ)

হাদীসের শেষ অংশে যে দুটি যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার বর্ণনা পূর্বে অতিক্রম হয়েছে অর্থাৎ : রুমের পতন ও দাজ্জাল হত্যা । অবশ্য পূর্বের দু'টি বর্ণনা নুতন, অবস্থা দৃঢ়ে মনে হয় যে, চারটি ঘটনাই কিয়ামতের খুব নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে । বাইতুল মাকদেস মুসলমানদের দখলে চলে আসবে, আর সম্ভবত তাকে ইসলামী হুকুমতের রাজধানী করা হবে, এতে তার সম্মান বৃদ্ধি পাবে । এতুলনায় মাদীনার জাকজমক কমে যাবে, বাইতুল মাকদেস মুসলমানদের অধিনস্ত হওয়ার পর কিয়ামতের নিকটবর্তী যুদ্ধসমূহ শুরু হয়ে যাবে । যার সর্বশেষ ফলাফল হবে রুমের পতন ও দাজ্জাল হত্যা । দাজ্জাল নিহত হওয়ার পর ইয়াজুজ মাজুজের হত্যা ও রজপাতের ফেতনা শুরু হবে, কিন্তু মুসলমানরা এ ফিতনার মোকাবেলা করতে পারবে না । ইসা (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে মুসলমানদেরকে তুর পাহাড়ে নিয়ে যাবেন, আর যারা বাকী থাকবে তারা এদিক সেদিক কেল্লা সমূহে আশ্রয় নিয়ে নিজেদেরকে সংরক্ষণ করবে । দাজ্জাল নিহত হওয়ার পরই জিহাদ ফরজ হওয়ার বিধান রাখিত হয়ে যাবে । (এব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন ।)

কতিপয় ভাস্তি মূলক প্রচারণা

২০০৭ সালের ৭ই নভেম্বর অ্যামেরিকা আফগানিস্তানে হামলা চালানোর পর আমদের (পাকিস্তানের) কিছু কিছু বুদ্ধিজিবী উল্লেখিত হাদীসের কোন কোন অংশকে ঐ যুদ্ধ বলে প্রমাণীত করার চেষ্টা করেছে, এর পর এ রেজাল্ট বের করেছে যে ইমাম মাহদীর আগমন এবং দাজ্জালের আগমনের সময় ও হয়ে গেছে। এখনই কিয়ামতের বড় বড় আলামত সমূহ প্রকাশ পাবে। কিছু উদ্দারণ লক্ষ্য করুনঃ

- ১। পরিস্থিতি একথার প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, কিয়ামতের সর্বশেষ ঘটনাবলীর মে ১৯৯৯ইং সাল থেকে শুরু হয়ে গেছে, সর্বশেষ ঘটনাবলীর পাঁচটি বড় ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। এ ভবিষ্যতবাণী দাতার ধারণা এই যে, সর্বশেষ পরিস্থিতির দীর্ঘতা হবে ১৯৯৯ থেকে ১০০ বছর থেকে ৩০০ বছর পর্যন্ত। আর প্রথম স্তর হবে ১৯৯৯ মে থেকে ২০ -৩০ বছর পর্যন্ত
^{১৬} (আল্লাহ ই এব্যাপারে ভাল জানেন)

- ২। ইমাম মাহদীর জন্ম হয়ে গেছে তার আত্মপ্রকাশের সময় হয়ে গেছে।^{১৭}

কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর আগমন ও মৃত্যুকে কিয়ামতের আলামত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কোরআ'ন মাজীদে আল্লাহ্ চন্দ্র দ্বীপস্থিতি হওয়াকেও কিয়ামতের আলামত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ এসমস্ত আলামত অতিক্রান্ত হওয়ার ১৫শ বছর অতিক্রম হয়ে গেছে, কোরআ'ন ও হাদীসে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার পরিমাণ কত, একশত বছর না এক হাজার বছর না পঞ্চাশ হাজার বছর তা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন, তাই ইমাম মাহদীর আত্ম প্রকাশ, দাজ্জালের আগমন কিয়ামতের আলামত হওয়া সত্ত্বেও তার পরিমাণ নির্ধারণ করা কোন ভাবেই সঠিক বলে মনে হয়না। এব্যাপারে এক মাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহর বাণীঃ

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ﴾ (সুরা নমল: ১৫)

অর্থঃ "বলঃ আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদ্যুক্ত বিষয়ে জ্ঞান রাখে না"। (সূরা নামল- ৬৫)

দ্বিতীয় কথা হল এই যে, অ্যামেরিকার আফগানিস্তানে হামলাকে কোন কোন জনাবরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণীর সত্যতা হিসেবে প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করেছে, যদি গভীরভাবে হাদীস অধ্যায়ন করা যায়, তাহলে সমস্ত হাদীসের মধ্যে কোন একটি

^{১৬} - আসরার আলম লিখিত, কিয়া দাজ্জাল আমাদ আমাদ হ্যায়?

^{১৭} - মোহাম্মদ যাকিউন্দীন সারকী লিখিত পাকিস্তান আওর আলমে ইসলাম কা বাহরান পৃঃ ৩।

হাদীসও এমন পাওয়া যায় না যে, যা বর্তমানে অ্যামেরিকার আফগানিস্তানের ওপর হমলার কথা প্রমাণ করে। নিচে আমরা কিছু উদ্বারণ পেশ করব যা উল্লেখিত বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করবে।

- ১। আবু দাউদে বর্ণিত এক হাদীসের বর্ণনাকারী যি মাখবার (রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা (মুসলমানরা) রূম বাসীদের সাথে সঙ্গি করবে এবং উভয়ে মিলে এক শক্র মোকাবেলা করবে, লম্বা হাদীসের এ সংক্ষিপ্ত অংশ থেকে কোন কোন জনাবগণ দশ, বার, বছর পূর্বে সংঘটিত আফগানিস্তান এবং রাসিয়ার যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেখানে অ্যামেরিকা ও ইউরোপিয়ানরা মুসলমানদেরকে সহযোগিতা করেছিল এবং রূপ বাহিনীকে পরাজিত করেছিল। অথচ এ যুদ্ধে খৃষ্টানরা মুসলমানদের সাথে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সহযোগীতা তো করেছিল, কিন্তু মূলত শুধু মুসলমানরাই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে ছিল। কোন খৃষ্টানদেশের এক জন সৈনিক ও তাতে অংশ গ্রহণ করে নাই বা হতাহত হয় নাই।
- ২। উক্ত হাদীসের পরবর্তী বিষয় বস্তু এই যে, তোমরা (মুসলমান ও খৃষ্টানরা) পরস্পরে গনীমতের মাল বন্টন করবে এবং এক পাহাড়ী অঞ্চলে তা জুলাবে, যেখানে এক খৃষ্টান ক্রসেড উন্নোক্ত করে বলবে ক্রসেডের জয় হয়েছে। মুসলমানদের মধ্য থেকে এক অতুর্মর্যাদা বোধ সম্পন্ন ব্যক্তি রাগান্নিত হয়ে এই খৃষ্টানকে মেরে ফেলবে, ফলে খৃষ্টানরা চুক্তি ভঙ্গ করবে। ধরা যাক যে, গনীমতের মাল বন্টনের উদ্দেশ্য হল স্ব স্ব স্বার্থ উদ্ধার, কিন্তু যুদ্ধের পর উভয় দল পাহাড়ী অঞ্চলে গনীমত জুলানো কোথায় হল। কোন কোন জনাবগণ পাহাড়ী অঞ্চল বলতে আফগানিস্তানকে বুবিয়েছেন, অথচ বিজ্ঞ ওলামাগণের মতে হাদীসে বর্ণিত পাহাড়ী অঞ্চল বলতে সিরিয়া উদ্দেশ্য। এর পর পাহাড়ী অঞ্চলে গনীমত জুলানোর সময় কোন খৃষ্টান কমান্ডার ক্রসেডের বরকতে বিজয় হয়েছে বলে দাবী করে ছিল? অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশের যুদ্ধের পূর্বে ক্রসেড শব্দটি কোন অবস্থাতেই এ অবস্থার সাথে সম্পর্ক রাখে না। আর খৃষ্টান কমান্ডরের উত্তরে কোন মুসলমান কমান্ডার খৃষ্টান কমান্ডারকে মেরেছে বা ক্রসেড ভেঙেছে?
- ৩। ইমাম ইবনে মায়ার বর্ণনাকৃত হাদীসের বর্ণনা কারী আওফ বিন মালেক (রায়িয়াল্লাহ আনহ) উল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, রূমবাসীরা অঙ্গিকার ভঙ্গের পর তোমাদের (মুসলমানদের) বিরোধে ৮০ পতাকা (৮০ টি দেশ) সৈন্য নিয়ে আসবে।

আগে পরের সাথে মিলালে এ হাদীস উল্লেখিত যুদ্ধের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। তবে আমরা যে সমস্ত জনাবগণ শুধু সম্মিলিত বাহিনী শব্দের কারণে বিভ্রান্ত হয়েছে, তাদেরকে

অবগত করাতে চাই যে, উল্লেখিত এক্য শুধু খৃষ্টান শাসকদের মধ্যেই হবে, কিন্তু বর্তমান এক্যে মুসলমান ও খৃষ্টান উভয়ই শামিল আছে।

দ্বিতীয় কথা হল হাদীস অনুযায়ী সম্মিলিত হওয়া রাষ্ট্রের সংখ্যা হবে ৮০ অথচ বর্তমান এক্যে মুসলমান ও খৃষ্টান মিলে প্রায় ৪০ টি রাষ্ট্র।

- ৪। আবু দাউদ (রাহিমাহ্লাহ) হাস্সান বিন আতিয়া (রাযিয়াল্লাহ আনহ) এর উদ্ধৃতিতে এযুক্তের ফলাফল সম্পর্কে বলেছেন যে, যুক্তে অংশ গ্রহণকারী সমস্ত মুসলমানদের দলসমূহকে আল্লাহ শাহাদাত বরণ করাবেন, বা অন্য শব্দে খৃষ্টানদের বিজয় হবে, অথচ এ যুক্তে সম্মিলিত বাহিনীতে মুসলমানরাও শরীক ছিল। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, হাদীসে বর্ণিত সমস্ত ঘটনা অ্যামেরিকা ও আফগান যুক্তের সাথে বিন্দু পরিমানেও কোন সম্পর্ক নেই।
- ৫। কোন কোন জনাবগণ মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক ঘটনাকে এ যুক্তের সাথে মিলানোর জন্য চেষ্টা করেছে। অথচ অগে পরের ধারাবাহিকতা এর সাথেও কোন সম্পর্ক রাখে না। ঘটনাটি এই রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ খৃষ্টান বাহিনী সিরিয়ার আ'মাক বা দাবেকে এসে তাবু স্থাপন করবে। মদীনা থেকে একটি সেনাদল সিরিয়ার মুসলমানদেরকে সাহায্য করার জন্য ওখানে গিয়ে পৌঁছবে, তখন খৃষ্টান বাহিনী মদীনার সেনাদলটিকে বলবে যে তোমরা সিরিয়ার সেনাদল থেকে পৃথক হয়ে যাও। সিরিয়াবাসীরা আমাদের নারী-পুরুষদেরকে কৃতদাস করে রেখেছে, আমরা শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ করব। মদীনার সেনাদলটি বলবে“আল্লাহর কসম! আমরা আমাদের ভাইদেরকে তোমাদের সাথে পৃথকভাবে লড়তে দিবনা।” তখন যুদ্ধ শুরু হবে এবং মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ লোক পালিয়ে যাবে, যাদের তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন না। আর এক তৃতীয়াংশ মারা যাবে যারা আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। আর এক তৃতীয়াংশ সৈন্যদল বিজয় লাভ করবে এবং তারা কখনো কোন ফিতনায় নিপত্তি হবে না। এ বিজয়ের পর মুসলমানদের এ সেনাদলটি খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ইস্তামবুলে যাবে, সেখানেও তারা বিজয় লাভ করবে, বিজয়ের পর তারা গনীমতের মাল বন্টন রত থাকবে তখনই শয়তান আওয়াজ দিবে যে, দাজ্জালের আগমন ঘটেছে, মুসলমানরা সাথে সাথে সিরিয়ার দিকে ছুটে যাবে, পথি মধ্যে তারা জানতে পারবে যে সংবাদটি মিথ্যা ছিল। কিন্তু তারা যখন সিরিয়ায় পৌঁছবে তখন সত্যই দাজ্জালের আগমন ঘটবে। (১২০ নং মাসআলার হাদীস দ্রঃ)

আগে ও পরের বর্ণনাকে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, সম্পূর্ণ হাদীসটির মধ্যে এমন কোন কথা নেই যা বর্তমান যুক্তের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখে। কিন্তু কোন কোন

জনাবরা বর্ণনাটির আগে ও পিছনের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে খৃষ্টান বাহিনীর এ কথা যে, তোমরা সিরিয়ার সৈন্য দল থেকে দূরে থাক আমরা শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ করব। এর সাথে এ শব্দ সম্মতকে নিজেরাই সংযোজন করেছে যে, “আমাদেরকে আমাদের দাবীকৃত লোক হস্তান্তর কর” এ বাক্যটিকে অ্যামেরিকা তালেবানদের প্রতি এ আবেদনের সাথে একাকার করে দিয়েছে যে, “ওসামা বিন লাদেন এবং তার সাথীদেরকে আমাদের নিকট হস্তান্তর কর”। অর্থাৎ এ শব্দটি হাদীসের কোন কিতাবেই নেই।

- ৬। যুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের পেপার পত্রিকা সমূহে দু'টি হাদীসের অপ ব্যাখ্যা চলেছে, এর মধ্যে একটি হল “রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন “খোরাসান থেকে কাল পতাকাবাহী দল বের হবে, আর তাদের এ পতাকাকে বাইতুল মাকদ্দেস স্থাপন করা থেকে কোন কিছুই বাধা দিতে পারবে না”। (তিরমিয়ী)

দ্বিতীয় হাদীসটি হল এই যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন “পূর্ব দিক থেকে কিছু লোক আসবে, যারা মাহদীর হস্তক্ষেপে প্রতিষ্ঠা করবে” (ইবনে মাজা)

এ উভয় হাদীস সম্পর্কে আমরা একথা স্পষ্ট করা জরুরী মনে করি যে, এ উভয় হাদীসই দুর্বল। বিস্তারিত জানার জন্য ১৪৫ নং মাসআলা দ্রঃ। (এব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন)

- ৭। আমেরিকান ও আফগান যুদ্ধকে যে ভাবে কিছু কিছু হাদীসের সাথে মিলানোর চেষ্টা করা হয়েছে, তেমনি ভাবে দাজ্জালের দ্রুত আগমনের কথা প্রমাণ করার জন্যও বোথারীর একটি হাদীসকে অত্যন্ত হাস্যকর ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

হাদীসটি নিন্দাকরণঃ

আবদুল্লাহ বিন আবুস (রায়িয়াল্লাহু আনহৰ্মা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন এ আয়াত অবর্তীণ হলঃ

﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَةَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (سورة الشعرا : ٢١٤)

অর্থঃ “হে মোহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার নিকট আতীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন কর”। এ আয়াত অবর্তীণ হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাফা পাহাড়ে আরোহন করে উচ্চ কঠে আদী, ফেহের, কোরাইশ বংশের সমস্ত লোকদেরকে ডাকলেন। তখন সবাই সেখানে উপস্থিত হল, আর যে নিজে আসতে পারে নাই, সে বিষয়টি জানার জন্য নিজের প্রতিনিধী প্রেরণ করল, আবু লাহাব নিজে আসল এবং অন্যন্য কোরাইশরাও আসল। তখন তিনি বললেনঃ হে লোকেরা আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, এ উপত্যকায় কিছু শক্তি তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য আসছে তাহলে তোমরাকি তা বিশ্বাস করবে? তারা বললঃ হাঁ। আমরা

সর্বদাই তোমাকে সত্যবাদী রূপে পেয়েছি। তিনি বললেনঃ তা হলে আমি তোমাদেরকে আগত কঠিন শাস্তি থেকে শর্তক করছি। (বোখারী)¹⁸

হাদীসের শেষ অংশে বর্ণিত হয়েছে যে,

أَنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدِي عَذَابٌ شَدِيدٌ

অর্থঃ “নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কোন কঠিন শাস্তি আগমনের পূর্বে তা থেকে সতর্ককারী”।

“কঠিন শাস্তি” এর অর্থ হল মৃত্যুর পর জাহানামের শাস্তি।¹⁹

“দাজ্জাল কি আমাদ আমাদ হ্যেয়” গ্রন্থের লিখক এ সমস্ত হাদীস সমূহ লিখে শেষ অংশের তরজমা করেছে এই যে, তোমরা জেনে রেখ আমি তোমাদেরকে এ শক্ত দলের কঠিন শাস্তি থেকে সর্তক করছি।” এবং সাথে সাথে এ ব্যাখ্যাও করেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ হক পন্থীদের প্রতি আগত এ কঠিন বিপদ এবং হক পন্থীদের এ ভয়ানক পরীক্ষা যার ভয় সমস্ত নবীদের ছিল, কিন্তু তা (দাজ্জাল) তাদের মুগে প্রকাশ পায় নাই। মনে হচ্ছে যে এখন তার আগমন ঘটবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আদম (আঃ) থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের ফিতনা থেকে বড় আর কোন ফেতনা নেই। (মুসলিম)

অবস্থা দ্রষ্টে মনে হচ্ছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে, আক্রমণ ও শক্রদলের আগমনের কথা বলেছেন তা অতি শিক্রাই প্রকাশ পাবে।²⁰

হাদীসে বর্ণিত “কঠিন আয়াব” এর ব্যাখ্যা জাহানামের কঠিন শাস্তি না কও, দাজ্জাল বাহিনীর কঠিন শাস্তি করার অর্থ এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, কবি বলেনঃ

অযোগ্য পশ্চিতদের কি অবস্থা, তারা কোরআ'নকে পরিবর্তন করে অথচ নিজেরা পরিবর্তন হয়ন।

সম্ভবত কঠিন শাস্তির এ ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী হয়ে এক লিখক অ্যামেরিকান সৈন্যদের আফগানিস্তানের ওপর বোমা বর্ষণকে দাজ্জালের জাহানাম হিসেবে তাকে জান্নাত বলে দিয়েছে।²¹ যেন স্বয়ং অ্যামেরিকা হল দাজ্জাল।

¹⁸ - কিতাবুত, তাফসীর, বাব ওয়ানধির আসিরাতাকাল আকরাবীন।

¹⁹ - মাওলানা আশরাফ আবদুহ আল ফালাহ লিখিত আশরাফুল হাওয়াসী নামক কোরআ'ন তাফসীর। পৃ ৫১৯ হাসিয়া নং ৬।

²⁰ - আসরার আলম লিখিত “কিয়া দাজ্জাল কি আমাদ আমাদ হ্যেয়। পৃঃ ৬-৭।)

অর্থ রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অত্যন্ত স্পষ্ট করে একথা বলেছেন যে, দাজ্জাল আদম সন্তানের মধ্য থেকে একজন সুস্থ মানুষ হবে। তার এক চোখ অঙ্গ হবে, মাথার চুল কোকড়ানো হবে। এ স্পষ্ট বর্ণনার পরও কোন দেশকে দাজ্জার বানানো অত্যন্ত হাস্যকর বিষয়। যা জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে মোটেও কোন সম্পর্ক রাখে না।

৮ - আরো একটি হাদীস দ্রঃ

আবুহুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না মুসলমানদের দু'টি দলের মাঝে ভীষণ যুদ্ধ না হবে। তাদের মাঝে তুমুল যুদ্ধ অর্থ তাদের উভয়ের দাবী একেই হবে। (মুসলিম)

এ হাদীস দু'টিতে বড় যুদ্ধের অর্থ হল সাহাবাগণের মাঝে সংঘটিত উষ্ট্রের যুদ্ধ এবং সিফ্ফিনের যুদ্ধ। কিন্তু “কিয়া দাজ্জাল কি আমাদ আমাদ হ্যেয়” নামক গ্রন্থে লিখিত বলেছেনঃ এদু'টি বড় দল মূলত ইহুদীদের দু'টি অংশ যারা বায়িক ভাবে প্রস্পর বিরোধী দু'টি দল। কিন্তু মূলত ভিতরে ভিতরে তারা একেই উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। যাদের মাধ্যমে দু'টি বড় যুদ্ধে শতাব্দীভর রক্ত পাত চলতে থাকবে। সেখানে অসংখ্য লোক মারা যাবে, আমার সন্ন জ্ঞানে এ অবস্থা ১৮৯৭ইং থেকে শুরু হয়ে ১৯৮৯ইং থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত শেষ হয়েছে। কোন কোন অবস্থা দৃষ্টে ১৯৯৯ ও ধরা যেতে পারে। সম্ভবত আরো দুবছর বৃদ্ধি করে ২০০২ ও ধরা যায়। কিন্তু আমি তা ১৯৯৯ ধরেছি।²²

আরো এক বুদ্ধি জিবী ইরাক ইরান যুদ্ধকেও এর অর্তভূক্ত করেছেন।²³

একটি হাদীসে রাসূল(সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ অতিশিঘ্রই ফোরাত নদীতে একটি সোনার পাহাড় প্রকাশ পাবে। লোকেরা ঐ দিকে ধাবিত হবে তা লাভের জন্য যুদ্ধ করবে এবং ৯৯% লোক মারা যাবে। (মুসলিম)

ফোরাত নদী যেহেতু ইরাকে তাই লেখিক কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই এ হাদীসে বর্ণিত দু'টি গ্রন্থ থেকে ইরাক ও কুয়েতকে বুঝাতে চেয়েছে।²⁴

রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীসকে এভাবে অপব্যাখ্যা ও ছেলে খেলায় পরিণত করার ব্যাপারে আল্লামা ইকবাল কতইনা সত্য বলেছেনঃ

²¹ -মুহাম্মদ যাকিউদ্দীন শরফী লিখিত রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কি পেশ গুয়ি। পৃঃ ২৫।

²² - আসরার আলম লিখিত “কিয়া দাজ্জাল কি আমাদ আমাদ হ্যেয়।” পৃঃ ১৮।

²³ - মুহাম্মদ যাকিউদ্দীন শরফী লিখিত রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কি পেশ গুয়ি। পৃঃ ১৪।

²⁴ - মুহাম্মদ যাকিউদ্দীন শরফী লিখিত রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কি পেশ গুয়ি। পৃঃ ১৫।

আমার পক্ষ থেকে মোল্লা ও সূফীদের প্রতি সালাম, যারা আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছে, কিন্তু তাদের অপব্যাখ্যার দৌড় এ ছিল যে, তারা আল্লাহ, জিবরীল, ও মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে গুরপাকে ফেলে দিয়েছে, মূল দাওয়াতটি কি ছিল আর সূফী ও মোল্লারা তাকে কি বানিয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীসকে অপব্যাখ্যা করে পূর্ব ও পরবর্তী অংশ থেকে পৃথক করে নিজস্ব চিন্তা চেতনার আলোকে সাজানো আর সালফে সালেহীনদের ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করে নৃতন নৃতন সাজে সাজানো আমাদের মতে বিরাট পাপ, যা থেকে এক বার নয় শত বার ভয় করা উচিত। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সালফে সালেহীনদের এতটা সর্তকতা ছিল যে, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) মত মোহাদ্দিস, আলেম, ফকীহও হাদীস বর্ণনা করার সময় চেহারা হলুদ হয়ে যেত যে, না জানি কোন ভুল কথা রাসূল সম্পর্কে বলা হয়ে যায়। আনাস বিন মালেক ঐ সাহাবী, যার এক হাজারের অধিক হাদীস মুখ্যস্ত ছিল, মোহাদ্দেসিনদের পরিভাষায় তিনি হাফেজে হাদীস ছিল। কিন্তু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এতটা সর্তকতা ছিল যে, হাদীস বর্ণনা করার পর (আও কামা কাল) বা তিনি (রাসূল যেমন) বলেছেন একথা অবশ্যই বলতেন। যায়েদ বিন আরকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে তাঁর বৃক্ষ বয়সে যখন হাদীস বর্ণনা করতে বলা হত তখন তিনি বলতেন, আমি বৃক্ষ হয়ে গেছি আমার শ্মরণ শক্তি কমে গেছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীস বর্ণনা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল রাসূলের এ হাদীসের প্রতিঃঃ

من كذب على متعمداً فليتبوا مقعده من النار

অর্থঃ “যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দিল, সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা নিজেই বানিয়ে নিল”। (বোখারী ও মুসলিম)

দ্বীন ও ঈমানের নিরাপত্তা এর মধ্যে যে, কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে শুধু ঐ ব্যাখ্যা করা, যা সালফেসালেহীনগণ করেছেন। ঐ কথা স্বীয় কলম দিয়ে লিখা যা আল্লাহর রাসূল স্বীয় যবানে বলেছেন এবং তাঁর চেয়ে অধিক বলার চেষ্টা না করা।

আল্লাহর বাণীঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدِِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَتَقْوِا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ﴾

(সুরা হজরত: ১)

অর্থঃ “হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা হজুরাত: ১)

ইমাম মাহদী (আঃ)

ইমাম মাহদীর পরিচয় সম্পর্কে আমরা প্রথমত “ইমাম” ও “মাহদী” এ দু’টি শব্দের ব্যাখ্যা করব।

ইমাম শব্দটি সাধারণত দু’টি অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ²⁵

- ²⁵ - ইমাম শব্দের একটি ব্যবহার শিয়াদের মাঝেও পাওয়া যায়। তাই ইমাম মাহদীর ব্যাপারে এরও ব্যাখ্যা হওয়া উচিত। ইসলাম আশারিয়া শিয়াদের আকৃতি এই যে, রাসূলের মৃত্যুর পর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হেদায়েতের জন্য নবুয়তের পরিবর্তে ইমামতের ধারাবাহিকতা চালু করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত ১২ জন ইমাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ ইমামদের মর্যাদা রাসূলের সমান এবং অন্যান্য নবীদের চেয়ে উত্তম। ইসলাম আশারিয়াদের আকৃতি মোতাবেক সমস্ত ইমাম মো’জেজা ধারী, তাদের নিকট ফেরেশ্তা ওহী নিয়ে আসে, তাদের মে’রাজও হয়। তাদের ওপর কিতাবও অবর্ত্তন হয়। তাদের মৃত্যু তাদের ইচ্ছাধিন ছিল। এ বাব ইমামের নাম নিন্যুরুপঃ
- ১। আলী (রায়িয়াল্লাহ আনহ) বিদায় হজু থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর নির্দেশ কর্মে গাদীরে খাম নামক স্থানে ঘোষণা করে ছিলেন।
 - ২। হসাইন বিন আলী।
 - ৩। হাসান বিন আলী।
 - ৪। আলী বিন হসাইন (ইমাম যয়নল আবেদীন)
 - ৫। মোহাম্মদ বিন আলী। (ইমাম বাকের)
 - ৬। হযরত জা’ফর সাদেক বিন মোহাম্মদ।
 - ৭। হযরত মূসা কাজেম বিন জা’ফর সাদেক।
 - ৮। হযরত আলী বিন মূসা কাজেম।
 - ৯। হযরত মোহাম্মদ বিন আলী।
 - ১০। হযরত আলী বিন মোহাম্মদ তাকী।
 - ১১। হযরত হসাইন বিন আলী আসকারী।
 - ১২। হযরত মোহাম্মদ বিন হাসান আসকারী। (ইমাম গায়েব)।

ইসলাম আশারিয়াদের মতে নিকট অতীতে সাড়ে এগার বছর পূর্বে ২৫৫ হিঁও বা ২৫৬ হিঁও তে ইমাম গায়েব মাহদী জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি তার পিতার মৃত্যুর ১০ দিন পূর্বে ৪ বা ৫ বছর বয়সে অলৌকিক ভাবে গায়েব হয়ে গেছেন এবং এখন পর্যন্ত তিনি জিবীত অবস্থায় কোন পাহাড়ে লুকিয়ে আছেন। শিয়ারা তাদের শরিয়তে ইমাম গায়েবকে “মাহদী” “আলভজ্জা” “আলকায়েম” আল মুস্তাফের” “সাহেবুয় যামান” “সাহেবুল আমর” ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করে থাকে। ইমাম মাহদীর গায়েব হয়ে থাকাকে শিয়াদের ভাষায় “গাইবত” বলা হয়। ইমাম মাহদীর অদৃশ্য হওয়ার পর কিছু কিছু সর্তকবান শিয়া আলেম এ দাবী করল যে, তারা অদৃশ্য ইমামের দৃত, তাদের তার সাথে গোপনীয়ভাবে সাক্ষাত হয়। তাই সরলমনের লোকেরা তাদের চিঠি পত্র, দরখাস্ত ও উপহারসমূহ অদৃশ্য ইমামের নিকট পৌছানোর জন্য এ আলেমদেরকে দিত। আর এসমস্ত আলেমরা অদৃশ্য ইমামের উত্তর তাদের হাতে এনে দিত যাতে অদৃশ্য ইমামের সীলও থাকত। এ গোপন দৃতদের খবর যখন বাদশাদের কাছে গিয়ে পৌছল, তখন চেক শুরু হল যার ফলে এ ধারা বন্ধ করে দেয়া হল। অদৃশ্য ইমামের সাথে গোপন দৃতদের যোগাযোগ যতদিন চলছিল তাকে শীয়া আকৃতিয়া গাইবাতে সোগরা বলা হয়। আর এর পরের সময়টিকে গাইবাতে কোবরা বলা হয়। আর তার সময় কাল শুরু হয়। বলা হয়ে থাকে অদৃশ্য ইমামের

১- মসজিদের ইমাম।

২ - হাদীস বা ফিকহের পারদশী ব্যক্তি মোহাদ্দেস ও ফকীহকেও ইমাম বলা হয়।

যেমন ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, (রাহিমাহ্মুল্লাহ)।

ইমাম শব্দটি শোনামাত্রই মন ঐ দিকে চলে যায় অথচ হাদীসে ইমাম শব্দটি প্রেসিডেন্ট, খলীফা, সেনাপ্রধান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম মাহদী সম্পর্কেও ইমাম শব্দটি ঐ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এমনি ভাবে এটা ইমাম ব্যক্তিগত বা বংশগত নাম নয়। বরং অর্থের দিক থেকে পথ প্রদর্শনকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব ইমাম মাহদীর অর্থঃ এমন পথ প্রদর্শক খলীফা, যে কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে খেলাফতে রাশেদার নিয়মে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে।

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ইমাম মাহদীর নাম আমার নামেই হবে। তার পিতার নামা আমার পিতার নামে হবে। অর্থাৎ মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ। আর সে ফাতেমা রফিয়াল্লাহু আনহার বংশধর হবে। (আবুদুউদ)

তার আগমনের পূর্বে যুক্তের প্রচলন শুরু হবে সর্ব দিকে কতল, গোম, যুলুমের সায়লাব শুরু হবে। মুসলমান বাদশাগণ নিজেদের পরস্পরের বিস্তার লাভ, পার্থিব কল্যাণ, হিনমনবলের কারণে অধ্যপতনের শিকার হবে। সম্পদ ও লোকের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও কাফেরদের নিকট তাদের তুলনা হবে লাঞ্ছিত ও গোলামদের ন্যায়। তখন মুসলিম জাতি সর্বত্র তাদের বাদশাদের দুর্বলতার কারণে বর্ণনাতীত কিংকর্তব্যবিমৃঢ় অবস্থায় জীবন যাপন করবে, তারা প্রতিটি মৃহর্তে এ অবস্থা থেকে কোন মুক্তিকারীর আগমন অপেক্ষায় থাকবে। আর তখন সম্ভবত আরব বিশ্বে খিলাফতের নিয়ম চালু হবে, যার রাজধানী হবে দামেশক বা বাইতুল মাকদ্দেস। কোন খলীফার মৃত্যুর পর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনে কঠিন মতবিরোধ দেখা দিবে। এ মত ভেদ শেষ না হতেই লোকেরা হারাম শরীফে ইমাম মাহদীকে কিছু কিছু নির্দর্শনের মাধ্যমে চিনে তাঁর হাতে বাইআত শুরু করে দিবে। সরকার এ বাইআতকে রাষ্ট্রদ্রোহী মনে করে, তা দমন করার জন্য সিরিয়া থেকে সৈন্য পাঠাবে, এ সৈন্যরা মদীনা থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে বাইদা নামক স্থানে পৌঁছেলে, তাদের

সাথে বদরের যুক্তের একনিষ্ঠ সাথীদের(অর্থাৎ ৩১৩ জনের) যখন মিলন হবে, তখন তিনি গুহা থেকে বের হবেন, আর এর সাথে সাথে গাইবাতে কোবরাও শেষ হয়ে যাবে। শিয়া আকুন্দা অনুযায়ী ইমাম গায়ের মাহদী যখন বের হবে তখন তার সাথে মূল কোরআ'ন যা আলী (রাঃ) সাজিয়েছিলেন (যা বর্তমান কোরআ'ন থেকে ভিন্ন হবে) তা সে নিয়ে আসবে। এবং তার বিধি বিধান কায়েম করবে। শিয়াদের আকুন্দা অনুযায়ী রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কিয়ামতের কাছা কাছি সময়ে ইমাম মাহদীর যে, সুসংবাদ দিয়েছেন সেই এ অদৃশ্য ইমাম। যার নাম মোহাম্মদ বিন হাসান আসকারী। অথচ রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্টভাব্য এরশাদ করেছেন, তার নাম মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ হবে। তাই মুসলমাদের নিকট ইমাম মাহদী সম্পর্কিত বিশ্বাস তাদের বিশ্বাস থেকে ভিন্ন যা শিয়ারা বিশ্বাস করে থাকে।

একজন ব্যতীত সমস্ত লোক মাটি ধরসে মারা যাবে। আর এ লোকটি ফেরত গিয়ে সরকারকে এ ঘটনা হ্রাস বর্ণনা করে শোনাবে। বাইদা নামক স্থানের এ ধর্মের খবর দ্রুত সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। এবং সমস্ত আলেম ওলমাগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী অনুযায়ী পরিপূর্ণ বিশ্বাস করবে যে, হারাম শরীফে যার নিকট বাইয়াত করা হয়েছে সে বাস্তবেই ইমাম মাহদী। তখন আরব বিশ্বের সমস্ত আলেম ওলমা দলে দলে এসে উপরোক্ত ইমামের হাতে বাইয়াত করবে। আর এভাবেই তাঁর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। ইমাম মাহদী অর্থাৎ ৪ মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ সাত বছর পর্যন্ত খেলাফত পরিচালনা করবে। উপরোক্ত ইমামের খেলাফত কালে সর্বত্র ন্যায় পরায়নতা, শান্তি, নিরাপত্তার জয়গান চলাবে। সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, দাতা অনেক হবে কিন্তু নেয়ার মত কেউ থাকবে না। যা ইতি পূর্বে আমি আলোচনা করেছি যে, কুমের পতনের পর ইমাম মাহদীর খেলাফত শুরু হবে, আর তাঁর খেলাফতের শেষ পর্যায়ে দাজ্জালের ফেতনা শুরু হবে। ঈসা (আঃ) ও ইমাম মাহদীর খেলাফত কালেই আকাশ থেকে অবতরণ করবেন এবং তিনি দাজ্জালের বিরোধে যুদ্ধে ঈসা (আঃ) কে সাহায্য করবেন। দাজ্জালের ফেতনার পরিশেষে ঈসা (আঃ) ও ইমাম মাহদী উভয়ে মিলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন। ইহুদী ও নাসারা মতবাদ পরিপূর্ণভাবে শেষ হয়ে যাবে। আর দুনিয়াতে শুধু ইসলামের জয়গান চলতে থাকবে। এসব কিছু ইমাম মাহদীর সাত বছর খেলাফতকালে পরিপূর্ণ হবে। এর পর ইমাম মাহদী ইন্তেকাল করবেন। ঈসা (আঃ) তার জানায়ার নামায পড়ে তাকে দাফন করবেন। উপরোক্ত ইমামের মৃত্যুর পর খেলাফতের সমস্ত কাজ ঈসা (আঃ) এর হাতে চলে আসবে। যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আগে হয়ে গেছে। আর এর বিস্তারিত বর্ণনা পরবর্তীতে আসছে।

তাহলে ইমাম মাহদীর আগমনের সময় হয়েছে না হয় নাই? এ প্রশ্নে আজ গবেষণা চলছে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে এব্যাপারে কোন কথা বলা মুশ্কিল, যদিও বর্তমান পরিস্থিতি অবলোকনে মনে হচ্ছে যে, মুসলিম উম্মা স্ব প্রতিনিধিদের বিরোধিতা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কোন ব্যক্তি যদি উম্মতকে তাদের এ অবস্থা থেকে বের করার জন্য আসে, তাহলে সমস্ত মানুষ তার বন্ধু হয়ে, তার পাশে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা আল্লাহই ভাল জানেন। তবে মনে হচ্ছে যে ভবিষ্যত বর্তমানের চেয়েও আরো কয়েকগুলি বেশি বিপদ জনক হবে। (যার যথেষ্ট সম্ভবনা দেখা যাচ্ছে)।

আর ঐ সময়েই উল্লেখিত ইমামের আগমন ঘটবে এবং তাঁর আগমনের সাথে সাথেই অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর উম্মতে মুসলিমার দুর্ভাগ্য বিদূরিত হবে। তাই আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে উল্লেখিত ইমামের আগমনের এখনো যথেষ্ট সময় বাকী আছে। (এব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন)

মুক্তির পথঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য যে রাস্তা আমাদেরকে বাতিয়ে ছেন এর ওপর চলে নিঃসন্দেহে আমরা আগত ফেতনা থেকে বাঁচতে পারব। এছাড়া অন্য সমস্ত চিন্তা চেতনা বেকার।

হাদীসে বর্ণিত ফেতনাসমূহকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। একক ও সংঘবন্ধঃ

একক ফেতনা ঐ গুলো যার সম্পর্ক মানুষের ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত। যে স্ত্রী-সন্তান, জীবন ও সম্পদের ফেতনা। সংঘবন্ধ ফেতনা ঐ গুলো যা সম্পর্ক সমাজের আচার আচরণের সাথে। যেমন চূরী, ডাকাতি, হত্যা, উলঙ্গপনা, অশ্লীলত ইত্যাদি।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভয় প্রকার ফেতনা থেকে বাঁচার রাস্তা আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন, যা আমরা পৃথকভাবে উল্লেখ করছি।

ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত ফেতনা থেকে বাঁচার রাস্তাঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ মানুষের জন্য তার স্ত্রী, তার সম্পদ, তার জীবন, তার সন্তান, তার প্রতিবেশি তার জন্য ফেতনা। (অর্থাৎ এ বিষয়গুলো মানুষের জন্য ফেতনার কারণ)। আর নামায, রোয়া, সাদাকা, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ এ সমস্ত ফেতনাকে দূরবিত করে। (মুসলিম) অর্থাৎ মানুষকে সংরক্ষণ করে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কথা থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছেঃ

- ১। পৃথিবীর সব কিছুতেই মানুষের জন্য ফেতনা আছে, যেমন আনন্দ, চিন্তা, সুখ-দুখ, ক্ষমতা, অভাব, স্বাস্থ, রোগ, ব্যবসা- বানিয়, অঙ্গিকার ,সন্তান- সন্ততি, এমন কি নিজের জিবনের মাঝেও ফেতনা রয়েছে।
- ২। মানুষের সৎ কাজ নামায রোয়া, দান, দূয়া, কোরআ'ন তেলওয়াত, পিতা-মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার, আজীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, এতীম-বিধিবাদের সেবা, হালাল উপর্জন, কবীরা গোনা থেকে বিরত থাকা ,সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা ইত্যাদি ফেতনা থেকে রক্ষা করে, কোরআ'ন মাজীদেও আল্লাহ একথা বলেছেনঃ

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبُنَّ السَّيِّئَاتِ﴾ (সূরা হোর: ১১৪)

অর্থঃ “নিঃসন্দেহে সৎকার্যাবলী মুছে দেয় অসৎ কার্যসমূহকে।” (সূরা হোর ১১৪)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও বিভিন্ন হাদীসে এরশাদ করেছেন যে, মানুষের সৎ কাজ পাপসমূহকে দূর করে দেয়। যেমনঃ তিনি বলেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমা থেকে অপর জুমা, এক রোয়া থেকে আরেক রোয়া, মধ্যবর্তী পাপসমূহের জন্য কাফ্ফারা হবে যতক্ষণ মানুষ কবীরা গোনা থেকে বিরত থাকবে।(মুসলিম)

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : সাদকা (বান্দার প্রতি) আল্লাহর রাগকে শীতল করে এবং অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে। ব্যক্তিগত ফেতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎ আমলসমূহকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে এবং আল্লাহর নিকট ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য দূয়া করতে হবে। আর আল্লাহর নিকট এ আশা রাখতে হবে যে, এ আমলের সাথে সাথে আল্লাহ আমাদেরকে এ সমস্ত ফেতনা থেকে রক্ষা করবেন। ইনশাআল্লাহ ।

সামাজিক ফেতনা থেকে বাঁচার রাস্তাঃ

সামাজিক ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন রকমের নির্দেশনা দিয়েছেন। যা নিন্মরূপঃ

- ১। ফিতনার সময় তোমাদের কামানসমূহ ভেঙ্গে ফেল, তার সূতা কেটে ফেল, তোমারা ঘরে আবদ্ধ থাক এবং আদম (আঃ) এর ছেলে হাবিলের পথা অবলম্বন কর। (তিরমিয়ী)²⁶
- ২। ছশিয়ার! যখন ফিতনা প্রকাশিত হবে তখন উট পালনকারীরা যেন উট থাকার স্থানে চলে যায়, বকরী পালনকারী যেন বকরীর থাকার স্থানে চলে যায়। চাষাবাদকারী যেন মাঠে চলে যায়। এক ব্যক্তি জিজেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ যার উট, গরু, জরি নেই সে কি করবে? তিনি বললেনঃ সে তার তরবারী নিয়ে তার ধার নষ্ট করে যেভাবে পারে নিজেকে ফিতনা থেকে রক্ষা করবে। (মুসলিম)
- ৩। মুসলমানদের উত্তম সম্পদ হল তাদের বকরী যা নিয়ে তারা কোন পাহাড়ের চূড়ায় বা বৃষ্টি যুক্ত স্থানে চলে যাবে, যাতে করে স্বীয় ঈমান রক্ষা করতে পারে। (ইবনে মাযাহ)
- ৪। কিছু কিছু ফিতনা এমন হবে যার দরজায় জাহানামের প্রতি আহ্বানকারী থাকবে, এ সময় তার ডাকে সাড়া না দিয়ে তোমার জন্য উত্তম যে তুমি বৃক্ষের মূল ধরে একা একা জীবন পাত করবে। (ইবনে মাযাহ)

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে নিন্মুক্ত বিষয়সমূহ স্পষ্ট হয়।

- ১। সামাজিক ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে যতই অভাবী জীবন যাপনের প্রয়োজন হোকনা কেন তা করা চাই। এমনকি নিজের দ্বীন ও ঈমান বাঁচাতে যদি জীবন দেয়াও প্রয়োজন হয় তাও মেনে নেয়া উচিত।

²⁶ - হাবীল ও কাবীল আদম (আঃ) এর দু' ছেলে, উভয়ে আল্লাহর জন্য কোরবানী করল, হাবীল পরহেযগার লোক ছিল তাই আল্লাহ তার কোরবানী কবুল করলেন। কিন্তু কাবীলের কোরবানী কবুল হল না। হিংসার বশবতী হয়ে কাবীল হাবীলকে হত্যা করতে চাইল, তখন হাবীল বললঃ আমি তোমার ওপর হাত তুলব না। তখন হাবীল তার আপন তাই কাবীলকে হত্যা করল। হাদীসে হাবীলের এ পথা অবলম্বনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২। সামাজিক ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য ফেতনার স্থান ত্যাগ করে এমন স্থানে গিয়ে জীবন যাপন করা উচিত যেখানে ফেতনা নেই।

আমার স্বল্প জ্ঞানে যে সমস্ত ফেতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য বলা হয়েছে ঐ সমস্ত ফেতনার যুগ চলছে। (আল্লাহই এব্যাপারে ভাল জানেন)

নিঃসন্দেহ ফেতনা আজও আমাদের চর্তুপার্শ্বে জোড়ালোভাবে বিরাজমান আছে, কিন্তু এতদ সত্ত্বেও সমাজের বিভিন্ন স্থানে ঈমান ও নেকীর আলো বিদ্যমান আছে।

ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের ক্ষেত্র কার্যকর ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান আছে। যার পরিচালনা একনিষ্ঠ ও সম্মানিত ওলামাগণ করে আসছেন। এসমস্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতাকারী লৌকিকতাসম্পন্ন শুন্দাভাজন ব্যক্তিদেরও কোন কমতি নেই।

ঈমানদারদের মসজিদ এবং মাদুরাসার সাথে গভীর অটুট সম্পর্কও বিদ্যমান আছে। কাফেরদের যুলুম, ধর্মক সত্ত্বেও মুজাহিদরা সর্বত্র দ্বীনের ওপর আটল ও দৃঢ়তার আশ্চর্যজনক উদ্দহরণ পেশ করছে।

এমতাবস্থায় একাকিতু জীবনযাপন পদ্ধতি গ্রহণ না করে, ঐ সমাজ ও পরিবেশে বসবাস করে ঈমান ও নেকীর পরিমাণকে বৃদ্ধি করা উচিত। আলোকিত বাতিসমূহকে সর্বাত্মকভাবে সংরক্ষণ করা চাই। সমাজে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বাঁধা দানের পরিত্র ভূমিকা পালন করে, সমাজকে অসৎ ও ফাসাদ এবং ফেতনা থেকে বাঁচানোর জন্য নিজে থেকে চেষ্টা করা উচিত।

কিন্তু যখন ফেতনার ঐ সময় এসে যাবে, যার আলামত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেছেন, ঐ সময়ে সে সমস্ত ফেতনা থেকে বাঁচার পদ্ধতিও এটিই যা তিনি বর্ণনা করেছেন। যে লোকেরা ফেতনার স্থান ত্যাগ করে মাঠে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, জন্মের আবাস স্থলে চলে যাবে। আর যদি ঐ একাকী জীবনে গাছের ছাল বা পাতা খেয়েও বাঁচতে হয় তাহলে তাই করবে। এমনকি জীবন দেয়াও যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তাও করবে। দামেশকে আ'মাক বা দাবেক নামক স্থানে খণ্টানদের বিরুক্তে যুদ্ধকারী মুসলমানদের সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ এরশাদ করেছেন যে, তাদের এক তৃতীয়াংশ সৈন্য পালিয়ে যাবে, আল্লাহ তাদের তাওবা করুল করবেন না, এক তৃতীয়াংশ সৈন্য মারা যাবে, তারা আল্লাহর নিকট শাহাদাতের উত্তম মর্যাদা লাভ করবে, আর এক তৃতীয়াংশের হাতে বিজয় লাভ হবে তারা কখনো ফিতনায় পতিত হবে না। (মুসলিম)

যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করবে আল্লাহর রহমতে আশা করা যায় যে, তারা ফিতনা থেকে দূরে থাকবে।

ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী সমূহ সম্পর্কে আমরা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, যারা শুধু পার্থিব সুখ, শান্তি, ধন-সম্পদ অর্জনের জন্য ইউরোপ অ্যামেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে গিয়ে জীবন যাপন করছে, তাদের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী একটি বিরাট চিন্তার বিষয়। নিজের দ্বীন ও ঈমান বাঁচানোর জন্য ফেতনার স্থান ত্যাগ না করে, ফেতনার স্থলে পালিয়ে যাওয়া, ইচ্ছা করে ফেতনায় লিঙ্গ হওয়া, যা থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের সর্বান্তক চেষ্টা করা উচিত ছিল। আমার দৃষ্টিতে ইসলামী দেশ (যেটিই হোকনা কেন) ছেড়ে কাফেরদের দেশে বসবাস করা সম্পূর্ণ এমন, যেমন দাজ্জালের সময়ে লোকেরা তার জাহানাতকে দেখে ধোঁকা গ্রস্ত হবে এবং সেখানে প্রবেশ করতে চাইবে, অর্থাত সেটিই হবে জাহানাম, আর যে জাহানাম থেকে লোকেরা পালাবে সেটিই হবে জাহানাত।

ইসলামীদেশ সমূহের সমস্যা ও অরাজকতায় অতিষ্ঠ হয়ে, কাফের দেশ সমূহে আরাম ও আনন্দময় জীবনের ধোঁকায় পড়ে স্বীয় দ্বীন ও ঈমান থেকে দূরে সরে যাওয়া স্পষ্টই ক্ষতির কারণ। আল্লাহু বলেনঃ

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ (সূরা খাদিদ: ২০)

অর্থঃ “পার্থিব জীবন প্রত্যারণার উপকরণ বৈ কিছুই নয়”। (সূরা হাদীদ- ২০)

আল্লাহু আমাদের সকলকে দুনিয়ার এ ধোঁকা থেকে রক্ষা করুন। আমীন!

প্রিয় পাঠক! আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে তাফহিমুস সুন্নাহ ১৮তম সিরিজ “কিয়ামতের আলামত” আপনার হাতে, যদি আল্লাহর দয়া ও তাউফিক না হত তাহলে এ কিতাব সম্পন্ন করা সম্ভব হত না।

(وَمَا تُوفِيقٌ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ)

এ গ্রন্থের সমস্ত ভাল দিক গুলো দয়ালু ও করুনাময় আল্লাহর নে'আমত ও অনুগ্রহের ফল। আর ভুল-ভ্রান্তিসমূহ আমার ও মনের কু-প্রবৃক্ষনা ও দুর্বলতার কারণ, যা থেকে আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই। হে আল্লাহ! আমি আমার মনের কু প্রবৃক্ষনা ও অপকর্মের জন্য তোমার নিকট ক্ষমা চাই।

এ শতাব্দী মুসলিম উম্মার জন্য অত্যন্ত ফেতনাময়, আর কিয়ামত যত নিকটবর্তী হবে, এসমস্ত ফিতনা ও ততো বেশি কঠিন আকার ধারণ করতে থাকবে। ঈমানদারদের জন্য পরীক্ষা বিপদাপদ, দুঃখ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে, ইহুদীদের ওয়ারলট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে হামলার পরিকল্পনা করা, আফগানিস্তানে হামলার জন্য ইসলামী দেশসমূহের কাফের দেশের সাথে একমত হওয়া, কাফেরদের ইসলামী দেশ আফগানিস্তানের সাথে ইটে ইটে লেগে থাকা, পাকিস্তানের তার মূল দৃষ্টি ভঙ্গ থেকে পরিবর্তন হওয়া, বাহাল তবিয়তে জীবনযাপন করার উদ্দেশ্যে কাফেরদের জন্য পাকিস্তান আরাম দায়ক করে দেয়া, সন্ত্রাস বাদের নামে সঠিক আকীদার মুসলমানদেরকে গ্রেফতার করে, কাফেরদের নিকট হস্তান্তর করা, নিরঅপরাধি মুসলিম মুজাহিদদেরকে কিউবা দ্বিপে অমানুষিক নির্যাতনের ব্যাপারে মুসলিম শাসকদের মুখে তালালাগিয়ে রাখা, হায়দ্রাবাদের মুসলমানদের ওপর অত্যাচারকে ইত্তিয়ার অভ্যান্তরিন বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা, ফিলিস্তিনে ইসরাইল কর্তৃক সংগঠিত প্রতিদিনের বরবর আক্রমণের ব্যাপারে মুসলমান শাসকদের চুপ থাকা, পাকিস্তানী শাসকদের কাশীরের জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, প্রিয় জন্য ভূমির(পাকিস্তান) মসজিদ মাদ্রাসার ওপর হস্তক্ষেপ, দ্বিনী প্রতিষ্ঠানসমূহে মুসলমান শাসকদের নজরদারী, এসমস্ত ফিতনা সম্পর্কে ভূমিকায় আলোচনা করা সম্ভব ছিল না, তাই আমি তাকে পৃথক অধ্যায় রূপে পেশ করলাম। দুনিয়ার বাস্তবতার মোকাবেলায় মানুষ কিতাব ও সুন্নাতের বাস্তবতাকে কতটা গুরুত্ব দেয়, আমার সে ব্যাপারে কোন চিন্তা নেই, তবে দায়িত্ব আদায়ের চিন্তা অবশ্যই আছে। আলহামদু লিল্লাহ নিজের দায়িত্ব পালনের জন্য আমি নিজে থেকে চেষ্টা করছি, যাতে করে আমি আমার ও তোমাদের রবের সামনে ওজর পেশ করতে পারি। এ গ্রন্থে কিয়ামতের বড় ও ছোট আলামত সম্পর্কে যতগুলো ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা সবই আলহামদুলিল্লাহ বিশুদ্ধ হাদীস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যার বিস্তারিত বর্ণনা আপনারা এ গ্রন্থের অধ্যায়সমূহে পাবেন ইনশাআল্লাহ। পূর্বের ন্যায় সহীহ হাদীসের ব্যাপারে আমি

নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাঃ) বিশ্বেষণ অনুযায়ী গ্রহণ করেছি, রেফাল্সেও এই লেখকের প্রচ্ছের নাম্বার অনুযায়ী দিয়েছি। এ প্রচ্ছ লিখার ভূল ভাস্তির ক্ষেত্রে কোন জ্ঞানী লোকের দিক নির্দেশনার জন্য আমি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। এ প্রচ্ছ প্রস্তুত করার ব্যাপারে আমি সম্মানিত আলেমগণের সহযোগীতার জন্য তাদের জন্য আমার অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং তাদের জন্য দৃঢ়া করছি যে আল্লাহ ইহকাল ও পরকালে তাদেরকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে অনুগ্রহ করেন। আমীন! আমার একথা স্মীকার করতে কোন চিন্তা নেই যে, আমার অলসতা ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তাফহিমুস্সুনার প্রাকাশের ধারাবাহিকতা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে, অতপর প্রিয় সাথীবর্গের সহযোগিতারই ফল। তাদের সহযোগীতার এ হাত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই। আল্লাহর নিকট এ আবেদন করছি যে, তিনি তার পাপি, দুর্বল, নগন্য বান্দার এ সাধারণ শ্রমকে কবুল করে তার প্রতি স্মীয় রহমত বর্ষণ করেন। জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা থেকে হেফাজত ও নিরাপদে রাখে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিখানো পথে চলার তাওফিক দান করেন, আর কিয়ামতের দিন রহমতের নবীর শাফায়াত ও তাঁর নিকটবর্তী থাকার তাওফিক দান করেন। আমীন!

وَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী (আফাল্লাহ আনহ)

৩০মে, ২০০২ মোতাবেক ১৭ রবিউল আউয়াল ১৪২৩ হিজরী

রিয়ায়, সউদী আরব।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

يَا عَبْدَ اللَّهِ فَاثْبِتُوا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

রাসূলস্লাহ (সান্ধ্যাস্নাহ আশাইহি ওয়া সান্ধ্যাম বলেছেনঃ

“হে আল্লাহর বান্দারা ফেতনার সময় সুদৃঢ় থাক।” (মুসলিম)

ظهور الفتنة

ফেতনার সুন্দরপাত

মাসআলা: ১ কিয়ামতের পূর্বে ফেতনা বৃষ্টির ফোটার ন্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেতে থাকবেঃ

عن أسامي بن زيد رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على اطم من اطام المدينة فقال هل ترون ما ارى ؟ قالوا لا ، قال فاني لاري الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر (رواه البخاري)

অর্থঃ “ওসামা বিন যায়েদ (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা মদীনার টিলাসমূহের মধ্যে কোন একটি টিলার ওপর আরোহন করে বললেনঃ আমি যা দেখতেছি তোমরা কি তা দেখতেছ? (সাহাবাগণ) বললঃ না। তিনি বললেনঃ আমি তোমাদের ঘরসমূহে ফিতনা বৃষ্টির ফোটার ন্যায় পতিত হতে দেখছি”। (বোখারী)²⁷

মাসআলা- ২৪ কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে সর্বত্র শুধু ফিতনা আর ফিতনা, সমস্যা আর সমস্যা হবেঃ

عن معاوية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من الدنيا إلا بلاء وقته (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ “মোয়াবিয়া (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ পৃথিবীতে ফেতনা আর সমস্যা ব্যতীত আর কিছুই বাকী নেই”। (ইবনে মায়া)²⁸

মাসআলা-৩ : কিয়ামত যত নিকটবর্তী হবে ফেতনা তত বৃদ্ধি পেতে থাকবেঃ

عن زبير بن عدى رضي الله عنه قال اتينا انس بن مالك رضي الله عنه فشكونا اليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فانه لا يأتي عليكم زمان الا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم (رواه البخاري)

27 -কিতাবুল ফিতান, বাব কাওলিন মুবৰি ওয়াইলুন লিল আরব।

28 -কিতাবুল ফিতান, বাব সিন্দুর্যামন(২/৩২৬০)

অর্থঃ “যুবাইর বিন আদী (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা আনাস বিন মালেক (রায়িয়াল্লাহু আনহ) এর নিকট এসে হাজীদের নিকট থেকে আমরা যে, কষ্ট পাই সে ব্যাপারে আমরা আভিযোগ করলাম, তখন তিনি বললেনঃ ধৈর্য ধর, তোমাদের সামনে এমন এক সময় আসবে যার বর্তমান দিনের চেয়ে পরবর্তী দিনটি খারাপ হবে, আর এ অবস্থায়ই তোমরা আল্লাহর সাথে মিলিত হবে। আমি একথাটি তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট থেকে শুনেছি”। (বোখারী)²⁹

কঠিন ফিতনা

মাসআলা-৪ঃ কিয়ামতের পূর্বে ফিতনাসমূহ এত কঠিন হবে যে জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির প্রতিহিংসা করবেঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يليتنى مكانه) (رواه البخاري)

অর্থঃ “আবুজুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না, যতক্ষণ না, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলবেঃ হায়! এ স্থানে আমি যদি হতাম (মারা যেতাম)” (বোখারী)³⁰

নোটঃ ইবনে মাযার বর্ণনা থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, মানুষ মৃত্যু কামনা তার দীনদারীর কারণে করবে না, বরং দুনিয়ার দুঃখ্য কষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে একামনা করবে।

মাসআলা-৫ঃ কোন কোন ফিতনা এত শক্তিশালী হবে যে, তা মুসলমানের সব কিছু যেমনঃ ইমান, ধীন, সমাজ, সস্কৃতিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবেঃ

عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتنة منهن ثلاثة لا يكدرن شيئاً ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار (رواه مسلم)

²⁹ - কিতাবুল ফিতান, বাব লাইয়াতি যামান ইল্লা আল্লাজি বা'দাহ সারুন মিনহ।

³⁰ - কিতাবুল ফিতান, বাব লা তাকুমুমস সৃসায়া হাত্তা ইয়াগবিতা আহলাল কাবুর।

অর্থঃ “হ্যাইফা (রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি ফিতনার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেনঃ তিনটি ফিতনা এমন যা সব কিছুতেই পতিত হবে, এর মধ্যে কিছু আছে যা গ্রীষ্মেও হাওয়ার ন্যায় হবে, যার মধ্যে কিছু বড় বড় হবে আবার কিছু ছোট ছোট হবে”। (মুসলিম)³¹

মাসআলা- ৬ঃ কিয়ামতের পূর্বে এমন এমন ফিতনা প্রকাশিত হবে যা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে নাঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَّبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا قَبْلَ إِلَّا كَانَ حَقًا عَلَيْهِ أَنْ يَدْلِيلَ امْتَهَ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ وَيَنْذِرُهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ وَإِنْ امْتَكُمْ هَذِهِ جَعْلُتُ عَافِيَتَهَا فِي أَوْلَاهَا وَإِنْ آخَرُهُمْ يَصِيبُهُمْ بِلَاءٌ ، وَامْرُرْ تَنْكِرُونَهَا ثُمَّ تَجْئِي فِتْنَةُ الْمُؤْمِنِ : هَذِهِ مَهْلَكَتِي ثُمَّ تُنْكَشِفُ فِيمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَزْحُجَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلَتَدْرِكَهُ مُوْتَهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهِ وَمَنْ بَاعَ إِمَامًا فَاعْطَاهُ صَفْقَةً يَبْيَسُهُ ، وَثُمَّرَةَ قَلْبِهِ فَلَيُطْعَعَهُ مَا لَيُسْتَطِعَ ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يَنْازِعُهُ ، فَاضْرِبُوا عَنْقَ الْآخِرِ (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রায়িয়াল্লাহ আনহমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সামনে খুতবা প্রদান করলেন, তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই আমার পূর্বে এমন কোন নবী আসে নাই, যার ওপর এ দায়িত্ব ছিল না যে, সে তার উম্মতদেরকে তাদের জন্য যা ভাল মনে করে তা না বাতাবে। আর তাদের জন্য যা অকল্যাণকর মনে করবে তা থেকে তাদেরকে সতর্ক না করবে। আর তোমাদের এ উম্মতের প্রথমটা ছিল ভাল, কিন্তু শেষে এমন এমন ফেতনা ও মুসিবত আসবে যা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। এর পর এমন এক ফেতনা আসবে, যার কিছু অংশ অপর অংশের প্রতি হালকা হবে। এতে মুমেন বলবেঃ এতে তো আমি ধ্বংস হয়ে যাব, কিন্তু এ ফেতনা অতিক্রম করে যাবে। এর পর অন্য ফেতনা আসবে তখন মুমেন আবার বলবেঃ এ ফেতনা আমাকে ধ্বংস করে দিবে। কিন্তু এ ফেতনাও অতিক্রম করে যাবে। সুতরাং যার জাহান্নাম থেকে বাঁচা ও জান্নাতে যাওয়া পছন্দনীয়, তার মৃত্যু এমনভাবে হওয়া দরকার যে, সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, মানুষের সাথে এমন আচরণ করবে, যা নিজের ব্যাপারে পছন্দ করে, যে রাষ্ট্র নায়কের নিকট বাইয়াত করেছে, যতদূর সম্ভব তার অনুসরণ করবে। আর এর বিপরীতে যদি অন্য কোন রাষ্ট্র

³¹ -কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাত্স সায়া।

নায়ক (অন্যায়ভাবে আসে) তাহলে তাকে হত্যা করবে। (যাতে করে ফেতনা বৃক্ষি না পায়) ”।
(ইবনে মায়া)³²

মাসআলা-৮: কোন কোন ফেতনা এমন হবে যে দূর থেকে কেউ তার প্রতি দৃষ্টিপাত
করলে সেও তাতে পতিত হবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتْنَةُ الْقَاعِدِ
فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيِّ وَالْمَاشِيُّ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيِّ مِنْ تَشْرِفِ لَهَا
تَسْتَشْرِفُهُ فَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلِيَعْذِبْهُ (رواه البخاري)

অর্থঃ “আবৃ হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সে সময় বসে থাকা ব্যক্তির ফেতনা হালকা হবে দণ্ডযমান ব্যক্তির চেয়ে, দণ্ডযমান ব্যক্তির ফেতনা হালকা হবে চলমান ব্যক্তির চেয়ে, চলমান ব্যক্তির ফেতনা হালকা হবে দৌড়ানো ব্যক্তির চেয়ে। অতএব ঐ সময় যে ব্যক্তি কোন আশ্রয় স্থল পাবে সে যেন সেখানে আশ্রয় নেয়”। (বোখারী)³³

মাসআলা-১০: ফেতনার প্রভাব এত বেশি হবে যে কোন ব্যক্তি সকালে মুমেন অবস্থায়
থাকলে সঙ্গা হতে হতে কাফের হয়ে যাবে আবার কোন ব্যক্তি সঙ্গায় মোমেন অবস্থায় থাকলে
সকাল হতে হতে কাফের হয়ে যাবেঃ

নেটঃ এসপ্রকিত হাদীসটি ৫৮ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা- ১০৪: ফেতনার সময় ঈমানের উপর অটল থাকা এত কঠিন হবে যেমন
আগনের আঙরা হাতে রাখা কঠিনঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ
وَرَائِكُمْ أَيَامَ الصَّيْرِ، الصَّبْرُ فِيهِنَّ كَفْبُصٌ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهَا أَجْرٌ خَمْسِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرٌ خَمْسِينَ مِنْهُمْ أَوْ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قَالَ خَمْسِينَ مِنْكُمْ (رواه البزار)

অর্থঃ “আবদুল্লাহু বিন মাসউদ (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের পরে আসবে ধৈর্যধরার দিন, আর তখন
ধৈর্যধরা এত কঠিন হবে যেমন আগনের আঙরা হাতে রাখা কঠিন, ঐ সময়ে ধৈর্য ধারণকারী

³² -কিতাবুল ফিতান বাব মা ইয়াকুনু মিনাল ফিতান (২/৩১৯৫)

³³ -কিতাবুল ফিতান , বাব তাকুনু ফিতনাতুল কায়েদ খারম মিনাল কায়েম।

পঞ্চাশ ব্যক্তির সমান সওয়াব পাবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলল্লাহ! পঞ্চাশ জনের সমান সোয়াব কি তাদের মধ্য থেকে, না আমাদের মধ্য থেকে, তিনি বললেনঃ তোমাদের মধ্য থেকে”। (বায়ার)³⁴

মাসআলা-১১ঃ কিয়ামতের ফেতনাসমূহ এত কঠিন হবে যে মানুষ দাজ্জালের আগমন কামনা করতে থাকবে যাতে করে দ্রুত কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যায়।

عَنْ حَذِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَمَنَّوْنَ فِيهِ الدِّجَالَ قُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَأْبِي وَأَمِّي مَا ذَاكُ؟ قَالَ مَا يَلْقَوْنَ مِنَ الْعِنَاءِ (رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ)

অর্থঃ “ছয়াইফা (রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মানুষের মাঝে এমন একটি সময় আসবে, যখন মানুষ দাজ্জালের আগমন কামনা করতে থাকবে, আমি বললামঃ ইয়ারাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক, এটা কেন হবে? তিনি বললেনঃ তখনকার ফেতনার কারণে”। (তাবারানী)³⁵

³⁴ - মাজমুউয় যাওয়ায়েদ, খঃ৭ , হাদীস নঃ-১২২১৬।

³⁵ - মাজমুউয় যাওয়ায়েদ, খঃ৭ , হাদীস নঃ-১২২৩১।

ذهب العلم

ইলম (ইসলামী জ্ঞান) উঠে যাওয়া

মাসআলা-১২: ইলম উঠে যাওয়া অজ্ঞতার সংযোগ হওয়া কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামতঃ

عن أبي موسى رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعة لاياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ما يكثر فيها الهرج والهرج القتل (رواه البخاري)

অর্থঃ “আবু মুসা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে আগে এমন সময় আসবে, যখন অজ্ঞতার সংযোগ হবে, ইলম উঠে যাবে, আর হারাজ (হতাহত) বৃদ্ধি পাবে”। (বোখারী)³⁶

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقبض العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج قيل وما الهرج ؟ قال القتل (رواه
احمد)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ অজ্ঞতার বিস্তার, ইলম উঠে না যাওয়া এবং হারাজ বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, জিজ্ঞেস করা হল হারাজ কি? তিনি বলেনঃ হতাহত বৃদ্ধি পাওয়া”। (আহমদ)³⁷

মাসআলা-১৩ ৪ আলোমদের মৃত্যু বেশি বেশি হবে ফলে ইলম উঠে যাবেঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ৯৩ নং মাসআলা দ্রঃ।

³⁶ - কিতাবুল ফিতান বাব জুহুরিল ফিতান।

³⁷ - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১, হাদীস নং- ২০৯।

عوقق الوالدين

পিতা-মাতার অবাধ্যতা

মাসআলা-১৪৪ কিয়ামতের আগে আগে সম্ভানুরা পিতা-মাতার অবাধ্য হবে:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً بارزاً للناس فاتاه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فقال ما المسؤول عنها أعلم من السائل ولكن سأخبرك عن اشرطها، إذا ولدت الامة ربتها فذلك من اشرطها وإذا كانت الحفاة العراةرؤوس الناس فذلك من اشرطها في خمس لا يعلمهن الا الله فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في لارحام ... الآية(رواه ابن ماجة)

অর্থঃ “আবু ছরাইরা (রায়িয়াল্লাহ্ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাগণের সাথে বসে ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কখন হবে? তিনি উত্তরে বলেনঃ কিয়ামত সম্পর্কে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সে জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞাত নয়। তবে আমি তোমাকে এর কিছু আলামতের কথা বর্ণনা করব, যখন মহিলা তার মনিব প্রসব করবে, এটি কিয়ামতের একটি আলামত, যখন উলঙ্গ শরীর ও উলঙ্গ পা সম্পন্নরা নেতৃত্ব দিবে, এটিও কিয়ামতের একটি আলামত। যখন বকরীর রাখালরা বড় বড় অট্টালিকার মালিক হবে, এটিও কিয়ামতের একটি আলামত, কিয়ামত ঐ পাঁচটি বিষয়ের অর্তভূক্ত যার জ্ঞান আল্লাহই ভাল রাখেন। এর পর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন। “নিশ্যই কিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহই অবগত আছেন। বৃষ্টি তিনিই বর্ষণ করেন, (বৃষ্টি কখন হবে তিনিই তা ভাল জানেন) মায়ের পেটে কি আছে এসম্পর্কেও তিনিই অবগত আছেন, তিনি ব্যতীত অপর কেউ তা জানেন। আর কোন ব্যক্তি জানেন না যে তার মৃত্যু কোথায় হবে”। (ইবনে মায়া) ³⁸

নোটঃ উল্লেখিত আয়াতটি সূরা লোকমানের ৩৪ নং আয়াত, উল্লেখ্য পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া কবীরা গোনা। (বোখারী ও মুসলিম)

³⁸ - কিতাবুল ফিতান, বাব আশরাতিস সায়া। (২/৩২৬৮)

فقدان العمل

আমল উঠে যাওয়া

মাসআলা-১৫: কিয়ামতের আগে আগে কোরআ'ন ও হাদীস শিক্ষা দেয়া হবে; কিন্তু সে অনুযায়ী আমল থাকবে না:

عن زياد بن ليد رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فقال ذاك عند اوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناءهم إلى يوم القيمة؟ قال ثقلتك أملك زياداً! إن كنت لا أراك من افقة رجل بالمدينة أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤن التوراة والإنجيل لا يعملون بشئ مما فيهما

(رواه ابن ماجة)

অর্থঃ “যিয়াদ বিন লাবিদ (রায়িয়াল্লাহু আন্হ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট (কিয়ামত সম্পর্কে) প্রশ্ন করা হল, তখন তিনি বলেনঃ এটা ঐ সময়ে হবে যখন ইলম উঠে যাবে, আমি জিজেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল!(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইলম কিভাবে উঠে যাবে? অথচ আমরা কোরআ'ন পড়ি, আমাদের সন্তানদেরকে কোরআ'ন শিক্ষা দেই, আর তারাও তাদের সন্তানদেরকে কোরআ'ন শিক্ষা দিবে এবং এ ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে, তিনি বলেনঃ যিয়াদ তোমাকে তোমার মা হারিয়ে ফেলক, আমি তো তোমাকে মদীনার বুদ্ধিমান লোকদের অঙ্গত বলে মনে করতাম। তাহলে এটাকি ঠিক নয় যে, ইহুদী ও নাসারারা তাওরাত, ইঞ্জিল পড়ে, কিন্তু তাতে যা আছে তার ওপর তারা আমল করে না”। (ইবনে মায়া)³⁹

³⁹ - কিতাবুল ফিতান, বাব জিহাবুল কোরআ'ন ওয়াল ইলম। (২/৩২৭২)

رفع الامانة آمانات عتّي وآওয়া

মাসআলা- ১৬ঃ কিয়ামতের আগে এমন সময় আসবে যখন ভাল ঈমানদার লোকেরা রাতারাতি ঈমানহারা হয়ে যাবেঃ

মাসআলা- ১৭ঃ ঈমানদারী এমনভাবে শেষ হয়ে যাবে যে ঈমানদারীর উদাহরণের জন্য একেক জন লোক জীবিত থাকবেঃ

মাসআলা- ১৮ঃ বাযিক ভাবে বড় বড় জ্ঞানী ও চিন্তাশীল লোকেরা ঈমানদার বলে মনে হওয়া সত্ত্বেও ভিতরে তারা ঈমানহারা হয়ে যাবেঃ

عن حذيفة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثراها مثل اثر الوكت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها اثراها مثل اثر المجل كجمر درجته على رجلك فنفط فتراء متنبرا وليس فيه شئ ويصبح الناس يتباينون فلا يكاد احد يودي الامانة فيقال ان في بني فلان رجال امينا ويقال للرجل ما اعقله وما اظرفه وما الجله وما في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان ولقد اتى على زمان ولا ابالى ايكم بايعت لئن كان مسلما رده على الاسلام وان كان نصراانيا رده على ساعيه واما اليوم فما كنت ابایع الا فلانا وفلانا (رواہ البخاری)

অর্থঃ “হ্যাইফা (রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি রাতে নির্দিত অবস্থায় থাকবে, এমতাবস্থায় তার অন্তর থেকে আমানতদারী উঠিয়ে নেয়া হবে, একটি কাল দাগের ন্যায় আমানতদারীর চিহ্ন তার মধ্যে থেকে উঠে যাবে, পরের রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় আমানতদারীর ঐ চিহ্নটি উঠিয়ে নেয়া হবে, শুধু হালকা একটু নির্দশন বাকী থাকবে, যেমন আগুনের একটি আঙরা পায়ে লাগালে তাতে দাগ পড়ে যাবে, (পরে চিকিৎসার পর হয়ত) তা ভাল হয়ে যাবে, কিন্তু দাগটি থেকেই যাবে। তবে ভিতরে কোন সমস্যা থাকবে না। কিয়ামতের আগে আগে লোকেরা বেচা- কিনা করবে, কিন্তু তাদের মধ্যে ঈমানদারী থাকবে না। এমনকি লোকেরা বলতে থাকবে যে, ওমুক বংশে একজন ঈমানদার আছে। এক ব্যক্তি সম্পর্কে লোকেরা বলবে যে, অমুক বৃদ্ধিমান ব্যক্তি অমুক বাহাদুর; কিন্তু তার অন্তরে বিন্দু পরিমাণেও ঈমান থাকবে না। হ্যাইফা (রায়িয়াল্লাহ আনহ) বলেনঃ একটি সময় আমি অতিক্রম করেছি যখন আমি মোটেও

চিন্তা করি নাই যে, কার সাথে আমি ব্যবসা করব, আর কার সাথে করব না, যদি মুসলমান হত
তাহলে ইসলাম তাকে বাধ্য করত যে, সে যেন কারো সাথে বে-ইমানী না করে। আর খৃষ্টান হলে
তার সরকার তাকে বাধ্য করত যে, সে যেন বে-ইমানী না করে, অথচ এখন আমি শুধু ওমুক
ওমুকের সাথে (যাত্র দু'একজনের সাথে) ব্যবসা করি।” (বোখারী)⁴⁰

নেটঃ আমানত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যার মধ্যে
আমানত দারী নেই তার ইমান নেই। (তাবরানী)

⁴⁰ - কিতাবুল ফিতান, বাব ইয়া বাকীয়া ফি হাসালা মিনান্নাস।

شهادة الزور

মিথ্যা সাক্ষী

মাসআলা-১৯৪ কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে মিথ্যা সাক্ষী ব্যাপকভা লাভ করবে আর সত্য সাক্ষীদাতা কেউ থাকবে নাই।

عن طارق بن شهاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدى الساعة تسليم الخاصة و فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة و قطع الارحام و شهادة الزور و كتمان شهادة الحق و ظهور القلم (رواه احمد)

অর্থঃ “ত্বারেক বিন শিহাব (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে এ আলামত প্রকাশ পাবে যে, পরিচিত লোকদেরকে সালাম দেয়া, ব্যবসার বিস্তার লাভ, এমনকি স্ত্রী তার স্বামীর ব্যবসায় তাকে সহযোগীতা করবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল করা, মিথ্যা সাক্ষী দেয়া, সত্য সাক্ষ্য গোপন করা, কলমের বিস্তার লাভ। (আহমদ)⁴¹

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدى الساعة شهادة الزور و كتمان الحق.(رواه احمد)

অর্থঃ “আবদুল্লাহু বিন মাসউদ (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে আগে মিথ্যা সাক্ষী ও সত্যকে গোপন করা বৃদ্ধি পাবে”। (আহমদ)⁴²

⁴¹ - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসন্দাদ ইমাম আহমদ, খঃ১, হাদীস নং- ৩৮৬৯।

⁴² - ডঃ ইজ্জুদ্দীন হসাইন আশ শেখ লিখিত আশরাতুস সায়া, পৃঃ৬০।

ضياع العهد

অঙ্গীকার ভঙ্গ

মাসআলা-২০৪ কিয়ামতের আগে আগে মানুষ অঙ্গীকার পূরণ করবে নাঃ

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كيف بكم ويزمان يوشك ان يأتي يغرب الناس فيه غربلة ويقى حثالة من الناس قد مررت عهودهم واماناتهم فاختلقو و كانوا هكذا ؟ و شبك بين اصابعه قالوا : كيف بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ذلك قال : تأخذون بما تعرفون ، وتدعون ما تنكرتون و تقبلون على خاصتكم وتذرون امر عوامكم (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন আমর (রাখিয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কেমন হবে তখন, যখন লোকদেরকে খারপ লোকদের থেকে পৃথক করে দেয়া হবে, আর শুধু খারাপ লোকেরই অবশিষ্ট থাকবে, অঙ্গীকার ও আমানত উলট-পালট হয়ে যাবে, আর খারাপ লোকেরা একে অপরের সাথে মিশে যাবে, এবলে তিনি তাঁর এক হতের আঙুল অপর হাতের আঙুলের সাথে মিলালেন, সাহাবাগণ বললঃ এসময় যখন আমাদের মাঝে চলে আসবে তখন আমরা কি করব? তিনি বললেনঃ যেটা ভাল কাজ বলে মনে করবে তার প্রতি আমল করবে, আর যেটাকে খারাপ কাজ বলে মনে করবে তা থেকে বিরত থাকবে এবং ঐ সময় নির্ভর যোগ্য লোকদের সংস্পর্শে থাকবে, আর অন্যদেরকে তাদের অবস্থা মোতাবেক ছেড়ে দিবে”। (ইবনে মায়া)⁴³

নেটঃ অঙ্গীকার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ওয়াদা রক্ষা করে না তার ধীনদারী নেই”। (আহমদ)

⁴³ - আবওয়াবুল ফিতান, বাব তাসাকুত ফিল ফিতান (২/৩১৯৬)

قطيعة الرحم

আতীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন

মাসআলা-২১: কিয়ামতের আগে আগে আতীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যাপকতা লাভ করবে:

عن طارق بن شهاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفسح التجارة حتى تعيي المرأة زوجها على التجارة وقطع الارحام وشهادة الزور وكتمان الحق وظهور القلم (رواه احمد)

অর্থঃ “ত্বারেক বিন শিহাব (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে এ আলামত প্রকাশ পাবে যে, পরিচিত লোকদেরকে সালাম দেয়া, ব্যবসার বিস্তার লাভ, এমনকি স্ত্রী তার স্বামীর ব্যবসায় তাকে সহযোগীতা করবে। আতীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, মিথ্যা সাক্ষী দেয়া, সত্য সাক্ষ্য গোপন করা, কলমের বিস্তার লাভ। (আহমদ)⁴⁴

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفسح التجارة حتى تعيي المرأة زوجها على التجارة وقطع الارحام (رواه احمد)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে এ আলামত প্রকাশ পাবে যে, পরিচিত লোকদেরকে সালাম দেয়া, ব্যবসার বিস্তার লাভ এমনকি স্ত্রী তার স্বামীর ব্যবসায় তাকে সহযোগীতা করবে। আতীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে”। (আহমদ)⁴⁵

নোটঃ আতীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তিনি দিনের অধিক সময় ধরে, নিজের ভায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকল, আর এভাবেই মারা গেল সে জাহানার্মী। (আবুদাউদ)

⁴⁴ - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং- ৩৮৬৯।

⁴⁵ - খালেদ বিন নাসের আলগামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং- ৫৪।

كتمان الحق

সত্য গোপন করা

মাসআলা-২২ঃ কিয়ামতের আগে সত্য গোপনকারী লোকেরা জন্মহৃৎ করবেং

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان الحق (رواه احمد)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে মিথ্যা সাক্ষী দেয়া, সত্য সাক্ষী গোপন করা বিস্তার লাভ করবে”। (আহমদ)⁴⁶

মাসআলা-২৩ঃ কিয়ামতের আগে আগে লোকেরা সত্য সাক্ষী গোপন করবে আর মিথ্যা সাক্ষী দিবেং

عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفسح التجارة حتى تعيي المرأة زوجها على التجارة وقطع الارحام وشهادة الزور وكتمان الحق وظهور القلم (رواه احمد)

অর্থঃ “তারেক বিন শিহাব (রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে এ আলামত প্রকাশ পাবে যে, পরিচিত লোকদেরকে সালাম দেয়া, ব্যবসার বিস্তার লাভ, এমনকি স্ত্রী তার স্বামীর ব্যবসায় তাকে সহযোগীতা করবে। আত্মায়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, মিথ্যা সাক্ষী দেয়া, সত্য সাক্ষী গোপন করা, কলমের বিস্তার লাভ”। (আহমদ)⁴⁷

⁴⁶ - ডঃ ইজ্জুদ্দীন হুসাইন আশ শেখ লিখিত আশরাতুস সায়া, পৃঃ৬০।

⁴⁷ - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১, হাদীস নঃ-৩৮৬৯।

سوء المجاورة

প্রতিবেশির সাথে খারাপ আচরণ

মাসআলা-২৪৪ কিয়ামতের আগে আগে মানুষ প্রতিবেশির হকের মূল্যায়ন করবে নাঃ

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش والتفحش أو يبغض الفاحش والتفحش ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسؤ المجاورة وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين (رواه احمد)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন আমর (রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ বে-হায়া ও অশ্বিলতাকে অপছন্দ করেন, বা তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ বে-হায়া ও অশ্বিলতার সাথে শক্রতা রাখেন। ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না বে-হায়া ও অশ্বিলতা ব্যাপকতা লাভ করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে, প্রতিবেশীর প্রতি খারাপ আচরণ করা হবে, খিয়ানত কারীকে আমানতদার মনে করা হবে, আর আমানতদারকে খেয়ানত কারী মনে করা হবে”। (আহমদ)⁴⁸

নোটঃ উল্লেখ্য প্রতিবেশির হক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহর কসম! ঐ ব্যক্তি মোমেন নয়, ঐ ব্যক্তি মোমেন নয়, ঐ ব্যক্তি মোমেন নয়, যার প্রতিবেশি তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ নয়। (বোখারী)অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে জিবরীল (আঃ) প্রতিবেশি সম্পর্কে আমাকে এত বেশি উপদেশ দিয়েছেন যে, আমার মনে হচ্ছিল যেন তাকে উত্তরাধিকারী করা হবে। (বোখারী)

⁴⁸ - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং- ৬৫৫১।

الشح

لَوْبَ

মাসআলাঃ কিয়ামতের আগে লোভ ব্যাপকতা লাভ করবেং

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه قال يتقرب الزمان وينقص العمل
ويبلقى الشح وظهور الفتنة ويكثر الهرج قالوا: يا رسول الله ! ايم هو؟ قال : القتل القتل (رواه
البخاري)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে
বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের দিকে সময় যত কাছাবে আমল তত কমবে, লোভ ব্যাপকতা লাভ
করবে, ফেতনা প্রকাশ পাবে, হারাজ বৃদ্ধি পাবে, (সাহাবাগণ)জিজ্ঞেস করল? হে আল্লাহর রাসূল
হারাজ কি? তিনি বললেনঃ হতাহত, হতাহত”। (বোখারী)⁴⁹

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقرب الزمان ويفقبض
العلم وظهور الفتنة ويبلقى الشح وما الهرج؟ قال القتل (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে
বর্ণনা করেছেন, কিয়ামত নিকটবর্তী হলে ইলম উঠে যাবে, ফেতনা বৃদ্ধি পাবে, লোভ ব্যাপকতা
লাভ করবে, হারাজ বৃদ্ধি পাবে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হারাজ কি? তিনি বললেনঃ
হতাহত”। (মুসলিম)⁵⁰

⁴⁹ - কিতাবুল ফিতান বাব, জুহুরুল ফিতান।

⁵⁰ - কিতাবুল ইলম বাব রাফতুল ইলম ফি আখেরিয়্যামান।

علو السفلة

অভদ্রদের সম্মানী বলে গণ্য হওয়া

মাসআলা-২৬৪ কিয়ামত নিকটবর্তী হলে সবচেয়ে বোকা লোকেরা সবচেয়ে সম্মানী বলে গণ্য হবেঃ

عَنْ حَذِيفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ
السَّاعَةِ حَتَّىٰ يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسَ بِالْدُّنْيَا لَكُمْ أَبْنَىٰ (رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ)

অর্থঃ “হ্যাইফা বিন ইয়ামান (রায়িয়াল্লাহ্ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না পৃথিবীতে নির্বোধ লোকেরা সম্মানী বলে বিবেচিত না হবে।” (তিরমিয়ী)⁵¹

মাসআলা-২৭৪ লোকেরা অজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করবেঃ

عَنْ أَبِي امِيَةِ الْجَمْحِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ
السَّاعَةِ أَنْ يَلْتَمِسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الْأَصْغَارِ (রোহ তেব্রানী)

অর্থঃ “আবু উমাইয়া আল জুমহি (রায়িয়াল্লাহ্ আনহ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আলামতের মধ্যে একটি এই যে, লোকেরা অজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে।” (ত্বাবরানী)⁵²

⁵¹ - আবওয়াবুল ফিতান, বাব মাযায়া ফি আশরাতিস্সায়া (২/১৭৯৯)

⁵² - আলবানী লিখিত জামেআস্সাগীর ,খঃ২, হাদীস নং-২২০৩।

التسلیم للمعرفة

পরিচিত লোকদের সাথে সালাম আদান-প্রদান

মাসআলা-২৭ঃ শুধু পরিচিত লোকদের সাথে সালাম আদান-প্রদান করা কিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে একটি।

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشرط الساعة ان يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه الا للمعرفة (رواه احمد)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আলামতের মধ্যে একটি হল শুধু পরিচিত লোকদেরকে সালাম দেয়া।” (আহমদ)⁵³

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشرط الساعة ان يمر الرجل في المسجد لا يصلى فيه ركعتين وان لا يسلم الرجل الا على من يعرف (رواه الطبراني)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আলামতের মধ্যে একটি হল যে, লোকেরা মসজিদে যাবে; কিন্তু দু’রাকাত নাম্য আদায় করবে না, আর লোকেরা শুধু পরিচিত লোকদেরকে সালাম দিবে।” (ত্বৰণামী)⁵⁴

⁵³ - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১, হাদীস নঃ-৫৩।

⁵⁴ - আলবানী লিখিত জামেআস্সাগীর, খঃ২, হাদীস নঃ-৫৭৭২।

تشبه الشیوخ بالشباب

বৃক্ষদের যুবকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা

মাসআলা-২৮ঃ কিয়ামতের পূর্বে লোকেরা যুবক সাজার জন্য কাল খেজাব ব্যবহার করবেং
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم
يخصبون في آخر الزمان السوداء كحوافل الحمام لا يرثون رائحة الجنة (رواه أبو داود)

অর্থঃ “ইবনে আবুস (রায়িয়াল্লাহ আনহমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের পূর্বে লোকেরা কবুতরের পাকস্ত্রীর ন্যায় কাল খেজাব ব্যবহার করবে, তারা জান্নাতের সুস্থান পাবে না।” (আবুদাউদ)⁵⁵

নোটঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তার দু'টি কামনা যুবক থেকে যায়, সম্পদ ও দীর্ঘজীবী হওয়া।” (বোখারী ও মুসলিম)

ترك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ থেকে দূরে থাকাঃ

মাসআলা-২৯ঃ কিয়ামতের আগে আগে ভাল লোকেরা খারাপ লোকদের সাথে একাকার হয়ে যাবে কেউ কাউকে সৎ কাজের আদেশ দিবে না এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে নাঃ

عن ابن عمر ورضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم ويزمان يوشك ان يأتي ، يغرب الناس فيه غربلة ويبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم واماناتهم ، فاختلفوا وكانوا هكذا ؟ وشبكت بين اصابعه قالوا : كيف بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ذلك ؟ قال : تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرتون وتقبلوا على خاستكم وتذرون امر عوامكم (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন আমর (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কেমন হবে তখন তোমদের অবস্থা, যখন সৎ লোকদেরকে উঠিয়ে নেয়া হেব, শুধু খারাপ লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে, অঙ্গিকার ও আমানত

⁵⁵ - কিতাবুল লিবাস, বাব মাযায়া ফি খিজাব আস্সাওদা (২/৩৫৪৮)

একাকার হয়ে যাবে, (এর প্রতি মোটেও লক্ষ্য রাখা হবে না) মানুষের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে, ভাল ও খারাপ লোকেরা একাকার হয়ে যাবে, এবলে তিনি এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল যদি ঐ সময় আমরা পেয়ে যাই তাহলে কি করব? তিনি বললেনঃ যেটা সৎকাজ বলে মনে করবে তা করবে, আর যা খারাপ মনে করবে তা থেকে বিরত থাকবে, ঐ সময় বিশ্বাস যোগ্য লোকদের নিকট চলে আসবে আর অন্যদেরকে তাদের অবস্থা মত ছেড়ে দিবে”।(ইবনে মায়া)⁵⁶

নোটঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) বলেছেনঃ যখন মানুষ সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ ত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তাদের ওপর শান্তি চাপিয়ে দিবে, আর তখন তারা আল্লাহর নিকট দু'য়া করবে কিন্তু তা করুল হবে না। (তিরমিয়ী)

حب الناس الآئمة الخلوف

সাধারণ মানুষের অযোগ্য শাসকদের ভাল বাসাঃ

মাসআলা-৩০ঃ কিয়ামতের আগে আগে সাধারণ লোকেরা জেনে শুনে অযোগ্য ও বে-ধীন লোকদেরকে ক্ষমতায় বসাবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَّعْتَ الْأَمَانَةَ فَانتَظِرْ السَّاعَةَ ، قَالَ كَيْفَ أَضَاعْتَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : إِذَا اسْتَدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانتَظِرْ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) বলেছেনঃ যখন আমানতের খিয়ানত করা হবে, তখন কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা কর। সাহবাগণ জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) কিভাবে আমানতের খিয়ানত করা হবে? তিনি বললেনঃ যখন অযোগ্য লোকদেরকে ক্ষমতায় বসানো হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর।” (বাখারী)⁵⁷

⁵⁶ - আবওয়াব আলফিতান, বাব আত্তাসাক্সুত ফিল ফিতান (২/৩১৯৬)

⁵⁷ - কিতাবুর রিকাক , বাব রাফটুল আমানা ।

حب الدنيا وكراهية الموت

পৃথিবীর প্রতি মোহাবত এবং মৃত্যুকে অপচন্দ করা

মাসআলা-৩১৪ কিয়ামতের আগে আগে মুসলমানদের মধ্যে দুনিয়ার প্রতি মোহাবত এবং মৃত্যুর প্রতি অনিহা সৃষ্টি হবে ফলে কাফেররা মুসলমানদের ওপর নেতৃত্ব দিবে।

عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكلاة الى قصعتها فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السبيل ولبنيز عن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله قلوبكم والوهن، فقال قائل : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهيته الموت (رواه ابو داود)

অর্থঃ “সাওবান (রায়িয়াল্লাহ্ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ অতিশীঘ্রই (কাফেররা) তোমাদের ওপর আক্রমনের জন্য একে অপরকে এমনভাবে আহ্বান করবে, যেমন দাওয়াত খাওয়ানোর জন্য একে অপরকে ডাকে। কেউ জিজেস করল যে, সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হবে? তিনি বললেনঃ বরং তখন তোমাদের সংখ্যা বেশি হবে, কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে পানির ওপর ভাষমান আবর্জনার ন্যায়, আল্লাহ্ তোমাদের শক্রদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দিবেন, আর তোমাদের অন্তরে দুর্বলতা সৃষ্টি করে দিবেন, এক ব্যক্তি জিজেস করল হে আল্লাহর রাসূল! অন্তরে দুর্বলতা সৃষ্টির অর্থ কি? তিনি বললেনঃ দুনিয়ার প্রতি মহাবত আর মৃত্যুর প্রতি অনিহা”। (আবুদাউদ)⁵⁸

⁵⁸ - কিতাবুল মালাহেম, বাব ফি তাদায়িল উমাম আলা ইসলাম। (৩/৩৬১০)

كثرة الشرك

শিরকের আধিক্য

মাসআলা-৩২ঃ কিয়ামতের পূর্বে আরবদের মাঝে আবার মূর্তি পুজা শুরু হবে:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب الآيات نساء دوس على ذى الخلصة (رواه البخاري)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না দাউস বংশের মহিলারা যুল খাসলার মূর্তি গৃহে না যাবে”।(বোখারী)⁵⁹

নোটঃ ইয়ামেনের যুল খাসলা নামক স্থানে দাউস বংশের মূর্তি ছিল, জাহেলিয়াতের যুগে সেখানে ত্বাওয়াফ (চক্র) হত।

মাসআলা-৩৩ঃ কোন কোন আরব বংশ মূর্তিপুজা শুরু করবে আর কিছু কিছু মৌশুরেকদের সাথে মিলে যাবেঃ

عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وان ما اخوف على امتى ائمه مضلين وستبعد قبائل من امتى الاوثان وستلحق قبائل من امتى بالشركين وان بين يدي الساعة دجالين كذابين قربا من ثلاثين كلهم يزعم انه نبي ولن تزال طائفة من امتى على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله عزوجل (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আয়াদ কৃত গোলাম সাওবান (রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আমার উম্মতের ব্যাপারে আমি যে আশংকা করছি, তাহল পথভ্রষ্ট আলেমদের আগমন এবং আমার উম্মতের কিছু বংশ মূর্তি পুজা করবে, আমার উম্মতের কিছু বংশ কাফেরদের সাথে মিশে যাবে, কিয়ামতের পূর্বে প্রায় ত্রিশ জন মিথ্যেক দাজ্জাল বের হবে, তারা প্রত্যেকেই নবুয়তের দাবী করবে, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্ত্বের ওপর বিজয়ী থাকবে, যারা তাদের বিরুদ্ধিতা করবে তারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না”। (ইবনে মায়া)⁶⁰

⁵⁹ - কিতাবুল ফিতান, বাব তাগিরিয়্যামান হাতু ইয়বুদু আল আওসান।

⁶⁰ .আবওয়াবুল ফিতান, বাব মাইয়াকুনু মিনাল ফিতান (২/৩১৯২)

মাসআলা-৩৪ঃ কিয়ামতের পূর্বে লাত ও উয়্যার পূজা এমন ভাবে শুরু হবে যেমন জাহেলিয়াতের যুগে ছিলঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَذْهَبُ
اللَّيلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تَعْبُدُ الْلَّاتُ وَالْعَزِيزَ فَقَلَّتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ لَا تَظْنُنَ
حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) إِنْ ذَلِكَ
تَمَّ قَالَ (إِنَّهَا سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكِ مَا شَاءَ اللَّهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থঃ “আয়শা (রায়িয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ রাত ও দিন ততক্ষণ শেষ হবে না, যতক্ষণ না লাত ও ওজ্জার পূজা শুরু হবে। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহু(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমিতো আল্লাহুর বাণী “তিনি স্বীয় রাসূলগণকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন.... যদিও মুশ্রেকরা তা অপছন্দ করে।” (সূরা তাওবা-৩৩) পর্যন্ত।

এ থেকে আমি বুঝে ছিলাম যে এটা কিয়ামত পর্যন্ত বলবত থাকবে, তিনি বললেনঃ এটা আল্লাহু যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ বলবত থাকবে।” (মুসলিম)⁶¹

কثرة البدعات বিদআ’তের বিস্তার

মাসআলা-৩৫ঃ বিদআ’তের বিস্তার কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি ফিতনাঃ

عَنْ أَسْمَاءَ بْنَتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِنَّا عَلَىٰ
حَوْضِي انتَظَرْتُ مِنْ يَرْدِ عَلَىٰ فِيؤْخِذُ بَنَاسًا مِنْ دُونِي فَاقُولُ أَمْتَى فَيَقُولُ لَا تَدْرِي مَشْوِ علىٰ
الْفَهْقَهِرِيَّ قَالَ أَبْنَى مَلِيْكَةَ : اللَّهُمَّ ! إِنَّا نَعُوذُ بِكَ إِنْ نَرْجِعَ عَلَىٰ اعْقَابِنَا وَنَفْتَنَ (রَوَاهُ الْبَخَارِيُّ)

অর্থঃ “আসমা বিনতে আবুবকর (রায়িয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ আমি হাউজের নিকট অপেক্ষা করতে থাকব, যে কেউ আমার নিকট আসছে তাদেরকে আমি পানি পান করাব, কিছু লোক আমার নিকট আসার আগেই তাদেরকে ধরে ফেলা হবে, আমি বলবঃ এরা তো আমার উম্মত, ফেরেশ্তা

⁶¹ -কিতাবুল ফিতান, আশরাতুস সায়া, বাব লা তাকুম্সসায়া হাত্তা তু'বাদু দাউস যুল খালসা।

বলবেঃ আপনি জানেননা যে আপনার পর তারা পিছনে ফিরে গিয়ে ছিল, হাদীস বর্ণনাকারী ইবনে আবি মুলাইকা এ হাদীস বর্ণনা করার পর এ দুয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমি ঐ বিষয় থেকে আপনার আশ্রয় চাই, আমি যেন পিছনে ফিরে গিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে ফেরনায় পতিত না হই”। (বোখারী)⁶²

كثرة التجارة بِيَوْسَارِ بَيْعَكَتَةٍ

মাসআলা-৩৬৪ ব্যবসা এত ব্যাপকতা লাভ করবে যে লোকেরা শিখা পড়া করা পছন্দ করবে নাঃ

عن عمرو بن تغلب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعة ان يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى استأمر تاجر بنى فلا ن ولتمس في الحى العظيم الكاتب فلا يوجد (رواوه النسائي)

অর্থঃ “আমর বিন তাগলাব (রায়িয়াল্লাহ আনহ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে সম্পদের আধিক্য, ব্যবসার বিস্তার, ইলম উঠে যাওয়া, মানুষ কোন কিছু বিক্রি করে পরে তা অঙ্গীকার করে বলবে যে না আমি তা বিক্রি করব না, আমি এ ব্যাপারে ওমুক বংশের ব্যবসায়ীর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আসি, বিরাট এক জনবসতি পূর্ণ এলাকায় এক জন লিখক খুঁজে পাওয়া যাবে না”। (নাসায়ী)⁶³

মাসআলা-৩৭৪ ব্যবসা এত ব্যাপকতা লাভ করবে যে মহিলারাও পুরুষদের সাথে ব্যবসায় সহযোগিতা করবেঃ

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة تسليم الخاصة وتفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الارحام (روايه احمد)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রায়িয়াল্লাহ আনহ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের পূর্বে শুধু পরিচিত লোকদেরকে সালাম দেয়া হবে,

⁶² - কিতাবুল ফিতান, বাবা কাউলিহি তা'লা“ ওস্তাকু ফিতনাতা ফ্লা তুসিবান্না লাজিনা যলামু মিনকুম খাস্সা”।

⁶³ - কিতাবুল বয়, বাব আততিজারা (৩/৪১৫০)

ব্যবসা ব্যাপকতা লাভ করবে, স্ত্রী তার স্বামীকে ব্যবসার কাজে সহযোগীতা করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে।” (আহমদ)⁶⁴

عن طارق ابن شهاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفسح التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الارحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم (رواه احمد)

অর্থঃ “তারেক বিন শিহাব (রায়িয়াল্লাহু আনহ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের পূর্বে শুধু পরিচিত লোকদেরকে সালাম দেয়া হবে, ব্যবসা ব্যাপকতা লাভ করবে, স্ত্রী তার স্বামীকে ব্যবসার কাজে সহযোগীতা করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে, মিথ্যা সাক্ষী দেয়া হবে, সত্য সাক্ষী গোপন করা হবে, কলম শক্তিশালী হবে”। (আহমদ)⁶⁵

যাসআলা-৩৮৪ সর্বত্র ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপিত হবেো

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتنة ويكثر الكذب ويتقرب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج قيل وما الهرج؟ قال القتل (رواه احمد)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না ফিতনা ও মিথ্যা বৃদ্ধি পাবে, সময় সংক্ষেপ হয়ে আসবে, ব্যবসা, কেন্দ্র বিস্তার লাভ করবে, হারাজ বৃদ্ধি পাবে। জিজেস করা হল হারাজ কি? তিনি বললেনঃ হতা হত”। (আহমদ)⁶⁶

⁶⁴ - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসলাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং- ৫৪।

⁶⁵ - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসলাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং- ৩৮৬৯।

⁶⁶ - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসলাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং- (১/২০৫)

কঠোর সম্পদের আধিক্য

মাসআলা-৩৯ঁ: সম্পদের আধিক্য কিয়ামতের নির্দেশনসমূহের অন্তর্ভুক্তঁ:

عن أبي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يفيض المال و تظهر الفتنة ويكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل القتل ثلاثاً (رواوه ابن ماجة)

অর্থঁ: “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঁ: রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঁ: ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না, ফিতনা ও সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, হারাজ বৃদ্ধি পাবে। জিজ্ঞেস করা হল হারাজ কি? তিনি বলেনঁ: হতাহত”। (ইবনে মায়া)⁶⁷

মাসআলা-৪০ঁ: কিয়ামতের আগে সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে রাখালরা বড় বড় বিশ্বিং নির্মাণ করবেঁ।

নোটঁ: এসংক্রান্ত হাদীস ১৪ নং মাসআলায় দ্রঁ।

মাসআলা-৪১ঁ: কিয়ামতের আগে পৃথিবী স্বর্ণ ও চাঁদির ভাস্তুরসমূহ উন্মুক্ত করে দিবে কিষ্ট তা নেয়ার মত কোন লোক থাকবে নাঁ।

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقى الأرض افلاذكبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضة قال فيجيئ السارق فيقول في مثل هذا قطعت يدى ويجئ القاتل فيقول في هذا قتلت ويجئ القاطع فيقول في هذا قطعت رحمى ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً (رواوه الترمذى)

অর্থঁ: “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঁ: রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঁ: পৃথিবী তার অভ্যান্তরীণ স্বর্ণ ও চাঁদি থাম্বার ন্যায় বাহিরে নিক্ষেপ করবে, চোর এসে বলবেঁ: হায় একারণেই আমার হাত কাটা হয়েছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক

⁶⁷ - কিতাবুল ফিতান, বাব আশরাতিস্সামা (২/৩২৭১)।

ছিন্নকারী বলবেঃ হায় একরাগেই আমি আজীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছি, সবাই তাকে ঐভাবেই
রেখে দিবে কেউ কিছু নিবে না”। (তিরমিয়ী)⁶⁸

মাসআলা-৪২৪ ধনীরা দান করার জন্য লোকদেরকে ডাকবে ; কিন্তু সাদকা নেয়ার মত
কেউ থাকবে নাঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى
يَكْثُرَ فِيمَكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يَهْمِ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبِلُهُ مِنْهُ صَدَقَةٌ وَيَدْعُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا أَرْبَابُ
لِي فِيهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না তোমাদের প্রচুর
পরিমাণ সম্পদ হবে, এমন কি সম্পদ এত হবে, যে ধনী ব্যক্তি চিন্তায় পড়ে যাবে যে, তার দান
কে গুশ্বহণ করবে, সে কাউকে দান করার জন্য ডাকবে, আর ঐ ব্যক্তি বলবে যে না আমর এর
কোন দরকার নেই।” (মুসলিম)⁶⁹

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ
يَطْوِفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الْذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُ مِنْهُ وَيَرِي الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتَّبِعُهُ أَرْبَعُونَ
إِمْرَأً يَلْذَنُ بِهِ مِنْ قَلْةِ الرِّجَالِ وَكُثْرَةِ النِّسَاءِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থঃ “আবু মুসা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা
করেছেন, তিনি বলেনঃ মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ স্বর্ণ দান করার জন্য
তা নিয়ে ঘুরবে, কিন্তু তা গুণ করার মত কেউ থাকবে না। এক একজন পুরুষের অধীনে চল্লিশ
জন মহিলা থাকবে। আর তা হবে পুরুষের সংখ্যা কম এবং নারীর সংখ্যা অধিক হওয়ার
কারণে”। (মুসলিম)⁷⁰

⁶⁸ - আবওয়াবুল ফিতান, বাব আশরাতিস্সায়া (২/১৮০০)

⁶⁹ - কিতাবুয্যাকা বাব, আত্তারগিব ফিস্সাদাকা কাবলা আন লা ইউয়াদ মান ইয়াকবালুহা।

⁷⁰ - কিতাবুয্যাকা বাব, আত্তারগিব ফিস্সাদাকা কাবলা আন লা ইউয়াদ মান ইয়াকবালুহা।

কথ্রة الكذب মিথ্যার অধিক্য

মাসআলা-৪৩: কিয়ামতের পূর্বে মিথ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবেং

عن أبي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتنة ويكثر الكذب ويتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج قيل وما الهرج قال القتل (رواه احمد)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না ফিতনা, মিথ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যবসা ব্যাপকতা লাভ করবে, ও সময় সংক্ষেপ হয়ে আসবে, হারাজ বৃদ্ধি পাবে, জিজ্ঞেস করা হল হারাজ কি? তিনি বললেনঃ হতা হত” (আহমদ)⁷¹

মাসআলা-৪৪: কিয়ামতের পূর্বে মিথ্যা এত বৃদ্ধি পাবে যে শিক্ষিত লোকেরা মিথ্যা কথা রচনা করে তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা হিসেবে প্রচার করবেং

عن أبي هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الاحاديث مالم تسمعوا انتم ولا آباءكم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتونكم (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ শেষ যামানায় কিছু দাজ্জাল ও মিথ্যক আগমন করবে, যারা এমন হাদীস নিয়ে আসবে, যা তোমরা শোন নাই এমনকি তোমাদের বাপ-দাদারাও শোনে নাই। অতএব তোমারা তাদের থেকে সতর্ক থাকবে যাতে করে তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করতে পারে”। (মুসলিম)⁷²

⁷¹ - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং-(১/২০৫)

⁷² - মোকাদ্দামা সহীহ মুসলিম।

كثرة الخدعات

ধোঁকাবাজি বৃদ্ধি পাবে

মাসআলা-৪৫ঃ কিয়ামতের পূর্বে ধোঁকা ও চক্রান্ত বৃদ্ধি পাবেঃ

মাসআলা-৪৬ঃ মিথ্যকদেরকে সত্যবাদী আর সত্যবাদীদেরকে মিথ্যক মনে করা হবেঃ

মাসআলা-৪৭ঃ খিয়ানতকারীদেরকে আমানতদার আর আমানত দারদেরকে খিয়ানতকারী মনে করা হবেঃ

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبأة على الناس
سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكتذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها
الامين وينطق فيها الروبيضة قيل وما الروبيضة؟ قال الرجل التافه في أمر العامة (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসল্লাম) বলেছেনঃ মানুষের মাঝে অতিশিঘ্রই এমন এক সময় আসবে, যখন
ধোঁকাবাজি বৃদ্ধি পাবে, তখন মিথ্যবাদীকে সত্যবাদী মনে করা হবে, আর সত্যবাদীকে
মিথ্যবাদী মনে করা হবে, আমানতদারকে খিয়ানতকারী মনে করা হবে, আর খিয়ানতকারীকে
আমানতদার মনে করা হবে এবং রোআইবেজা কথা বলবে, জিজ্ঞেস করা হল রোআইবেজা কি?
তিনি বললেনঃ সাধারণ মানুষের কর্ম কালে হস্তক্ষেপ করে এমন ব্যক্তি”। (ত্বাবারানী)⁷³

⁷³ - কিতাবুল ফিতান, বাব সিদ্দাতুল য্যামন (২/৩২৬১)

كثرة الأغانى والمعازف

গান বাদ্য বৃক্ষি পাবে

মাসআলা-৪৮: কিয়ামতের পূর্বে গায়কদের সংখ্যা বৃক্ষি পাবে।

عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان خسف وقدف ومسخ قيل ومتى ذالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر (رواه الطبراني)

অর্থঃ “সাহাল বিন সাদ (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ শেষ যামানায় ভূমিধস, সতী নারীকে ব্যভীচারের অপবাদ, মানুষের আকৃতি পরিবর্তন করা হবে, জিঞ্জেস করা হল ইয়া রাসূলুল্লাহু! তা কখন হবে? তিনি বললেনঃ যখন গান বাদ্য, গায়িকা ও মদপানকে হালাল মনে করা হবে তখন”। (ত্বাবারানী)⁷⁴

عن أبي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرين ناس من امتى الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والغنيات يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القدة والخنازير (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ “আবু মালেক আশআরী (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আমার উম্মতের কিছু লোক মদ পান করবে, অথচ তারা তাকে অন্য নামে সংজ্ঞান করবে। তাদের মাথার উপর বাদ্য যন্ত্র ও গায়িকাদের গান চলবে, আর তদেরকে সহ আল্লাহু মাটি ধসিয়ে দিবেন। আর তাদেরকে বানর ও খিঞ্জিরে পরিণত করবেন”। (ইবনে মায়া)⁷⁵

⁷⁴ -আবদুল্লাহ মোহাম্মদ দারুবেস বিশ্বেনকৃত মাজমাউয্যাওয়ায়েদ(৮/২০), কিতাবুল ফিতান হাদীস নং- ১২৫৮৯।

⁷⁵ -কিতাবুল ফিতান,বাব আল উকুবাত(২/৩২৪৭)

কثرة الفحش والتفحش

ব্যভিচার ও অশ্লীলতার ব্যাপকতা

মাসআলা-৪৯৪ কিয়ামতের পূর্বে ব্যভিচার বে-হায়াপনা অশ্লীলতা ব্যাপকতা লাভ করবেঃ

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش والتفحش أو يبغض الفاحش والتفحش ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتلفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يؤتمن الخائن ويختون الامين (رواه احمد)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন ওমার (রায়িয়াল্লাহু আনহ্মা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহু বে-হায়া, অশ্লীলতা পছন্দ করেন না, বা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বে-হায়া ও অশ্লীলতার প্রতি অসন্তুষ্ট। ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না বে-হায়া ও অশ্লীলতা ব্যাপকতা লাভ করবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে, প্রতিবেশির প্রতি অসদাচরণ করা হবে, আমানতের খিয়ানত কারীকে অমানতদার বলে বিশ্বাস করা হবে, আর আমানত দারকে আমানতের খিয়ানতকারী মনে করা হবে”। (আহমদ)⁷⁶

كثرة الزنا والخمر

মদ ও ব্যভিচারের ব্যাপকতা লাভ

মাসআলা-৫০৪ কিয়ামতের পূর্বে মদ ও ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করবেঃ

عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون خمسين امرأة القيم الواحد (رواه البخاري)

অর্থঃ “আনাস (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ নিশ্চয়ই কিয়ামতের আলামত হল জ্ঞান

⁷⁶ - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১, হাদীস নং-(৬৫১১)

উঠে যাওয়া, অজ্ঞতা, ব্যভিচার, মদপান বিস্তার লাভ করা, পুরুষের সংখ্যা কমা, নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, এমনকি একজন পুরুষের অধিনে পথগুশ জন মহিলা থাকবে”। (বোখারী)⁷⁷

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا (رواہ مسلم)

অর্থঃ “আনাস (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আলামতের মধ্যে জ্ঞান উঠে যাওয়া, অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করা, মদ পান করা, ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করা”। (মুসলিম)⁷⁸

মাসআলা-৫১ঃ কিয়ামতের পূর্বে ব্যভিচার মদপান রেশমী পোশাক গান বাজনা কোরআন ও হাদীসের দলীল দিয়ে এক দল লোক তা হালাল বা জায়েজ করবেঃ

عن أبي عامر الاشعري رضى الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتى اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاذف (رواہ البخاري)

অর্থঃ “আবু আমের আশআরী (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি দল হবে, যারা রেশমী পোশাক, ব্যভিচার, মদ, গান বাজনা ইত্যাদিকে হালাল মনে করবে” (বোখারী)⁷⁹

মাসআলা-৫২ঃ লোকেরা মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবেঃ

عن أبي مالك الاشعري رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من امتى الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعاذف والغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير (رواہ ابن ماجة)

অর্থঃ “আবু মালেক আশআরী (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেনঃ আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে। তাদের মাথার ওপর গান-বাজনা ও নারী নৃত্য চলতে থাকবে, আল্লাহু তাদেরকে মাটিতে ধসিয়ে দিবেন”। (ইবনে মায়া)⁸⁰

⁷⁷ - কিতাবুনিকাহ, বাব ইয়ুকিল্লুর রিজাল ওয়া মুকসিনু নিসা।

⁷⁸ - কিতাবুল ইলম, বাব রাফটুল ইলম ফি আখেরিয়ামান।

⁷⁹ - কিতাবুল আশরিবা, বাব মায়ায়া ফিমান ইয়াসতাহিল্লাল অল খামরা।

⁸⁰ - কিতাবুল ফিতান, বাব আলওকুবাত (২/৩২৪৭)

کثرة الهرج

হত হত ব্যাপকতা লাভ করবেং

মাসআলা-৫৩ঃ কিয়ামতের পূর্বে রক্ষপাত বৃদ্ধি পাবেং

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان بين يدي الساعة اياماً يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের পূর্বে এমন সময় আসবে, যখন জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতা ব্যাপকতা লাভ করবে, হারাজ বৃদ্ধি পাবে। আর হারাজ হল হত হত”। (মুসলিম)⁸¹

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتنة ويكثر الكذب ويتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج قبل وما الهرج ؟ قال (القتل) (رواه احمد)

অর্থঃ “আবু হৱাইরা (রায়িয়াল্লাহ আনহ)থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না ফিতনা বৃদ্ধি পাবে, মিথ্যা ব্যাপকতা লাভ করবে, ব্যাবসা বিস্তার লাভ করবে, সময় সংক্ষেপ হয়ে আসবে, হারাজ বৃদ্ধি পাবে, জিজেস করা হল হারাজ কি? তিনি বললেনঃ হত হত”। (আহমদ)⁸²

মাসআলা-৫৪ঃ কিয়ামতের আগে এত বেশি হত হত চলতে থাকবে যে হত্যাকারী জানবেনা যে সে কেন হত্যা করল আবার নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে সে কেন নিহত হলঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده لاتذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدرى القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قتل فقيل كيف يكون ذلك؟ قال (الهرج القاتل والمقتول في النار (رواه مسلم)

⁸¹ - কিতাবুল ইলম, বাব রাফিউল ইলম ফি আখেরিয়্যামান ।

⁸² - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশুরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১, হাদীস নং- (১/২০৫)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা(রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ এ সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না মানুষের সামনে এমন এক দিন আসবে, যে হত্যাকারী জানবে না যে সে কেন হত্যা করল, আর নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে সে কেন নিহত হল। জিজেস করা হল এটা কিভাবে হবে? তিনি বললেনঃ হারাজ(হতা হত বৃদ্ধি পাবে) আর হত্যাকারী ও নিহত উভয়েই জাহান্নামী হবে”। (মুসলিম)⁸³

নেটঃ হত্যাকারী ও নিহত উভয়ে এজন্যই জাহান্নামী হবে যে তারা একে অপরকে হত্যা করার প্রতি আগ্রহী ছিল।

মাসআলা-৫৫৪ সকালে এক মুসলমান অপর মুসলমানের জানও মাল হারাম মনে করবে আবার সঙ্কায় এ মুসলমান অপর মুসলমানের জান ও মালকে হালাল মনে করবে সঙ্কার সময় এক মুসলমান অপর মুসলমানের জান ও মালকে হারাম মনে করবে আবার সকালে সে তা হালাল মনে করবেঃ

عن الحسن قال كان يقول في هذا الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويسمى كافرا ويسمى مؤمنا
ويصبح كافرا قال يصبح الرجل محظيا لدم أخيه وعرضه وماله ويسمى مستحلا له ويسمى محظيا
لدم أخيه وعرضه وماله ويصبح مستحلا له (رواه الترمذى)

অর্থঃ “হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ (কিয়ামতের পূর্বে) লোকেরা সকালে মুসলমান থাকবে সঙ্কায় কাফের হয়ে যাবে, সঙ্কায় মুমেন থাকবে সকালে কাফের হয়ে যাবে, তিনি আরো বলেনঃ সকালে এক জন লোক তার ভায়ের রক্ত, সম্মান, সম্পদ হারাম মনে করবে কিন্তু সঙ্কায় আবার তা হালাল মনে করবে। সঙ্কায় তার ভায়ের রক্ত, সম্মান, সম্পদ হারাম মনে করবে আবার সকালে তা হালাল মনে করবে”। (তিরমিয়ী)⁸⁴

মাসআলা ৫৬ঃ মানুষ নিজের নিকট আত্মীয়দেরকে হত্যা করবেঃ

عن أبي موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة
لهرجا قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهرج؟ قال (القتل) فقال بعض المسلمين
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا فقال

⁸³ - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসুসায়া।

⁸⁴ - আবওয়াবুল ফিতান, বাব মায়ায়া ফি সতাকুন ফিতনা কা কিতয়েল্লাইলিল মুফলিম (২/১৭৮৯)

رسول الله صلی الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل
جاره وابن عمه و ذا قرابته (رواہ ابن ماجہ)

অর্থঃ “আবু মূসা (রায়িয়াল্লাহু আনহ)থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে হারাজ হবে, বর্ণনা কারী বলেনঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহু হারাজ কি? তিনি বললেনঃ নির্মম হত্যা। কিছু কিছু মুসলমান জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলুল্লাহু এখন আমরা এক বছরে এত এত কাফেরকে হত্যা করি, রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ মুশরেকদেরকে হত্যা করা নয়; বরং তোমরা একে অপরকে হত্যা করবে, এমনকি মানুষ তার প্রতিবেশি, তারা ভায়ের ছেলে এবং আজীবন্দেরকে হত্যা করবে।” (ইবনে মায়া)⁸⁵

فتن البطون والفروج পেট ও লজ্জাস্থানের ফিতনা

মাসআলা- ৫৭৪ কিয়ামতের পূর্বে অনেক মানুষ পেট ও লজ্জাস্থানের ফিতনায় নিপত্তি হবেঃ

عن أبي برزة الاسمي رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اخشى
عليكم شهوات الغى في بطونكم و فرجكم ومضلات الفتن (رواہ احمد)

অর্থঃ “আবু বারযা আসলামী (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ব্যাপারে তোমাদের পেটকে নষ্টকারী চাহিদা, তোমাদের লজ্জাস্থানকে নষ্টকারী কামনা ও তোমাদেরকে পথ ভষ্টকারী ফেতানা সম্পর্কে ভয় করছি।” (আহমদ)⁸⁶

নোটঃ পেটের ফেতনা অর্থাৎ হারাম পানা-হার, যেমন মদ, সুয়রের মাংস, অল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কোরবানী করা, হারাম উপার্জন যেমনঃ সুদ, লজ্জাস্থানের ফেতনাঃ যেমনঃ জিনা, সমকামিতা।

উল্লেখ্যঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হল যে, কোন পাপের কারণে সবচেয়ে বেশি লোক জাহান্নামে যাবে, তিনি বললেনঃ মুখ ও লজ্জাস্থানের কারণে। (তিরমিয়ী)

⁸⁵ - কিতাবুল ফিতান বা আসসিবাত ফিল ফিতানা। (২/৩১৯৮)

⁸⁶ - ময়মাউয়্যাওয়ায়েদ, (৭/৫৯৫, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং-১২৩৪৭।

فتنة بيع الدين بعرض الدنيا

পার্থিব লোভে দ্বীন বিক্রি করাঃ

মাসআলা-৫৮ঃ কিয়ামতের আগে রাতারাতি মানুষ স্থীয় দ্বীন পার্থিব লোভে বিক্রি করে দিবেঃ

عن انس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً ويسمى كافراً ويسمى مؤمناً ويصبح كافراً يبيع أقوام دينهم بعرض الدنيا (رواه الترمذى)

অর্থঃ “আনাস বিন মালেক (রায়িয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ কিয়ামতের পূর্বে ফিতনা রাতের আধারের ন্যায় আসতে থাকবে, তখন একজন লোক সকালে মুমেন থাকবে বিকালে কাফের হয়ে যাবে, বিকালে মুমেন থাকবে সকালে কাফের হয়ে যাবে। লোকেরা তাদের দ্বীনকে দুনিয়ার স্বার্থে বিক্রি করে দিবে”। (তিরমিয়ী)⁸⁷

فتنة كسب الحرام

হারাম উপার্জনের ফিতনা

মাসআলা-৫৯ঃ কিয়ামতের পূর্বে লোকেরা হালাল হারামের মধ্যে পার্থক্য করবে নাৎ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يأتي على الناس زمان لا يبالى المرء ما اخذ منه امن الحلال
ام من الحرام (رواه البخاري)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে যে, তখন তারা পরওয়া করবে না যে, সে তা হালাল ভাবে উপার্জন করেছে না হারাম ভাবে।” (বোখারী)⁸⁸

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس
زمان ما يبالى الرجل من اين اصاب من حلال او حرام(رواه النسائي)

⁸⁷ - আবওয়াবুল ফিতান, বাব মাযায়া ফি সাতাকুনু ফিতনা কাকেতিয়াল্লাইল আল মুফলেম। (২/১৭৮৮)

⁸⁸ - কিতাবুল বৃষ্ট, বাব মান লাম ইয়ুবাল মিন হাইসু ইকতাসাবাল মাল।

অর্থঃ “আবুহুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে যে, তখন তারা পরওয়া করবে না যে, সে তা কিভাবে উপার্জন করেছে, হালাল ভাবে না হারাম ভাবে”। (নাসায়ী)⁸⁹

فتنة الكاسبات والعارضيات

উলঙ্গ ও বেহায়পনার ফেতনা

মাসআলা-৬০ঃ নারীর অর্ধালুক হওয়া কিয়ামতের পূর্বের ফেতনাসমূহের মধ্যে একটি ফেতনাঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم يرهما، قوم معهم سياط كاذب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسبيات عاريات ميلات مائلات رؤسهن كاسئنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দু’প্রকার লোক জাহান্নামী হবে তাদেরকে আমি দেখি নাই, তাদের এক প্রকারের সাথে সবসময় গরুর লেজের ন্যায় একটি চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা তাদের অধিনস্তদেরকে মারতে থাকবে। আরো এক দল হবে নারীদের, তারা পোশাক পরিচ্ছদে হবে অর্ধালুঙ্গ গর্বের সাথে ন্ত্যের ভঙ্গিতে বাহু দুলিয়ে পথ চলবে, বুকতী উটের উচু কুঁজের ন্যায় খোপা বাঁধবে, এসব নারী কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, এমনকি তারা জান্নাতের সুগন্ধির পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে”। (মুসলিম)⁹⁰

⁸⁹ -কিতাবুল বুঝ, বাব ইজতিনাব আস্সুবহাত ফিল কাসব (৩/৮১৪৯)

⁹⁰ -কিতাবুল সিফাতুল মুনাফেকীন, বাব জাহান্নাম।

فتنة الكذابين والدجالين

মিথ্যুক ও দাজ্জালদের ফেতনাঃ

মাসআলা-৬১: কিয়ামতের আগে আগে ৩০ জন নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার আসবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَبْعَثَ دَجَالَنَّ كَذَابَنَّ قَرِيبًا مِّنْ ثَلَاثَيْنِ كَلَّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ ততক্ষণ কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না, প্রায় ৩০ জন দাজ্জাল আসবে আর তারা প্রত্যেকেই নবুয়তের মিথ্যা দাবী করবে”। (মুসলিম)^{৯১}

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَابَنَّ دَجَالًا كَلَّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ ততক্ষণ কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না, প্রায় ৩০ জন মিথ্যুক, দাজ্জাল আসবে আর তারা প্রত্যেকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর মিথ্যা আরোপ করবে”। (আবুদাউদ)^{৯২}

মাসআলা-৬২: কিয়ামতের আগে আগে মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য অসংখ্য মিথ্যুক ধৈঁকাবাজ ধর্মীয় নেতা রাজনৈতিক নেতার আগমন ঘটবেঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِي كُوْنَنْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمَسِيحُ الدَّجَالُ وَكَذَابُونَ ثَلَاثُونَ أَوْ أَكْثَرَ (رَوَاهُ احْمَدُ)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন ওমার (রায়িয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহ ও কসম! আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ অবশ্যই কিয়ামতের আগে মাসিল্দাজ্জাল ও ৩০জন বা তার অধিক মিথ্যুক আসবে”। (আহমদ)^{৯৩}

^{৯১} - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুসসায়া।

^{৯২} - কিতাবুল মালাহেম, বাব ইবনু সাইয়াদ (৩/৩৬৪৩)

^{৯৩} - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসলাদ ইমাম আহমদ, খঃ১, হাদীস নং-(১১১)

عن حابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدى الساعة كذابين فذروهم (رواه احمد)

অর্থঃ “জাবের বিন সামুরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের পূর্বে মিথ্যকদের আগমন ঘটবে অতএব তাদের থেকে সতর্ক থাক”। (আহমদ)⁹⁴

فتنة امارة المرأة

নারী নেতৃত্বের ফেতনাঃ

মাসআলা-৬৩ঃ মহিলাদের রাষ্ট্রনায়ক হওয়া কিয়ামতের ফিতনাসমূহের একটি ফেতনাঃ

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارساً ماكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة (رواه البخاري)

অর্থঃ “আবু বাকরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উষ্ট্রের যুদ্ধের সময় আল্লাহু আমাকে একটি বাণীর মাধ্যমে উপকৃত করেছেন, যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন, তখন যখন তিনি জানতে পারলেন যে, ইরানীরা কিসরার মেয়েকে তাদের বাদশাহ বানিয়ে নিয়েছে, তখন তিনি বলেছিলেনঃ এই জাতি কখনো মুক্তি পাবে না যারা নারীকে তাদের রাষ্ট্রনায়ক করে”। (বোথারী)⁹⁵

⁹⁴ - خالد بن ناصر الاسمي سكريتariat آشراط ساساً في مسلمانہ ایماد، ۱:۱، حدیث نمبر ۱۰۸)

⁹⁵ - کتابل فیتن، باب فیتن آلاماتی تأمیل کا مaudjil باہار।

فتنة الائمة المضلين

পথভ্রষ্ট নেতাদের ফেতনা

মাসআলা-৬৪: কিয়ামতের আগে এমন পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরা নেতৃত্ব দিবে যারা বড় বড় ফিতনা সৃষ্টি করবেঃ

عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أني لاخاف على امتى الا الائمه المضلين و اذا وضع السيف في امتى لا يرفع عنهم الى يوم القيمة (رواه احمد والبزار)

অর্থঃ “সান্দাদ বিন আউস (রায়িয়াল্লাহু আনহ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে শুধু পথভ্রষ্টকারী নেতৃত্বের ভয় করতেছি, যদি তাদের ওপর তরবারী চালনা হয় তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তা উঠিয়ে নেয় হবে না”। (আহমদ ও বায়্যার)⁹⁶

মাসআলা-৬৫: কিয়ামতের পূর্বে এমন বে-ঘীনরা রাষ্ট্রনায়ক হবে যারা মানব আকৃতিতে শয়তান হবেঃ

মাসআলা-৬৬: এধরণের রাষ্ট্রনায়করা মুসলমানদের ওপর জোরপূর্বক মানব রচিত আইন চাপিয়ে দিবেঃ

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! أنا كنا بشر فجانا الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر ، قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر خير قال نعم قلت : هل وراء ذلك الخير شر قال نعم قلت : كيف ؟ قال : تكون بعدى ائمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال لوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس قال : قلت : كيف اصنع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال ان ادركت ذلك ، قال تسمع وتطيع للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع (رواه مسلم)

অর্থঃ “ভ্যাইফা বিন ইয়ামেন (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি জিজেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমরা খারাপ অবস্থায় ছিলাম, অতপর আল্লাহ আমাদেরকে ভাল অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছেন, এখন আমরা সে অবস্থায় আছি। এ ভাল পরে কি আবার খারাপ আসবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আমি জিজেস করলাম এ খারাপের

⁹⁶ - মাজমাউয়্যাওয়ায়েদ (৭/৪৫২) কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং-১১৯৬৫।

পর কি আবার ভাল আসবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম এই ভালর পর কি আবার খারাপ আসবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম তা কিভাবে। তিনি বললেনঃ আমার পরে কিছু নেতা হবে যারা আমার নির্দেশিত পথ ও আমার সুন্নাত অবলম্বন করবে না। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকবে যাদের মানব শরীরে শয়তানের অন্তর থাকবে। তিনি বললেনঃ আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি এই যুগ পাই তাহলে আমি কি করব? তিনি বললেনঃ তুমি আমীরের অনুসরণ করবে ও তার কথা শুনবে যদিও তোমার পিঠে আঘাত করা হয়, তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়, তবুও তুমি তারই কথা শুনবে এবং তারই অনুসরণ করবে”। (মুসলিম)⁹⁷

নোটঃ অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমরা কি এই সমস্ত সরকারের বিরোধে লড়াই করব না? তিনি বললেনঃ যতক্ষণ তারা নামায পড়বে ততক্ষণ নয়”। (মুসলিম)

মাসআলা-৬৭ঃ কিয়ামতের আগে এমন কতিপয় রাষ্ট্র নায়ক হবে যারা সকাল সন্ধায় আল্লাহর অসম্ভষ্টিমূলক কাজ করবেঁ

عن أبي إمامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم سباط كأنها اذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه (رواه احمد والحاكم والطبراني)

অর্থঃ “আবু উমামা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ শেষ যামানয় এ উম্মতের মাঝে এমন কতিপয় লোক হবে, যাদের হাতে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তারা আল্লাহর অসম্ভষ্টিতে সকাল ও সন্ধা করবে।” (আহমদ, হাকে, তাবারানী) ⁹⁸

মাসআলা-৬৮ঃ মুসলমানদের ওপর এমন কিছু অজ্ঞ শাসক নিয়োজিত হবে যাদের কার্যক্রম মুশরেকদের চেয়ে নিকৃষ্ট হবেঁ

عن ابن عباس رضي الله عنهمما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم امراء هم شر من المجرمين (رواه الطبراني)

⁹⁷ -কিতাবুল ইমারাত, বাব ওজুব মুলায়ামত জামায়াতুল মুসলিমীন ইন্ডা যুহরিল ফিতান।

⁹⁸ - আলবানী লিখিত সিল সিলা আহাদীস সহীহা, খঃ৪, হাদীস নং-১৮৯৩।

অর্থঃ “ইবনে আবুস (রায়িয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের ওপর এমন শাসক নিয়োজিত হবে, যারা অগ্নি পূজকদের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে।” (তাবারানী)⁹⁹

মাসআলা-৬৯ঃ কিয়ামতের পূর্বে মুসলমানদের ওপর এমন মূনাফেক শাসক নিয়োজিত হবে যাদের অন্তর মৃতদেহের দুগর্কের চেয়েও নিকৃষ্ট হবেঃ

عَنْ كَعْبَ بْنِ عَجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاءٌ مِّنْ بَعْدِي يَعْظُّونَ بِالْحِكْمَةِ عَلَىٰ مَنَابِرٍ فَإِذَا نَزَلُوا اخْتَلَسْتُ مِنْهُمْ قُلُوبَهُمْ
أَنْتَنَّ مِنَ الْجَفَافِ (رواه الطبراني)

অর্থঃ “কা’ব বিন ওজরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেনঃ আমার পরে তোমাদের এমন কিছু নেতো হবে, যারা মধ্যে হিকমত পূর্ণ কথা বলবে, মধ্যে থেকে নামার পর তাদের মধ্যে সে কথার বাস্তবতা থাকবে না, তাদের অন্তর মৃতদেহের চেয়েও অধিক দুর্গন্ধময় হবে।” (তাবারানী)¹⁰⁰

মাসআলা-৭০ঃ কিয়ামতের আগে এমন কিছু বোকা লোক ক্ষমতাবান হবে যারা মানুষকে সুন্নাত বিরোধি কার্যকলাপের জন্য উৎসাহিত করবেঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الْهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِعَاذْكُ اللَّهُ يَا
كَعْبَ بْنَ عَجْرَةَ مِنْ امَارَةِ السَّفَهَاءِ قَالَ وَمَا امَارَةُ السَّفَهَاءِ؟ قَالَ أَمْرَاءٌ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَقْتَدُونَ
بِهِدَىٰ وَلَا يَسْتَتُونَ بِسَنْتِي، فَمَنْ صَدَقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَاعْنَاهُمْ عَلَىٰ ظَلْمِهِمْ فَأَوْلَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي
وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرْدُونَ عَلَىٰ حَوْضِي وَمَنْ لَمْ يَصْدِقْهُمْ عَلَىٰ كَذِبِهِمْ وَلَمْ يَعْنِهِمْ عَلَىٰ ظَلْمِهِمْ
فَأَوْلَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ (رواه الحاكم)

অর্থঃ “জাবের বিন আবদুল্লাহু (রায়িয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ হে কা’ব বিন ওজরা আল্লাহু তোমাকে বোকা লোকদের শাসন থেকে সংরক্ষণ করুক। সে বললঃ বোকা লোকদের শাসন কি? তিনি বললেনঃ আমার পর এমন কিছু শাসক হবে, যারা আমার পদাংক অনুসরণ করবে না এবং আমার সুন্নাতের

⁹⁹ - মায়মাউয্যাওয়ায়েদ, খঃ৪৫, হাদীস নং-১৯১৯৪।

¹⁰⁰ - মায়মাউয্যাওয়ায়েদ, খঃ৪৫, হাদীস নং-১৯১৯৪।

অনুসরণ করবে না, যারা তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে মনে করবে এবং তাদের অত্যাচারে তাদেরকে সহযোগিতা করবে, তারা আমার অন্তর্ভুক্ত নয়, আর আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। তারা আমার হাউজের নিকট আসতে পারবে না। আর যারা তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে মনে করবে না এবং তাদের অত্যাচারে তাদেরকে সহযোগিতা করবে না তারা আমার অন্তর্ভুক্ত এবং আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত”। (হাকেম)¹⁰¹

فتنة اتباع اليهود والنصارى

ইহুদী নাসারাদের অনুসরণের ফেতনা

মাসআলা-৭১ঃ কাফেরদের অনুসরণ করার ব্যাপারে মুসলমানরা কারো থেকে পিছনে থাকবে নাঃ

عن المستورد بن شداد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تترك هذه الامة شيئا من سنن الاولين حتى تأتيه (رواوه الطبراني)

অর্থঃ “মোস্তাওরেদ বিন সাদাদ (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ এ উম্মত পূর্ববর্তীদের (কাফেরদের) কোন অভ্যাসই পরিত্যাগ করবে না।” (তাবারানী)¹⁰²

মাসআলা-৭২ঃ কিয়ামতের আগে আগে মুসলমানরা সর্ব বিষয়ে কাফেরদের অনুসরণ করতে থাকবেঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي باخذ القرون قبلها شبرا بشبرا وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارس والروم فقال ومن الناس الا اولئك (رواوه البخاري)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মতরা, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে (কাফেরদেরকে) পদে পদে অনুসরণ না করবে। জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলুল্লাহু

¹⁰¹ - কিতাবুল আতইমা, বাব লাইয়াদখুল জান্না লাহমু বানাত মিন সুহত। (৫/৭২৪৫)

¹⁰² - মায়মাউয্যাওয়ায়েদ, (৭/৫১৭) কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং-১২১০৭।

(সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) রূম ও পারশ্যবাসীদের ন্যায়? তিনি বললেনঃ তারা ব্যতীত আর কে আছে?” (বোখারী)¹⁰³

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبعدن سنة من كان قبلكم باعا باع وذرعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا في حجر ضب لدخلتم فيه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى؟ قال فمن ذا (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে (কাফেরদেরকে) পদে পদে অনুসরণ করবে, এমনকি তারা যদি সাপের গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও সেখানে প্রবেশ করবে। জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) তারা কি ইহুদী নাসারারা? তিনি বললেনঃ তারা ব্যতীত আর কে আছে?” (ইবনে মায়া)¹⁰⁴

মাসআলা-৭৩ঃ মুসলমান ইহুদী নাসারাদের কৃষ্টি কালচার, উন্নতি অঙ্গগতিতে এতটা উৎসাহিত হবে যে তারা যদি তাদের মায়ের সাথে ব্যভীচার করে তাহলে মুসলমানও মায়ের সাথে ব্যভীচার করে গৌরব বোধ করবেঃ

عن ابن عباس رضي الله عنهمما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركتن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذرعا بذراع وباعا باع حتى لو ان احدهم دخل حجر ضب لدخلتم و حتى لو ان احدهم جامع امه لفعلمتم (رواه البزار)

অর্থঃ “ইবনে আকবাস (রায়িয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে (কাফেরদেরকে) পদে পদে অনুসরণ করবে, এমনকি তারা যদি সাপের গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও সেখানে প্রবেশ করবে, এমনকি তাদের কেউ যদি তার মায়ের সাথে ব্যভীচার করে, তাহলে তোমরাও তা করবে।” (বায় যার)¹⁰⁵

¹⁰³ - কিতাবুল ইতে'সাম বিল কিতাবি ওয়াস্সুনা, বাব কাউলিন্নাবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লাতাতবাউন্না সুনানা মান কানা কাবলাকুম।

¹⁰⁴ - কিতাবুল ফিতান-বাবা ইফতেরাকুল উমাম- (২/৩২২৮)

¹⁰⁵ -- মায়মাউয্যাওয়ায়েদ, ৬৪৭ কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং-১২১০৫।

فضل اجتناب الفتنة ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার ফয়লত

মাসআলা-৭৪: ফিতনার সময় ঈমানের ওপর অতিষ্ঠিত ব্যক্তি সুভাগ্যবান হবে।

عَنْ الْمُقْدَادِ بْنِ أَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِيمَانَ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ السَّعِيدَ مِنْ جَنْبِ
الْفَتْنَةِ إِنَّ السَّعِيدَ مِنْ جَنْبِ الْفَتْنَةِ وَمِنْ أَبْتَلِي فَصِيرَفَوْاهَا (رواه أبو داود)

অর্থঃ “মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহর
কসম! আমি রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ
সুভাগ্যবান তারাই যারা ফেতনা থেকে বেঁচে থাকে, সুভাগ্যবান তারাই যারা ফেতনা থেকে বেঁচে
থাকে, সুভাগ্যবান তারাই যারা ফেতনা থেকে বেঁচে থাকে। সুভাগ্যবান সে যে পরীক্ষার সমুক্ষীণ
হল এবং ধৈর্য ধারণ করল।” (আবুদাউদ)¹⁰⁶

অনুচ্ছেদঃ৭৫: ফিতনার সময় ইবাদতে ব্যস্ত থাকা রাসূলের পথে হিয়রত করার সমতুল্যঃ
عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِبَادَةُ فِي الْبَرِّ
কহجراة إلى (رواه الترمذى)

অর্থঃ “মা’কাল বিন ইয়াসার (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেনঃ ফিতনার সময় ইবাদত করা, আমার
পথে হিয়রত করার সম তুল্য।” (তিরমিয়ী)¹⁰⁷

মাসআলা-৭৬: ফিতনার সময় ঈমানের ওপর অটল ব্যক্তির নেক আমলের সওয়াব পঞ্চাশ
জন ঈমানদার ব্যক্তির সমান হবে।

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১০ নং মাসআলা দ্রঃ।

¹⁰⁶ -কিতাবুল ফিতান বাব নাহি আনিসুসারী ফিল ফিতান।

¹⁰⁷ - আবওয়াবুল ফিতান, বাব ফিল হারাজ (২/১৯২)

مَاذَا يَفْعُلُ فِي الْفَتْنَةِ

ফিতনার সময় কি করনীয়ঃ

মাসআলা-৭৭ঁ নামায রোধা দান খয়রাতসহ অন্যান্য নেক আমলকারী ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবেঃ

মাসআলা-৭৮ঁ সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধও ফেতনা থেকে নিরাপদে রাখেঃ

عَنْ حَذِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوْلَدِهِ وَجَارِهِ يَكْفُرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالصَّلَاةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُ الْمُنْكَرِ (رواه مسلم)

অর্থঃ “হ্যাইফা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ নামায, রোধা, দান, সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ মানুষকে পরিবার, সম্পদ, ব্যক্তিত্ব, সন্তান, প্রতিবেশির ফেতনা থেকে নিরাপদ রাখে ।” (মুসলিম)¹⁰⁸

মাসআলা-৭৯ঁ জিহাদকারীদেরকে আল্লাহু ফিতনা থেকে নিরাপদে রাখবেনঃ

নেটও এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১১৯ নং মাসআলা দ্রঃ ।

মাসআলা-৮০ঁ ফিতনার সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দৈর্ঘ্য ও দীনের উপর অটল থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেনঃ

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فَتْنَةً الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِيِّ وَالْمَاشِيُّ خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِيِّ قَالَ أَفَرَأَيْتَ أَنْ دَخْلَ عَلَى بَيْتِيْ وَبَسْطَ يَدِهِ إِلَى لِيَقْتَلَنِيْ؟ قَالَ كَنْ كَابِنْ آدَمَ (رواه الترمذی)

অর্থঃ “ওসমান বিন আফ্ফান(রায়িয়াল্লাহু আনহু) সাক্ষী দিয়ে বলেনঃ অতিশিক্ষিত বসে থাকা ব্যক্তি দণ্ডয়মান ব্যক্তির চেয়ে কম ফেতনায় পতিত হবে, দণ্ডয়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে কম ফেতনায় পতিত হবে, চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তির চেয়ে কম ফেতনায় পতিত হবে । বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি জিজেস করলাম যে যদি কোন ব্যক্তি আমার ঘরে পৰেশ করে,

¹⁰⁸ - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস্সায়া, বাব ফিল ফিতান আল্লাতি তামুজু কা মাউজিল বাহর ।

আমাকে হত্যা করতে চায় তাহলে আমি কি করব? তিনি বললেনঃ আদমের ছেলের আচরণ কর”। (তিরিয়ী)¹⁰⁹

নেটঃ আদম (আঃ) এর ছেলে হাবীল যাকে তার ভাই কাবীল হত্যা করে ছিল, অথচ সে তার প্রতি উত্তর করে নাই।

মাসআলা-৮১ঃ ফিতনার সময় ঘরে আবক্ষ থাকার নির্দেশঃ

عن أبي موسى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الفتنة كسرروا فيها قسيكم وقطعوا فيها او تاركم والزموا فيها اجواب بيوتكم وكونوا كابن آدم (رواه الترمذى)

অর্থঃ “আবু মূসা (রায়িয়াল্লাহু আনহু)নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ ফিতনার সময় স্থীয় কামান ভেঙ্গে ফেল এবং তার তারসমূহ কেটে ফেল। আর তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান কর এবং তোমরা আদমের ছেলের ন্যায় কর”। (তিরিয়ী)¹¹⁰

মাসআলা-৮২ঃ ফিতনার সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাষাবাদ ও বাসস্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেনঃ

عن أبي بكرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشى والماشى خير من الساعى اليها الا اذا نزلت او وقعت فمن كان له ابل فليلحق بابلة ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له ارض فليلحق بارضه قال فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت من لم تكن له ابل ولا غنم ولا ارض؟ قال يعمد الى سيفه فبدق على حده بحجر ثم لينج ان استطاع النجاء اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان اكرهت حتى ينطلق بي الى احد الصفين او احد الفئتين فضربي رجل بسيفه او يجيئ سهم فقيتلني؟ قال ي يؤي بائمه واثمك ويكون من اصحاب النار (رواه مسلم)

¹⁰⁹- আবওয়াবুল ফিতান, বাব মায়ায়া আন্নাহ্ তাকুনু ফিতনাতুল কায়েদ ফিহা খাইরুল মিনাল কায়েম(২/১৭৯৫)

¹¹⁰- আবওয়াবুল ফিতান, বাব মায়ায়া ফি ইত্তিখাফিস্ সাইফ মিন খাসাব(২/১৭৯৫)

অর্থঃ “আবু বাকরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ অতিশ্চিহ্নই ফিতনা হবে যখন বসে থাকা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। আর চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামীর চেয়ে উত্তম হবে। ছশিয়ার হও! যখন তা আসবে বা পতিত হবে তখন যার উট আছে সে যেন তার উটের সাথে চলে যায়, যার বকরী আছে সে যেন তার বকরীর সাথে চলে যায়। যার জমি আছে সে যেন তার জমিনে চলে যায়। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রাসূল! কারো যদি উট, বকরী, জমি না থাকে, তাহলে তার ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তিনি বললেনঃসে স্বীয় তরবারী নিয়ে পাথর দিয়ে তা শানিত করে, সাধ্য অনুযায়ী ফিতনা থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। হে আল্লাহু আমি কি আমর দায়িত্ব পালন করেছি? হে আল্লাহু আমি কি আমর দায়িত্ব পালন করেছি? হে আল্লাহু আমি কি আমর দায়িত্ব পালন করেছি? তখন এক ব্যক্তি বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি আমকে জোরপূর্বক কোন একটি দলের বা কাতারের দিকে টেনে নেয়া হয় এবং কোন ব্যক্তি তার তরবারী দিয়ে আমকে হত্যা করে, বা কোন তীরের আঘাতে আমি নিহত হই, তাহলে এব্যাপার আপনি কি বলেন? তিনি বললেনঃহত্যাকারী তোমার এবং তার পাপ নিয়ে জাহানামী হবে”। (মুসলিম)^{১১১}

মাসআলা-৮৩ঃ ফিতনার সময় স্বীয় দীন ও ঈমান বাঁচানোর জন্য রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ধন-সম্পদ নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে জীবন-যাপনের নির্দেশ দিয়েছেনঃ

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر يفر بديته من الفتـن (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ “আবু সাঈদ খুদরী (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ খুব শীঘ্ৰই এমন এক সময় আসবে, যখন বকরী মুসলমানদের উত্তম সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। আর (মালিক) তা নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় বা বৃষ্টির স্থানে চলে যাবে, যাতে করে সে তার দীন ও ঈমানকে ফেতনা থেকে সংরক্ষণ করতে পারে।” (ইবনে মায়া)^{১১২}

^{১১১} -কিতাবুল ফিতন ওয়া আশরাতুস্সামায়।

^{১১২} -কিতাবুল ফিতন, বাব আয়ালা (২/৩২১৫)

عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتن على أبوابها دعاء الى النار فان تموت عاض على جذل شجرة خير لكم من ان تتبع احدا منهم
(رواه ابن ماجة)

অর্থঃ “হ্যাইফা ইবনে ইয়ামান (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ এমন কিছু ফিতনা হবে, যার দরজায় জাহান্নামের পথে আহ্বানকারীরা দণ্ডয়মান থাকবে। সে সময় তাদেও ডাকে সাড়া দেয়ার চেয়ে তোমার জন্য উত্তম হবে যে, তুমি বৃক্ষেও ছাল খেয়ে মৃত্যুবরণ করবে”। (ইবনে মায়া)¹¹³

মাসআলা-৮৪ঃ ফিতনার সময় যেখানেই আশ্রয় মিলবে সেখানে আশ্রয় নেয়ার জন্য চেষ্টা করার নির্দেশঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীস ৮ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৮৫ঃ কোন পাপ বা ফিতনাকে অন্তর দিয়ে খারাপ জানলেও ক্ষমার আশা করা যায়ঃ

عن العرس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدتها كرها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهد لها
(رواه أبو داود)

অর্থঃ “আরস (রায়িয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যখন পৃথিবীতে কোন পাপের কাজ হয় তখন, যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকে এবং ঐ পাপকে ঘৃণা করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে, এপাপ দেখে নাই, আর যে ব্যক্তি ওখানে উপস্থিত ছিল না; কিন্তু ঐ পাপকে সে পছন্দ করে, তাহলে সে যেন সেখানে উপস্থিত ব্যক্তি ন্যায়।” (আবুদাউদ)¹¹⁴

¹¹³ - কিতাবুল ফিতান , বাব আযালা (২/৩২১৬)

¹¹⁴ - কিতাবুল মালাহেম,বাব আল আমর ওয়ান্নাহি (৩/৩৬৫১)

الاستعاذه من الفتنه

ফিতনা থেকে আশ্রয় কামনা করার দোয়াঃ

মাসআলা-৮৬৪ জীবন ও মরনের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত দোয়া করা উচিতঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه : يدعون في الصلاة يقول
اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر واعوذبك من فتنة المسيح الدجال واعوذبك من فتنة المحبوا
الممات الهم انى اعوذبك من المأثم والمغرم (متفق عليه)

অর্থঃ “আয়শা (রায়িয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযের মধ্যে বলতেন “হে আল্লাহু আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই,
কবরের আযাব থেকে, আশ্রয় চাছি দাজ্জালের ফিতনা থেকে, আশ্রয় চাছি জীবন ও মৃত্যুর
ফিৎনা থেকে। হে আল্লাহু আমি আশ্রয় চাছি পাপাচার ও ঝণভার থেকে”। (মুত্তাফাকুন
আলাইহ)¹¹⁵

মাসআলা-৮৭৪ দুনিয়ার ফিতনা থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোয়াঃ

عن سعد عن أبيه قال كان يعلمها خمساً كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يدعو بهن ويقول لهن اللهم انى اعوذبك من البخل واعوذبك من الجبن واعوذبك ان ارد الى ارذل
العمر واعوذبك من فتنة الدنيا واعوذبك من عذاب القبر (رواه النسائي)

অর্থঃ “সাদ (রায়িয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ আমাদের
পিতা আমাদেরকে পাঁচটি কথা শিক্ষা দিতেন, আর বলতেনঃ রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম) এ কথগুলো দিয়ে দোয়া করতেনঃ হে আল্লাহু! আমি আশ্রয় চাছি, কার্পণ্যতা থেকে
এবং আশ্রয় চাছি কাপুরুষতা থেকে। আশ্রয় চাছি বার্ধক্যের চরম দুঃখ-কষ্ট থেকে। দুনিয়ার
ফিতনা ফাসাদ ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাছি”। (নাসায়ী)¹¹⁶

মাসআলা-৮৮৪ অভাব ও সম্পদের ফিতনা থেকে বাঁচার দোয়াঃ

মাসআলা-৮৯৪ কবর ও জাহান্নামের ফিতনা থেকে বাঁচার দোয়াঃ

¹¹⁵-আল্লুল্লাহু ওয়াল্ল মারজান,খঃ১ম,হাদীস নং-৩৪৫।

¹¹⁶-কিতাবুল ইস্তে আযা,,বাব ইস্তেআযা মিনাল জুবন (৩/৫০৩২)

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يدعوا بهؤلاء الكلمات اللهم انى اعوذبك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة الفقر وشر فتنة الغنى (رواه النسائي)

অর্থঃ “আয়েশা (রায়িয়াল্লাহ আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকাংশ সময় একথাণ্ডলো দিয়ে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্ আমি জাহান্নামের ফিতনা ও জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় চাচ্ছি এবং কবরের ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, দাজ্জালের ফিতনা ও সম্পদের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি”। (নাসায়ী)¹¹⁷

মাসআলা-৮৯৪ ঈমান থেকে বন্ধিত হওয়ার ফিতনা থেকে বাঁচার দোয়াঃ

নোটঃ দোয়াটি ৩৬ নং মাসআলা দ্রঃ।

¹¹⁷ - কিতাবুল ইন্তেআয়া, বাব আল ইন্তেআয়া মিন ফিতনাতিল কাবর(৩/৫০৪৯)

দ্বিতীয় ভাগ

بعثت النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته

নবী (ﷺ)-এর আগমণ ও তাঁর মৃত্যুঃ

মাসআলা-১০ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমণ কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামতঃ

عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال بعثت انا و الساعة هكذا
ويشير باصبعيه فيمد بها (رواه البخاري)

অর্থঃ “সাহাল (রায়িয়াল্লাহু আনহ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ আমি এবং কিয়ামত এভাবে প্রেরিত হয়েছি, এবলে তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যাঙ্গুলী উঁচু করে একত্রিত করে দেখালেন”। (বোখারী)¹¹⁸

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم بعثت انا و
الساعة كهاتين(رواه مسلم)

অর্থঃ “আনাস বিন মালেক (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আমি ও কিয়ামত এ দু'টি আঙুলের মত কাছা কাছি হয়ে প্রেরিত হয়েছি।” (মুসলিম)¹¹⁹

মাসআলা-১১ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুও কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি নির্দর্শনঃ

عن عوف بن مالك الأشجعى رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك وهو في خباء من ادم فجلست بفناء الخباء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ادخل يا عوف فقلت بكلى يا رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال بكلك ثم قال يا عوف احفظ خلا لا ستا بين يدي الساعة احدهن موته (رواه ابن ماجة)

¹¹⁸ - কিতাবুর রিকাক বাব কাওলিন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বুয়িষ্ট আনা ওয়াস্সায়া কাহাতাইন।

¹¹⁹ - কিতাবুল ফিতান বাব কুরবুস সায়া।

অর্থঃ “আওফ বিন মালেক আশজায়ী (রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট আসলাম, তখন তিনি তাবুকের যুদ্ধে চামড়ার তাবুতে অবস্থান করছিলেন, আমি তাবুর বাহিরে খালী জায়গায় বসলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আওফ ভিতরে যাও, আমি জিজ্ঞেস করলাম সবকিছু নিয়ে ভিতরে আসব? তিনি বললেনঃ হাঁ সব কিছু নিয়ে আস। এর পর তিনি বললেনঃ কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি নির্দেশনের কথা স্মরণ রাখবে, তার মধ্যে আমার মৃত্যুও একটি নির্দেশন”। (ইবনে মায়া)¹²⁰

شق القمر চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়াঃ

মাসআলা-৯২ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া কিয়ামতের আলামতঃ

﴿اقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ﴾ (সূরা কামারঃ ১)

অর্থঃ “কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।” (সূরা কামারঃ ১)

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اهل مكة سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يربهم اية فاراهم انشقاق القمر (رواه البخاري)

অর্থঃ “আনাস বিন মালেক (রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করল, তিনি যেন তাদেরকে কোন নির্দেশন দেখান। তখন তিনি তাদেরকে চন্দ্র বিদীর্ণ করে দেখালেন”।

¹²⁰ -কিতাবুল ফিতান বাব আশরাতিস সায়া (২/৩৩২৬৭)

اموات العلماء

আলেমগণের মৃত্যুঃ

মাসআলা-১৩ঃ কিয়ামতের আগে আগে প্রচুর পরিমাণে আলেমগণ মৃত্যুবরণ করবে অজ্ঞ লোকেরা মুফতী সেজে লোকদেরকে পথ ভ্রষ্ট করবেঃ

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزعاً يتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم أخذ الناس رؤساً جهالاً فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا (روايه البخاري)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ তা’লা দ্বীনের ইলম বান্দাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিবেন না, তবে আলেমগণের মৃত্যুর মাধ্যমে দ্বীনের ইলম উঠিয়ে নিবেন, এমনকি যখন একজন আলেমও অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকেরা অজ্ঞ লোকদেরকে নিজেদের পথ প্রদর্শক রূপে গ্রহণ করবে। তাদেরকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হবে, আরা তারা অজ্ঞতা নিয়ে ফতোয়া দিয়ে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং লোকদেরকেও পথ ভ্রষ্ট করবে”। (বোখারী)¹²¹

¹²¹ - কিতাবুল ইলম বাব কাইফা ইয়াকবিজুল ইলম।

موت الفجأة

হট্টাং মৃত্যু

মাসআলা-১৪৪ কিয়ামতের পূর্বে হট্টাং মৃত্যুর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে:

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقرب الساعة ان يرى الهلال قبل فجر الليلتين وان تتخذ المساجد طرقا وان يظهر موت الفجأة (رواه الطبراني)

অর্থঃ “আনাস (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে এক তারিখের চাঁদ দেখে বড় মনে হবে, লোকেরা বলবে এটা দু'দিনের চাঁদ, মসজিদসমূহকে রাস্তায় পরিণত করা হবে। (লোকেরা মসজিদে যাবে; কিন্তু নামায পড়বে না)। আর হট্টাং মৃত্যুর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে”। (ত্বাবারানী)¹²²

نشر العلم

ধীনি ইলমের প্রচার

মাসআলা-১৫৫ কিয়ামতের আগে আগে ধীনি ইলম এত প্রচারিত হবে যে পৃথিবীর আনাচে কানাচে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যাবে:

عن ثعيم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وير الا ادخله الله هذا الدين يعز عزيز او يذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل الله به الكفر (رواه احمد والطبراني)

অর্থঃ “তামীম আদ্দারী (রায়িয়াল্লাহু আনহ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ এ ধীন ঐ পর্যন্ত পৌঁছবে যেখানে রাত ও দিনের আলো পৌঁছে, আল্লাহ কোন মাটির ঘর বা তাবু এ ধীনের দাওয়াত পৌঁছাতে বাকী রাখবেন না। এ ধীন সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান আরো বৃদ্ধি করবে, আর লাঞ্ছিত ব্যক্তিদের লাঞ্ছনা আরো বৃদ্ধি করবে। আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে মুসলমানদের ইজত বৃদ্ধি করেন, আর কুফরীর মাধ্যমে কাফেরদের লাঞ্ছনা বৃদ্ধি করেন”। (ত্বাবারানী)¹²³

¹²² - সহীহ আলজামে আস্সাগীর ওয়া যিয়াদাতিহি লি আল বানী খঃ৫, হাদীস নং-৫৭৭৫।

¹²³ - মাজমাউয্যাওয়ায়েদ, খঃ৬, হাদীস নং-১৮০৭।

ذهب البركة

বরকত উচ্চে যাওয়াঃ

মাসআলা-১৬: কিয়ামতের আগে বৃষ্টি অধিক পরিমাণে হবে কিন্তু ঘাস উৎপাদন হবে নাঃ
عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يطر
الناس مطراً عاماً ولا تنبت الأرض شيئاً (رواه أحمد والبزار وأبو يعلى)

অর্থঃ “আনাস (রায়িয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না ব্যাপক বৃষ্টিপাত
শুরু হবে, আর জমিনে কোন কিছু উৎপন্ন হবে না”। (আহমদ, বায় যার, আবু ইয়ালা)¹²⁴

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة بان لا
تعطروا ولكن السنة ان تعطروا وتعطروا ولا تنبت شيئاً (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ বৃষ্টি না হওয়া দুর্ভিক্ষ নয়, দুর্ভিক্ষ হল অধিক পরিমাণে বৃষ্টি
হওয়া কিন্তু কোন কিছু উৎপন্ন না হওয়া।” (মুসলিম)¹²⁵

تقارب الزمان

সময় দ্রুত অতিবাহিত হওয়া

মাসআলা-১৭: কিয়ামত যত নিকটবর্তী হবে সময় তত দ্রুত অতিক্রম করবে বছর মাসের
সমান মাস সঞ্চাহের সমান সঞ্চাহ এক দিনের ন্যায় এক দিন এক ঘণ্টার ন্যায় মানে হবেঃ
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص
العمل ويلقى الشح وتظهر الفتنة ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيم هو؟
قال القتل القتل (رواه البخاري)

¹²⁴ - মাজমাউয় যাওয়ায়েদ, কিতাবুল ফিতান, বাব ফি ইমারতিসুসায়া। (৭/৬৩৮)

¹²⁵ - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস সায়া।

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে আগে সময় অতি দ্রুত অতিক্রম করবে, (মানুষ) আমল কম করবে, কৃপণতা বৃদ্ধি পাবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে, হারাজ বৃদ্ধি পাবে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলুল্লাহু! হারাজ কি? তিনি বললেনঃ হতাহত।” (বোখারী)¹²⁶

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقارب الزمان فتكن السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة الخوصة (رواه ابن حبان)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ সময় দ্রুত অতিক্রম না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, বছর মাসের ন্যায় মনে হবে, মাস (জুমা)সপ্তাহের ন্যায় মনে হবে, সপ্তাহ এক দিনের ন্যায় মনে হবে, এক দিন এক ঘন্টার ন্যায় মনে হবে। এক ঘন্টা খেজুরের ডালের শুকন পাতা জুলার ন্যায় অতিক্রম করবে”। (ইবনে হিবান)¹²⁷

انهار و مروج في ارض العرب

আরব ভূমি ঝর্ণা ও সবুজ ঘাসে পরিপূর্ণ হওয়া

মাসআলা-১৮ঃ আরব ভূমি ঝর্ণা ও সবুজ ঘাসে পরিপূর্ণ হবেঃ

عن أبي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثُر الماء ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد احدا يقبلها منه و حتى تعود ارض العرب مروجا وانهار (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না সম্পদের আধিক্য হবে এবং কোন ব্যক্তি তার যাকাত নিয়ে বের হবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কোন লোক পাবে না এবং আরব ভূমি ঝর্ণা ও সবুজ ঘাসে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।” (মুসলিম)¹²⁸

¹²⁶ - কিতাবুল ফিতান বাব যুহুরিল ফিতান।

¹²⁷ - খালেদ বিন নাসের আল-গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১, হাদীস নং- (৬৭)

¹²⁸ - কিতাবুয় যাকাত, বাব তারগিব ফি সাদাকা কাবলা আন লা ইয়ুয়াদ মান ইয়াকবালুহ।

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وانهارا حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق و حتى يكثر البرج قالوا وما البرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل (رواوه احمد)

অর্থঃ “আবু হৱাইরা (রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না আরব ভূমি সবুজ ঘাস ও ঝর্ণায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এমনকি কোন আরহী ইরাক থেকে নির্ভিগ্নে মুক্তায় পৌঁছে যাবে, অথচ তার কোন ভয় থাকবে না, তবে শুধু রাস্তা হারানোর ভয় থাকবে। আর হারাজ বৃক্ষ পাবে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল হারাজ কি ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেনঃ হতা হত”। (আহমদ)¹²⁹

كلام الحيوان والجماد

চতুর্ষ্পদ জন্ম ও জড়পদার্থের কথা বার্তাঃ

মাসআলা- ১৯ঃ কিয়ামতের পূর্ব মুহর্তে মাটি থেকে এক প্রাণী বের হয়ে মানুষের সাথে কথা বলবেঃ

নেটঃ এসংক্রান্ত আয়াতটি ২২০ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১০০ঃ ঈসা (আঃ) আগমন করে ইহুদীদের বিকলে জিহাদ করার সময় পাথর ও বৃক্ষ কথা বলবে যে হে আল্লাহর বান্দা আমার পিছনে ইহুদী লুকিয়ে আছে তাকে হত্যা করঃ

নেটঃ এসংক্রান্ত হাদীস ১৭০ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১০১ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যামানায় একটি গুরুতার ওপর ভারী ভোঝা বহন করায় অভিযোগ করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার কথা বিশ্বাস করলেনঃ

عن أبي هريرة رضى الله عنه يقروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها فالتفت اليه البقرة فقالت: انى لم اخلق لهذا ولكنى اخا خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله تعجبوا وفزعوا بقرة تكلم فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اؤمن به وابو بكر وعمر (رواوه مسلم)

¹²⁹ - মায়মাওয় যাওয়ায়েদ,খঃ৭, হাদীস নং-১২৪৯৮।

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ এক ব্যক্তি তার গরুর ওপর ভোঝা নিয়ে চলতে ছিল, গরুটি তার দিকে তাকিয়ে বললঃআমি এজন্য সৃষ্টি হইনি; বরং আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে চাষাবাদের জন্য। লোকেরা আশ্চার্য ও ভীত হয়ে বললঃ সুবহানাল্লাহ গরু কথা বলছে! তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আমি একথাটি সত্য বলে বিশ্বাস করি (এতে আমি আশ্চার্য হইনা) এবং আবু বকর ও ওমার ও তা বিশ্বাস করে”। (মুসলিম)^{১৩০}

মাসআলা-১০২৪ কিয়ামতের আগে আগে চতুর্পদ জন্তু ও জড়পদার্থও কথা বলবেঃ

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس و حتى يكلم الرجل عذبة سوطه و شراك نعله و تخبره فخذه بما احدث اهله بعده (رواه الترمذى)

অর্থঃ “আবু সাঈদ খুদরী (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ এই সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না চতুর্পদ জন্তু মানুষের সাথে কথা বলবে, মানুষের হাতের লাঠি তার সাথে কথা না বলবে, মানুষের জুতার ফিতা তার সাথে কথা না বলবে”। (তিরমিয়ী)^{১৩১}

¹³⁰ -কিতাবুল ফাযায়েল,বাব ফাযায়েল আবুবকর সিন্ধীক।

¹³¹ - আবওয়াবুল ফিতান,বাব মাযায়া ফি কালামিসইসবা (২/১৭৭২)

كثرة النساء وقلة الرجال

নারীর আধিক্য পুরুষের সম্মতাঃ

মাসআলা-১০৩৪ কিয়ামতের আগে আগে নারীর এত আধিক্য হবে যে চল্লিশ বা পঞ্চাশ জন নারী একজন পুরুষের অধিনে থাকবেঃ

عن أبي موسى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدفة من الذهب ثم لا يجد أحداً يأخذ منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذنها من قلة الرجل وكثرة النساء (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু মূসা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে যে মানুষ স্বর্ণ দান করার জন্য বের হবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কোন লোক পাবে না। আর এক একজন পুরুষের অধিনে চল্লিশ জন করে নারী থাকবে, আর তা হবে পুরুষের সম্মতা ও নারীর আধিক্যের কারণে।” (মুসলিম)¹³²

عن انس رضى الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون خمسين امراة القيم الواحد (رواوه البخاري)

অর্থঃ “আনাস (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের আলামতের মধ্যে একটি দ্বিনি ইলম উঠে যাওয়া, অঙ্গতা বৃদ্ধি পাওয়া, ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করা, মদ পান ব্যাপক হওয়া, পুরুষের সংখ্যা কমা ও নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, এমন কি একজন পুরুষের অধিনে পঞ্চাশ জন নারী থাকবে”। (বোখারী)¹³³

নোটঃ নারীর এ আধিক্য যুদ্ধের কারণে হবে, সেখানে পুরুষেরা মারা যাবে আর নারীরা বেঁচে থাকবে। (এব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন)।

¹³² - কিতাবুয়্যাকা, বাব তারগিব ফি সাদাকা কাবলা আন লা ইউযাদ মান ইয়াকবালহা।

¹³³ - কিতাবুন নিকাহ, বাব ইউকুলুর রিজাল ওয়াইযুকসির নিসা।

خسف ومسخ وقذف

ভূমি ধস ও আকৃতির পরিবর্তন এবং বর্ণণঃ

মাসআলা-১০৪ঃ কিয়ামতের পূর্বে ভূমি ধস সৃষ্টির পরিবর্তন এবং আকাশ থেকে পাথর বর্ণন হবেঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انهلك وفيما الصالحون؟ قال نعم اذا ظهرت الخبث (رواه الترمذى)

অর্থঃ “আয়শা (রায়িয়াল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ এ উম্মতের শেষ যামানায় ভূমি ধস, আকৃতির পরিবর্তন এবং পাথর বর্ণন হবে। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহু! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে সৎ লোকেরা থাকা অবস্থায় ও কি আমরা ধৰংস হয়ে যাব? তিনি বললেনঃ হাঁ যখন অশীলতা বৃদ্ধি পাবে।” (তিরমিয়ী)¹³⁴

মাসআলা-১০৫ঃ কোন কোন আবাস ভূমি এমনভাবে ধসিয়ে দেয়া হবে যে সেখানে একজন লোকও জিবীত থাকবে নাঃ

عن عبد الرحمن بن صحار العبدى رضى الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل فيقال من بقى من بنى فلان (رواه
احمد)

অর্থঃ “আবদুর রহমান বিন সাহারী আল আবদী (রায়িয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না কোন কোন বংশকে এমনভাবে ধসিয়ে দেয়া হবে যে, লোকেরা জিজেস করবে অমুক বংশের কোন লোক বেঁচে আছে কি?” (আহমদ)¹³⁵

¹³⁴ - আবওয়াবুল ফিতান ,বাব ফি ফিল খাসফ (২/১৭৭৬)

¹³⁵ - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ ১, হাদীস নং- (১৯০)

মাসআলা-১০৬: শেষ যামানায় উম্যতে মুহাম্মদীর কিছু লোক হারাম বিষয়গুলোকে হালাল করার কারণে তাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করা হবেঃ

عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ يِدِهِ لَبِيَّنَ نَاسٌ مِنْ أَمْتَى عَلَى اشْرِ وَبَطْرِ وَلَعْبٍ وَلَهُوَ فَيَصْبِحُوا قَرْدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْحَارِمَ وَالْقَبِنَاتَ وَشَرْبِهِمُ الْخَمْرَ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَلِبِسِهِمُ الْخَرِيرِ (رواه احمد)

অর্থঃ “ইবনে আববাস (রায়িয়াল্লাহু আনহুমা) রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ ঐ সত্ত্বার কসম! যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! আমার উম্যতের কিছু লোক ফখর, অহংকার, খেলা-ধূলায় রাত অতিক্রম করবে; কিন্তু সকালে তারা শুকর ও বানরে পরিণত হয়ে যাবে। হারামকে হালাল করার কারণে, গান-বাদ্য ব্যাপকতা লাভ, মদ পান, সুদ খাওয়া, রেশমী কাপড় পরার কারণে।” (আহমদ)^{১৩৬}

মাসআলা-১০৭: গান বাজনা ও মদ পানের কারণে এ উম্যতের মাধ্যে ধস ও পাথর বর্ষণ হবেঃ

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُونُ فِي أَخْرَى الْزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ قَبْلٌ وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْمَاعِزَاتُ وَالْقَبِنَاتُ وَاسْتَحْلَلَتِ الْخَمْرُ (رواه الطبراني)

অর্থঃ “সাহাল বিন সাদ (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ শেষ যামানায় ভূমি ধস, আকৃতির পরিবর্তন ও আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ হবে। জিজেস করা হল ইয়া রাসূলুল্লাহু তা কখন হবে? তিনি বলেনঃ যখন গান-বাজনা বৃক্ষি পাবে ও মদ পানকে হালাল মনে করা হবে।” (তৃতীয়ারানী)^{১৩৭}

মাসআলা-১০৮: কিয়ামতের পূর্বে বাসরার লোকেরা সঞ্চার সময় ঠিকভাবে রাত্রিযাপনের জন্য বিছানায় যাবে; কিন্তু সকালে তারা শুকর ও বানরে পরিণত হবেঃ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا أَنْسَ أَنَّ النَّاسَ يَمْصِرُونَا مَصَارًا وَإِنْ مَصَرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهُ: الْبَصَرَةُ أَوْ الْبَصِيرَةُ فَإِنْتَ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَهَا

¹³⁶ - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ১,হাদীস নং-(২০০)

¹³⁷ - মাজমাউয় যাওয়ায়েদ, (৮/২০) কিতাবুল ফিতান,খঃ৮। হাদীস নং-১২৫৮৯।

فَيَاكَ وَسِبَاخَهَا وَكَلَاءَهَا وَسُوقَهَا وَبَابَ امْرَائِهَا وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ قَذْفٌ وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبْيَسُونَ يَصْبِحُونَ قَرْدَةً وَخَنَازِيرَ (ابوداود)

অর্থঃ “আনাস বিন মালেক (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বলেছেনঃ হে আনাস লোকেরা বিভিন্ন শহরে বসবাস করবে, আর তার মধ্যে একটি শহরের নাম হবে বাসরা বা বাসিরা, যদি তুমি ঐ শহরে যাও, তাহলে বাসাখ ও কালা নামক স্থানে যাবে না, ঐ এলাকার বাজারেও যাবে না, ঐ এলাকার রাজা বাদশাদের বাড়ীর সামনেও যাবে না। বরং ঐ এলাকার জঙ্গলে চলে যাবে, কেননা ঐ শহরে ধস, পাথর বৃষ্টি বর্ষণ ও ভূমিকম্প হবে। লোকেরা রাতে ঠিকভাবে বিছানায় যাবে আর সকালে বানর ও শুয়র হয়ে যাবে”। (আবুদাউদ)¹³⁸

মাসআলা-১০৯৪ ভূমি ধসে পাপিদের সাথে সৎ লোকেরাও মারা যাবে তবে সৎ লোকদেরকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন ক্ষমা করে দিবেনঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ২৪২নং মাসআলায় দ্রঃ।

¹³⁸ -কিতাবুল মালাহেম, বাব ফি যিকরিল বাসরা(৩/৩৬১৯)

كثرة الزلازل

অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হওয়া

মাসআলা-১১০৪ কিয়ামতের পূর্বে অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবেঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم و تكثر الزلازل ويقارب الزمان و تظهر الفتنة و يكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض (رواوه البخاري)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহ আনহ)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না দীনি ইলম উঠিয়ে নেয়া হেব, ভূমিকম্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, সময় সংকীর্ণ হয়ে আসবে, ফিতনা বৃদ্ধি পাবে, হারাজ ব্যাপকতা লাভ করবে, আর তাহল হতা হত এমনকি তোমাদেও সম্পদ অধিক হবে।”
(বোখারী)¹³⁹

মাসআলা-১১১৪ কিয়ামতের পূর্বে বাসরা নগরীতে অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১০৮ নং মাসআলা দ্রঃ।

¹³⁹ -কিতাবুল ইন্সেকা, বাব মা কিলা ফি যালায়েল।

ظهور جبل الذهب عن الفرات ফোরাতের তীরে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠবে

মাসআলা-১১২৪ ফোরাত নদীর তীরে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠবে যা হাসিল করতে গিয়ে ১৯% ভাগ লোক নিহত হবে।

عن أبي بن كعب رضى الله عنه قال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
يوشك الفرات ان يخسر عن جبل من ذهب فاذا سمع به الناس ساروا اليه فيقول من عنده لئن
تركتنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله قيقتلون عليه فيقتل من كل مائة تسعه و تسعون (روا
مسلم)

অর্থঃ “উবাই বিন কা’ব (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ অতিশীঘ্রই ফোরাত নদীর
তীরে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠবে, লোকেরা যখন এ সংবাদ শুনতে পাবে, তখন তা হাসিলের
জন্য সে দিকে ছুটবে, ঐ সময় যারা ফোরাতের তীরে থাকবে, তারা বলবে আমরা যদি
লাকদেরকে সুযোগ দেই, তাহলে তারা সমগ্র পাহাড় নিয়ে চলে যাবে। তখন সেখানে যুদ্ধ শুরু
হয়ে যাবে এবং ৯৯ ভাগ লোক নিহত হবে”। (মুসলিম)¹⁴⁰

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات از
يخسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً (رواه البخاري)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ খুব শীঘ্রই ফোরাতের তীরে স্বর্ণের ভাস্তর ভেসে উঠবে, অতএব
যারা তখন সেখানে থাকবে, তারা যেন তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ না করে”। (বোখারী)¹⁴¹

⁴⁰ - কিতাবুল ফিতান বাব আশরাতু সায়া।

⁴¹ - কিতাবুল ফিতান ,বাব খুরজিনার।

غربة اهل الایمان

ঈমানদারদের অপরিচিত হওয়া

মাসআলা-১১৩ঃ কিয়ামতের পূর্বে তার সমাজে একা একী হয়ে যাবেঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بَدْءُ الْإِسْلَامِ غَرْبَةً
وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرْبَةً فَطَوَّبَ لِلْغَرَبَاءِ (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহ আনহ)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ইসলাম অপরিচিত ভাবে শুরু হয়েছিল, আবার তা অপরিচিতির দিকে ফিরে যাবে। অতএব অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ। (মুসলিম)¹⁴²

নোটঃ অপরিচিত অর্থাং অল্প বা সাধারণ লোকদের মাঝে ইসলামের প্রচার শুরু হয়েছিল।

¹⁴² - কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ান আল্লাল ইসলামা বাদায় গারিবান।

عوْدُ الْإِيمَانِ فِي الْحَرْمَنِ الشَّرِيفِينِ

ইমান হারামাইন শরীফাইনে ফিরে আসাঃ

মসআলা-১১৪: কিয়ামতের পূর্বে ইমান শুধু মক্কা ও মদীনায়ই থাকবেঃ

عن ابن عمر رضى الله عنهمَا عن النبى صلى الله عليه وسلم ان الاسلام بدء غربيا و سيعود غربيا كما بدء وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحياة في حجرها (رواه مسلم)

অর্থঃ “ইবনে উমর (রায়িয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ ইসলাম অপরিচিত ভাবে শুরু হয়েছিল, আবার তা অপরিচিতির দিকে ফিরে আসবে, আর তা অবস্থান নিবে দুই মসজিদের মাঝে, (হারামাইন শরীফাইন) যেমন সাপ তার গুহায় আশ্রয় নেয়”। (মুসলিম)¹⁴³

عن أبي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الایمان ليأرز الى المدينة كما تأرز الحياة الى جحرها (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ নিচয়ই ইমান মদীনায় ফিরে আসবে, যেমন সাপ তার গুহায় ফিরে যায়।” (মুসলিম)¹⁴⁴

¹⁴³ -কিতাবুল ইমান, বাব বায়ান আল্লাল ইসলামা বাদায়া গারিবান ওয়া সাঈয়াউদু গারিবা।

¹⁴⁴ - কিতাবুল ইমান, বাব বায়ান আল্লাল ইসলামা বাদায়া গারিবান, ওয়া সাঈয়াউদু গারিবা।

তৃতীয় ভাগ

الملائم

যুদ্ধ

মাসআলা-১১৫৪ রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভবিষ্যত বাণী করেছেন যে মুসলমানরা আরব উপদ্বীপ ইরান পারশ্য ও রূম বিজয় করবে এর পর তারা দাঙ্গালের সাথে যুদ্ধ করবে আর সেখানেও তারা বিজয় লাভ করবেঃ

عن نافع بن عتبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغزون جزيرة العرب ففتحها الله ثم فارس ففتحها الله ثم تغزون الروم ففتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله
(رواية مسلم)

অর্থঃ “নাফে বিন উতবা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ করবে, সেখানে আল্লাহু তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন, অতঃপর পারস্যে যুদ্ধ করবে সেখানেও আল্লাহু তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন, এরপর তোমরা রূমের সাথে যুদ্ধ করবে সেখানেও আল্লাহু তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। এরপর তোমরা দাঙ্গালের সাথে যুদ্ধ করবে সেখানেও আল্লাহু তোমদেরকে বিজয়ী করবেন”। (মুসলিম)¹⁴⁵

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات كسرى فلما
كسرى بعده وإذا هلك قيسر فلا قيسر بعده والذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله
(رواية مسلم)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিসরা (ইরানের বাদশা) মারা গেছে, এরপর আর কোন কিসরা আসবে না, আর যখন কায়সার (রূমের বাদশা) মারা যাবে, এরপরও আর কোন কায়সার আসবে না। ঐ সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা এ উভয় দেশের ধন-ভাড়ারসমূহ আল্লাহুর রাস্তায় ব্যয় করবে”। (মুসলিম)¹⁴⁶

¹⁴⁵ - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস সায়া।

¹⁴⁶ - - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস সায়া।

মাসআলা-১১৬ঃ কিয়ামতের পূর্বে বাইতুল মাকদেস ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী হবে এরপর তুরকী বিজয় হবে এর পর পরই দাঙ্গালের আগমন ঘটবে (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন)।
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يشرب و خراب يشرب خروج الملحمة و خروج الملحمة فتح قسطنطينية و فتح قسطنطينية خروج الدجال ثم ضرب بيده على فخذه الذي حدثه او منكبه ثم قال ان هذا الحق كما انك هاهنا او كما انك قاعد يعني معاذ بن جبل (رواہ ابو داود)

অর্থঃ “মুআয বিন জাবাল (রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ বাইতুল মাকদেস আবাদ হওয়া মদীনা অনাবাদীর কারণ, আর মদীনা অনাবাদী হওয়ায় যুদ্ধ বিশ্ব শুরু হবে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কুসতুনতুনিয়া(ইস্তামবুল)বিজয় হবে, ইস্তামবুল বিজয়ের পর দাঙ্গালের আগমন ঘটবে। একথা বলার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)স্বীয় হাত মোয়ায (রায়িয়াল্লাহ আনহ) এর রানে বা কাঁধে মারলেন আর বললেনঃ একথা এত সত্য যেমন এখন এখানে তোমার উপস্থিতি সত্য, বা যেমন এখানে তোমার বসা সত্য”। (আবুদাউদ)¹⁴⁷

মাসআলা-১১৭ঃ কোন এক যুদ্ধে মুসলমান ও খ্রিস্টানরা মিলে তাদের সম্মিলিত দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং এতে তারা বিজয়ী হবে বিজয়ের পর খ্রিস্টানরা তাদের ক্রসেডের আকীদার অঙ্কত্বের ফলে ওয়াদা ভঙ্গ করবে এবং পরে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মাঝে তুমুল লড়াই হবে এতে সমস্ত মুসলমান শহীদ হয়ে যাবেঃ

عن ذى مخبر رضي الله عنه رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحاً آمنا فتفزون انتم وهم عدو من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا برج ذى تلول فيرفع رجل من اهل النصرانية الصليب فيقول غالب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تغدر الروم و تجتمع للملحمة (رواہ ابو داود)

অর্থঃ “যিমাখবার (রায়িয়াল্লাহ আনহ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একজন সাহাবী ছিল, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ তোমরা রুমের (খ্রিস্টানদের)সাথে সংঘ করবে এবং তোমরা উভয়ে মিলে কোন

¹⁴⁷ - কিতাবুল মালাহেম, বাব ফি ইমারতিল মালাহেম।

দুশ্মনের বিরুক্তে যুদ্ধ করবে, আর সেখানে তোমাদের বিজয় হবে, গণীমতের মাল হাসিল করবে এবং নিরাপদে ফিরে আসবে। এরপর তোমরা এক পাহাড়ী অঞ্চলে তারু ফেলবে, সেখানে এক খ্রিস্টান ক্রুস উত্তুলন করে বলবেঃ ত্রু-সেডের বিজয় হয়েছে, একথা শুনে মুসলমানদের মধ্যে এক ব্যক্তি রাগান্বিত হবে এবং ঐ খ্রিস্টানকে মারবে। এতে রূমবাসীরা ওয়াদা ভঙ্গ করে অন্যান্য খ্রিস্টানদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বৃক্ত করবে, আর মুসলমানরা একাএকী হয়ে যাবে এবং সেখানে তারা শাহাদাতবরণ করবে।” (আবুদাউদ)¹⁴⁸

عن حسان بن عطية رضي الله عنه بهذا الحديث وزاد فيه ويشور المسلمين الى اسلحتهم

فيفقتوون فيقتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة (رواه ابو داود)

অর্থঃ “হাস্সান বিন আতিয়া (রায়িয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসের অনুরূপই তবে সেখানে আরো অধিক বর্ণিত হয়েছে যে, (খ্রিস্টানরা ওয়াদা ভঙ্গ করার পর যখন যুদ্ধ করার জন্য স্বীয় মতাল্টীদেরকে একত্রিত করবে, তখন মুসলমানরা তাড়াতাড়ি তাদের হাতীয়ার প্রস্তুত করবে এবং খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করবে এতে আল্লাহু তাদেরকে শাহাদাত দিবেন।” (আবুদাউদ)¹⁴⁹

মাসআলা-১১৮ঃ খ্রিস্টনরা এ যুক্তে মুসলমানদের বিরুক্তে ৯ লক্ষ ৬০ হাজার সৈন্য জমা করবেঃ

عن عوف بن مالك الاشجعى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تكون بينكم وبين بنى الاصغر هدنة فيغدرون بكم فيسرون اليكم في ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ “আওফ বিন মালেক আশজায়ী (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ এরপর তোমাদের মাঝে ও হলুদ বর্ণবাদীদের সাথে (রূমবাসীদের) সংঘ হবে, রূমবাসীরা তোমাদের সাথে গান্দারী করবে এবং তোমাদের বিরুক্তে ৮০টি পতাকা (রাষ্ট্র) সৈন্য নিয়ে আসবে, প্রত্যেক পতাকা তলে ১২ হাজার লোক থাকবে।” (ইবনে মায়া)¹⁵⁰

148 -কিতাবুল মালাহেম,বাব মাইয়ুজকারু মিন মালাহেমিরুম।

149 -কিতাবুল মালাহেম,বাব মা ইয়াকুরুনু মিন মালাহেমির রূম (৩/৩৬০৮)

150 -কিতাবুল ফিতান,বাব আশরাতুস্সামা(২/৩২৬৭)

মাসআলা-১১৯৪ সিরিয়ার আ'মাক বা দাবেক নামক ছানে রুমীয় প্রিস্টোনদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হবে এবং এতে মুসলমানরা বিজয়ী হবে এ যুদ্ধের পর ইস্তামবুল (তুর্কী) বিজয় হবে এরপরই দাজ্জাল আসবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَنْزَلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ إِوْ بِدَابِقِ فِي خَرْجِ الْيَهِيمِ جِيشًا مِّنْ الْمَدِينَةِ مِنْ خَيْرِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ فَإِذَا تَصَافَوْا قَالَتِ الرُّومُ خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنْ نَاقَاتِهِمْ فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ لَا وَاللَّهِ لَا نَخْلُىٰ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَخْوَنَا فَيَقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَمُ ثُلَثٌ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَيُقْتَلُ ثُلَثٌ هُمْ أَفْضَلُ الشَّهِداءِ عِنْدَ اللَّهِ وَيَفْتَحُ اللَّهُ لَا يَفْتَنُونَ أَبَدًا فَيَفْتَحُونَ قَسْطَنْطِينِيَّةَ فَبَيْنَاهُمْ يَقْسِمُونَ الغَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سَيِّوفَهُمْ بِالرِّيزُونَ اذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ انَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ باطِلٌ فَإِذَا جَاءَ وَالشَّامُ خَرَجَ الدِّجَالُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ তিনি বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না, রুমী সৈন্যরা আ'মাক বা দাবেকে তাবু না ফেলবে। এর পর মদীনা থেকে একটি সৈন্য দল রুমীদের বিরোধে যুদ্ধ করার জন্য বের হবে, তারা হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, যখন উভয় পক্ষ মোখামুঠী হবে তখন রুমীরা মুসলমানদেরকে বলবেঃ তোমরা সিরিয়ার সৈন্যদের থেকে পৃথক হয়ে যাও, তারা আমাদের নারী পুরুষদেরকে ত্রৈতদাস বানিয়ে রেখে ছিল, অতএব আমরা শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ করব, মদীনার মুসলমানরা বলবেঃ আল্লাহুর কসম! আমরা আমাদের ভাইদেরকে তোমাদের সাথে একা ছেড়ে দিব না, তখন উভয় পক্ষের মাঝে যুদ্ধ হবে এবং তাতে মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ পলায়ন করবে, আল্লাহু কখনো তাদের তাওবা কবুল করবেন না, এক তৃতীয়াংশ সৈন্য মারা যাবে, তারা আল্লাহুর নিকট শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা লাভ করবে, আর এক তৃতীয়াংশ বিজয় লাভ করবে এবং এ এক তৃতীয়াংশ যোদ্ধা কখনো ফিতনায় পতিত হবে না। এ বিজয়ের পর মুসলমান সৈন্যরা ইস্তামবুল বিজয় করবে, তারা বিজয় লাভের পর স্বীয় তরবারী যাইতুন বৃক্ষে ঝুলিয়ে গনিমতের মাল বন্টন করতে থাকবে, এমতাবস্থায় শুনতে পাবে যে শয়তান চিঞ্চিয়ে বলতেছে যে, তোমাদের পরিবার পরিজনদের ওপর দাজ্জাল আক্রমন করছে, তখন মুসলমানরা ইস্তামবুল ছেড়ে পালাবে, পরে তারা বুঝতে পারবে যে এ সংবাদ মিথ্যা সংবাদ ছিল, কিন্তু তারা সিরিয়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে দাজ্জাল বের হবে”। (মুসলিম)¹⁵¹

151 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুসুসায়া

মাসআলা-১২০৪ ইস্তামবুল শহর বিলা রক্ষণাতে তাকবীর ধ্বনীতে বিজয় লাভ করবেঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون الفا من بنى اسحاق فإذا جاؤها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا الا الله والله اكبر فيسقط احد جانيها ثم يقول الثانية لا الا الله والله اكبر فيفرج لهم فيد خلوتها فيغنموا فيبيناهم يقسمون الغنائم اذا جاء هم الصريخ فقال ان الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ তোমরা কি এমন একটি শরের কথা শুনেছ, যার এক প্রান্তে স্তুল, আর অপর প্রান্তে সুমদ্র? সাহাবাগণ বললঃ হাঁ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তা চিনি, (ইস্ত মবুল)। তিনি বললেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না বনি ইসহাকের সন্তর হাজার লোক তাদের বিরোক্তে যুদ্ধ না করবে, তারা এসে তাবু ফেলবে কিন্তু কোন হাতীয়ার দিয়ে যুদ্ধ করবে না, বরং তারা বলবেঃ লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, তাতে শহরের বাউভারির এক অংশ পড়ে যাবে, অতপর দ্বিতীয় বার যখন বলবেঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, তখন অপর প্রান্তের দেয়াল পড়ে যাবে, এরপর তৃতীয়বার যখন তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার বলবে, তখন মুসলমানদের জন্য শহরের সমস্ত পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। আর তারা শহরে প্রবেশ করবে এবং গনীমতের মাল হাসিল করবে, যখন তারা গনীমতের মাল বন্টন করতে থাকবে তখন হটাঁ একটি আওয়াজ শুনতে পাবে “ দাজ্জাল এসে গেছে” তখন মুসলমানরা সব কিছু রেখে দিয়ে ঐ দিকে ছুটে চলবে”। (মুসলিম)¹⁵²

মাসআলা-১২১৪ দাজ্জালের আগমনের পূর্বে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মাঝে চার দিন রক্ষণ্যী লড়াই চলবে প্রথম তিনদিন মুসলমানদের পরাজয় ও খ্রিস্টানদের বিজয় হবে চতুর্থ দিন আল্লাহ মুসলমানদেরকে বিজয় দিবেন এবং খ্রিস্টানদের পরাজয় হবেঃ

মাসআলা-১২২৪ এ যুদ্ধ এত রক্ষণ্যী হবে যে এ ধরণের যুদ্ধ ইতিপূর্বে কেউ কোন দিন দেবে নাই এতে ১৯ ভাগ লোক মারা যাবেঃ

মাসআল-১২৩৪ এ যুদ্ধের পর পরই দাজ্জালের আগমন ঘটবে যার সংবাদ আনার জন্য মুসলমানদের মধ্য থেকে দশ জন লোক ঘোড়ায় আরোহণ করে রওয়ানা হবেঃ

¹⁵² -কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্ সায়া।

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنية ثم قال بيده هكذا ونحاجها نحو الشام فقال عدو يجتمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام قلت الروم تعنى قال نعم ! قال ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجعوا الا غالبة فيقتلون حتى يمحى بينهم الليل فيفني هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفني الشرطة، ثم يشترط هؤلاء وهؤلاء كل غير غالبة فيقتلون حتى يمسوا فيفني هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفني الشرطة فإذا كان يوم الرابع نهد اليهم بقية اهل الإسلام فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتلون مقتلة اما قال لا يرى مثلها واما قال لم ير مثلها حتى ان الطائر ليمر بجثثائهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا فيتعاد بنو الاب كانوا مائة فلا يجدونه بقى منهم الا الرجل الواحد فبای غنية يفرح او ای ميراث يقاسم فيبينهم كذلك اذ سمعوا بپاس هو اکبر من ذلکم فجاءهم الصريح ان الدجال قد خلفهم في ذرارتهم فرفضون ما في ايديهم وينقلون فيعيشون عشر فوارس طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا عرف اسماءهم واسماء ابائهم والوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الارض يومئذ او من خير فوارس على ظهر الارض يومئذ (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন হবে, না কারো গণীমতের মাল হাসিলের কোন আগ্রহ থাকবে। (যুদ্ধ সমূহে এত লোক মারা যাবে যে উত্তাধিকারী সম্পদ বা গণীমতের মাল নেয়ার মত কেউ থাকবে না) এর পর আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রায়িয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় হাত দিয়ে সিরিয়ার দিকে ইশারা করে বলেনঃ খ্রিস্টানরা এদিকে রামের দিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত হবে। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রায়িয়াল্লাহু আনহু) কে জিজেস করল, দুশমন বলতে কি খ্রিস্টানরা? আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রায়িয়াল্লাহু আনহু) বললঃ হ্যাঁ। তখন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হবে, মুসলমানদের একটি দল শাহাদাত না হয় বিজয় এ প্রতিজ্ঞা নিয়ে বের হবে এবং তাদে উভয় পক্ষের মাঝে তুমুল লড়াই হবে, এমন কি রাত হয়ে যাবে তখন উভয় পক্ষ হার জিত ছাড়াই যুদ্ধ বন্ধ করে দিবে, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের সমস্ত সৈন্য নিহত হয়ে যাবে, পরের দিন মুসলমানদের আরেকটি দল শাহাদাত না হয় বিজয়, এ প্রতিজ্ঞা করে বের হবে এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে; কিন্তু রাত হয়ে যাবে, তখন উভয় পক্ষ হার-জিত ছাড়াই যুদ্ধ বন্ধ করে দিবে। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দ্বিতীয়

দলটিরও সমস্ত সৈন্য মারা যাবে, তৃতীয় দিন মুসলমানদের আরো একটি দলকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠাবে, যারা শাহাদাত না হয় বিজয়ের প্রতিজ্ঞা নিয়ে বের হবে, সঙ্ক্ষা পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকবে পরে উভয় পক্ষ হার-জিত ছাড়াই যুদ্ধ বন্ধ করে দিবে। মুসলমানদের তৃতীয় দলটিরও সমস্ত সৈন্য নিহত হবে, চতুর্থ দিন মুসলমানদের অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে, ঐ দিন আল্লাহ মুসলমানদেরকে কাফেরদের ওপর বিজয়ী করবেন।

ঐদিন এত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে যা ইতি পূর্বে কেউ কখনো দেখে নাই, আর না এরপরে দেখতে পাবে। মৃতের সংখ্যা এত অধিক হবে যে, কোন পাখী লাশের ওপর দিয়ে উড়তে শুরু করলে উড়তে উড়তে সে মরে যাবে; কিন্তু লাশ শেষ হবে না। এক লোকের একশ ছেলে থাকলে তাদের মধ্যে শুধু একজন বেঁচে থাকবে, অর্থাৎ ৯৯ভাগ লোক মারা যাবে। এমতাবস্থায় গণীমতের মাল কার মাঝে বণ্টন করা হবে, আর কেই বা উত্তরাধিকারী সম্পদের ভাগ নিবে? এমনি মূহর্ত্তে মুসলমানরা এ বিপদের চেয়েও আরো বড় বিপদের সংবাদ পাবে, যে তাদের পরিবার পরিজনদের মাঝে দাজ্জাল চলে এসেছে। একথা শুনামাত্র তারা তাদের নিকট যা কিছু ছিল সব কিছু রেখে সেদিকে চলে যাবে। দশ জন আরোহীকে সংবাদ নেয়ার জন্য পাঠানো হবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি ঐ দশ জন এবং তাদের ঘোড়া ও তাদের পিতার নাম ও তাদের ঘোড়ার রং ও জানি তারা তৎকালিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আরোহী হবে।” (মুসলিম)¹⁵³

মাসআলা-১২৪৪ ছোট চোখ লাল চেহারা মোটা ও চেপ্টা নাক বিশিষ্ট তুরকদের সাথে মুসলমানরা যুদ্ধ করবেঃ

মাসআলা- ১২৫৪ পশ্চমী জুতা ও পশ্চমী পোশাক পরিহিতদের সাথেও মুসলমানরা যুদ্ধ করবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّى تَقَاتِلُوا التَّرْكَ صَغَارَ الْأَعْيُنِ حَمْرَ الْوِجْوَهِ ذَلِفَ الْأَنْوَافِ كَانَ وَجْهُهُمْ الْجَحَنَّمُ لَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّى تَقَاتِلُوا قَوْمًا نَعَالَمُهُمُ الشِّعْرُ (رواه البخاري)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা ছোট চোখ, লাল চেহারা মোটা ও চেপ্টা নাখ, আর চেহারা চামড়ার ঢালের ন্যায় মুখমণ্ডল বিশিষ্ট লোকদের

¹⁵³ - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস সায়া।

সাথে যুদ্ধ করবে, আর ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না তোমরা পশ্চামী জুতা পরিহিতদের সাথে যুদ্ধ না করবে”। (বোখারী)¹⁵⁴

মাসআলা-১২৬৪ তুর্কী ও হাবসীদের সাথে যুদ্ধ শুরু না করার নির্দেশঃ

عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
دعوا الخبيرة ما و دعوكم و اترکوا الترك ما ترکوكم (رواه ابو داود)

অর্থঃ “নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) এর সাহাবীদের মধ্যে একজন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম)ঃ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলছেনঃ হাবসাবাসীদেরকে ছেড়ে দাও (তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করবে না) যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। এবং তুর্কীদেরকেও ছেড়ে দাও যতক্ষণ তারা তোমাদেরকে ছেড়ে দেয় (তাদের সাথেও যুদ্ধ শুরু করবে না)”। (আবুদাউদ)¹⁵⁵

মাসআলা-১২৭৪ কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত বড় বড় যুদ্ধ সমূহে দামেশকের এক ব্যক্তি শুরুত্তপূর্ণ ভূমিকা রাখবেঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الملاحم
بعث الله بعثا من الموالى (من دمشق) هم اكرم العرب فرسا واجوده سلاحا يؤيد الله بهم الدين
(رواه ابن ماجة و الحاكم)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আন্হ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) বলেছেনঃ যখন যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হবে, তখন দামেশক থেকে এক অনারব ব্যক্তির আগমন ঘটবে, যে সর্বাঞ্চ ঘোড়ায় আরোহণ করবে, আর তার সাথে থাকবে অত্যাধুনিক হাতিয়ার, আল্লাহু তার মাধ্যমে স্বীয় দ্বীনের কাজ করাবেন”। (ইবনে মায়া, হাকেম)¹⁵⁶

¹⁵⁴ ..কিতাবুল জিহাদ,বাব কিতাললুকুরক ।

¹⁵⁵ .. কিতাবুল মালাহেম,বাব ফি নাহি আন তাহিজি তুরক ওয়াল হাবাসা (৩/৩৬১৫)

¹⁵⁶ .. আলবানী লিখিতসিলসিলা আহাদিস সহীহা,খণ্ড৬,হাদীস নং-২৭৭৭।

ظہور المهدی محدثیہ آگامن

মাসআলা-১২৮৪ কিয়ামতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বংশের এক ব্যক্তি আরবদের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেঃ

عن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملأ العرب من أهل بيته يواطئ اسمه واسمي (رواه الترمذى)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ (রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না আরবদের বাদশা আমার বংশের এক ব্যক্তি হবে, আর তার নাম ও আমার নামের অনুরূপ হবে।” (তিরমিয়ী)¹⁵⁷

عن ام سلمة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدى من عترتى من ولد فاطمة (رواه ابو داود)

অর্থঃ “উম্ম সালামা (রায়িয়াল্লাহ আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ মাহদী আমার বংশ এবং ফাতেমা (রায়িয়াল্লাহ আনহা)-এর সন্তানদের অর্তভূক্ত হবে।” (আবুদাউদ)¹⁵⁸

মাসআলা-১২৯৪ ইমাম মাহদীর নাম হবে মোহাম্মাদ পিতার নাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিতার নামের অনুরূপ হবেঃ

عن عبد الله رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا الا يوماً قال زائدة لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً مني او من اهل بيته يواطئ اسمه واسم أبيه اسم أبي (رواه ابو داود)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ (রায়িয়াল্লাহ আনহ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামত হতে যদি এক দিনও বাকী থাকে, তাহলে আল্লাহ ঐ দিনটিকে এত লম্বা করবেন যে, সেখানে আমার বংশ থেকে এক ব্যক্তিকে রাষ্ট্র নায়ক করবেন, তার নাম

¹⁵⁷ -আবওয়াবুল ফিতান, বাব মাযায়া ফিল মাহদী(২/১৮১৮)

¹⁵⁸ - কিতাবুল ফিতান, বাব মাহদী (৩/৩৬০৩)

আমার নামের অনুরূপ হবে, আর তার পিতার নাম আমার পিতার নামের অনুরূপ হবে।”
(আবুদ্বাউদ) ¹⁵⁹

মাসআলা-১৩০৪ ক্ষমতাশীল খলীফার মৃত্যুর পর খলীফা নির্বচন নিয়ে মতভেদ হবে শেষে ইমাম মাহদী (মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহুর) হাতে বাইআতের ব্যাপারে লোকেরা একমত হবেঃ

মাসআলা-১৩১১ মসজিদ হারামে হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহিমের মাঝে লোকেরা তার হাতে বাইয়াত করবেঃ

মাসআলা-১৩২৪ ইমাম মাহদীর বাইয়াতকে ঘড়্যন্ত মনে করে তা প্রতিহত করার জন্য আগত সেনাদল বাইদা নামক স্থানে ধসে যাবে ইমাম মাহদীর এ কারামত দেখে ইরাক ও সিরিয়ার বড় বড় উলামাগণ দলে দলে ইমাম সাহেবের হাতে বাইয়াতের জন্য মকায় পৌছতে শুরু করবেঃ

عَنْ أَمِ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ اختِلافاً
عَنْ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيُخْرِجُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي هَاشِمٍ فَيُسْتَخْرِجُهُ النَّاسُ مِنْ بَيْتِهِ بَيْنَ الرَّكْنِ
وَالْمَقَامِ فَيَجْهَزُ إِلَيْهِ جَيْشًا مِّنَ الشَّامِ حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خَسَفُ بَهْمٍ فَأَتَيْهِ عَصَابَ الْعَرَاقِ
وَابْدَالَ الشَّامِ (رواہ الطبرانی)

অর্থঃ “উম্মে সালামা (রায়িয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ ক্ষমতাশীল খলীফার মৃত্যুর পর, খলীফা নির্বাচনে লোকদের মধ্যে মতভেদ শুরু হবে, এমতাবস্থায় হাশেম বংশ থেকে এক লোক বের হয়ে, মকায় আসবে, লোকেরা তাকে তার ঘর থেকে বের করে তাকে হাজার আসওয়াদ ও মাকাম ইবরাহিমের মাঝে নিয়ে এসে, তার হাতে বাইয়াত করবে, সিরিয়া থেকে একদল সৈন্য মকায় আক্রমণের জন্য আসবে, তারা বাইদা নামক স্থানে পৌছার পর তাদেরকে ধসিয়ে দেয়া হবে। এরপর ইরাক ও সিরিয়া থেকে বড় বড় উলামাগণ ইমাম মাহদীর হাতে বাস্টিয়াত প্রহণের জন্য আসতে থাকবে”। (তৃতীয়ারানী) ¹⁶⁰

মাসআলা-১৩৩৪ বাইয়াত প্রহণের পর ইমাম মাহদী নিজের সাথীদেরকে নিয়ে বাইতুল্লায় প্রবেশ করবেনঃ

¹⁵⁹ - কিতাবুল ফিতান, বাব মাহদী (৩/৩৬০১)।

¹⁶⁰ - মাজমাউয়াওয়ায়েদ, কিতাবুল ফিতান, বাব মাযায়া ফিল মাহদী (৭/১২৩৯৯)

মাসআলা-১৩৪ঁ: প্রথমে তার অনুসারী ও হাতীয়ার কম থাকবে এবং তারা কারো সাথে যুদ্ধ করার মত শক্তি পাবে না; কিন্তু আল্লাহ্ শক্রদেরকে ধসের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করবেনঁ:

عَنْ حَفْصَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَعُودُ بِهَذَا الْبَيْتِ
يُعْنِي الْكَعْبَةَ قَوْمٌ لَيْسَ لَهُمْ مُنْعَةً وَلَا عَدْدٌ وَلَا عَدْدٌ يَبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِيَدِهِمْ مِنَ
الْأَرْضِ خَسْفٌ بِهِمْ (رواه مسلم)

অর্থঁ: “হাফসা (রায়িয়াল্লাহ্ আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঁ: রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঁ: কা’বায় এমন কিছু লোক আশ্রয় গ্রহণ করবে, যাদের হাতে শক্র মোকাবেলা করার মত কোন কিছু থাকবে না, তাদের সংখ্যাও কম হবে, আর তাদের হাতীয়ার ও থাকবে কম, একটি সেনাদল তাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য বাইদা নামক স্থানে পৌছলে, সেখানে তাদেরকে মাটিতে ধসিয়ে দেয়া হবে।” (মুসলিম)¹⁶¹

মাসআলা-১৩৫ঁ: বাইদা নামক স্থলে ধসে যাওয়া সৈন্যদের মধ্য থেকে একজন বেঁচে যাবে সে ফিরে গিয়ে সরকারকে এ সংবাদ জানাবেঁ:

عَنْ حَفْصَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِيُؤْمِنُ هَذَا الْبَيْتِ
جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِيَدِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ يَخْسِفُ بِهِمْ بَأْوَسْطِهِمْ وَيَنْادِيُهُمْ أَوْلَاهُمْ آخِرَهُمْ ثُمَّ يَخْسِفُ
بِهِمْ فَلَا يَقْنِي إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يَخْبِرُ عَنْهُمْ (رواه مسلم)

অর্থঁ: “হাফসা (রায়িয়াল্লাহ্ আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেনঁ: একটি সৈন্যদল বাইতুল্লায় আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে, যখন বাইদা নামক স্থানে পৌঁছবে, তখন তাদের সামনের লোকেরা মাটিতে ধসে যাবে, তখন সামনের লোকেরা পিছনের লোকদেরকে ডাকবে, যেন তারা তাদেরকে সাহায্য করে, কিন্তু শেষে সবাই জমিনে ধসে যাবে। তবে তাদের মধ্যে শুধু একজন বেঁচে থাকবে, সে ফিরে গিয়ে অন্যদেরকে সংবাদ দিবে।” (মুসলিম)¹⁶²

মাসআলা-১৩৬ঁ: ইমাম মাহদীর খেলাফত এবং রাষ্ট্রীয় অন্যান্য কর্মকাণ্ড এক রাতের মধ্যে চালু হয়ে যাবেঁ:

¹⁶¹ - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্ সায়া।

¹⁶² - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্ সায়া।

عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدى من اهل البيت
يصلحه الله في ليلة (رواہ ابن ماجہ)

অর্থঃ “আলী (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ মাহদী আমার বংশ থেকে আসবে, আল্লাহু এক রাতে তার খেলাফতের ব্যবস্থা করে দিবেন”। (ইবনে মায়া)¹⁶³

মাসআলা-১৩৭৪ ইমাম মাহদী সাত বছর পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা করবেনঃ

মাসআলা-১৩৮৪ ইমাম মাহদী প্রশংস্ত কপাল ও উচু নাক বিশিষ্ট হবেঃ

মাসআলা-১৩৯৪ ইমাম মাহদী তার শাসনামলে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করবেনঃ

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدى مني
اجلى الجبهة اقنى الانف يملأ الارض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلمـا يملك سبع سنين
(رواہ ابو دود)

অর্থঃ “আবু সাঈদ খুদরী (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ মাহদী আমার বংশের, তার কপাল প্রশংস্ত হবে, নাক উচু হবে, সে পৃথিবীতে ন্যায় পরায়ণতা এমন ভাবে প্রতিষ্ঠা করবে, যেমন তা যুলম ও অন্যায়ে
ভরপুর ছিল। সে সাত বছর পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা করবে।” (আবুদাউদ)¹⁶⁴

মাসআলা-১৪০৪ ইমাম মাহদীর সময় ধন-সম্পদ এত অধিক পরিমাণে হবে যে সে
সাধারণ মানুষের মাঝে বেহিসাব ধন-সম্পদ বণ্টন করবেঃ

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في
آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده (رواہ مسلم)

অর্থঃ “আবু সাঈদ খুদরী (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ শেষ যামানায় এমন এক খলীফা হবে যে, বে-হিসাব
সম্পদ বণ্টন করবে।” (মুসলিম)¹⁶⁵

163 - কিতাবুল ফিতান, বাব খুরজুল মাহদী (২/৩৩০০)

164 - কিতাবুল ফিতান, বাব মাহদী (৩/৩৬০৮)

165 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া।

মাসআলা-১৪১৪ ইমাম মাহনী ফজলের নামায পড়াতে শুরু করবে এমভাবস্থায় ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করে ইমাম মাহনীর ইমামতীতে নামায আদায় করবেও।

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيمة قال فينزل عيسى ابن مريم فيقول: اميرهم تعالى صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة (رواه مسلم)

অর্থঃ “জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল সত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যখন ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন, তখন মুসলমানদের আমীর ঈসা (আঃ) কে বলবেঃ আপনি আমদের ইমামতী করুন, তিনি বলবেনঃ না তোমরাই তোমাদের ইমামতী কর। আর এটাই হল এ উম্যতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া সম্মান।” (মুসলিম)¹⁶⁶

নেটোঃ ঈসা (আঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্যত হয়ে আসা উম্যত মোহাম্মাদীর জন্য এটা বড় সম্মান।

মাসআলা-১৪২৪ ইমাম মাহনী সম্পর্কে দৃষ্টি দুর্বল হাদীসঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من خرسان رأيات سود فلا يردها شيء حتى تنصب باليلياء (رواه الترمذى)

অর্থঃ “আবু লুরাইরা (রাযিয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ খোরাসান থেকে কাল পতাকাবহি লোক বের হবে, আর এপতাকা বাইতুল মাকদেসে স্থাপন করা থেকে কেউ তাদেরকে বাধা দিতে পারবে না।” (তিরমিয়ী)¹⁶⁷

নেটোঃ নাসিরুল্লাহীন আলবানী এবং আবদুর রহমান মোবারকপুরী, এ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। (নাসিরুল্লাহীন আলবানী লিখিত তিরমিয়ী হাদীস নং ৩৫৯। আবদুর রহমান মোবারকপুরী লিখিত তোহফাতুল আহওয়ায়ী খঃ৬, পঃ ৪৬২)

¹⁶⁶ - কিতাবুল ঈমামান বাব বায়ান নুয়ুল ঈসা ইবনে মারইয়াম।

¹⁶⁷ - বাব ফি তাফারুতিল আমাল।

عن الحارث بن جزء الزيدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من المشرق فيؤطئون للمهدى (رواہ ابن ماجہ)

অর্থঃ “হারেস বিন যুয আয যুবাইদী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ পূর্ব দিক থেকে কিছু লোক বের হবে এবং মাহদীর শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করবে।” (ইবনে মায়া)¹⁶⁸

নোটঃ নাসীরুল্লাহ আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন, যয়ীফ সুনান ইবনে মায়া, হাদীস নং-৮৮৯। ডঃ বাশ্শার আওয়াদ ও হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন, তোহফাতুল আশরাফ হাদীস নং ৪/৩০৭।

ظهور مسیح الدجال মাসীহদাঙ্গালের আগমন

মাসআলা-১৪৩৪ কিয়ামতের পূর্বে দাঙ্গালের আগম ঘটবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ২১৩নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১৪৪৪ দাঙ্গাল সর্বপ্রথম ইরানের খোরাসান থেকে বের হবেঃ

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدجال يخرج من أرض بالشرق يقال لها خرسان يتبعه أقوام مان وجوههم الجبان المطرقة (رواہ ابن ماجہ)

অর্থঃ “আবু বকর সিদ্দীক (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে বলেছেনঃ দাঙ্গাল পূর্বদিকের একটি স্থান থেকে বের হবে, ঐ স্থানটিকে বলা হবে খোরাসান, চামড়ার ঢালের ন্যায় চেহারা বিশিষ্ট লোকেরা তার অনুসরণ করবে।” (ইবনে মায়া)¹⁶⁹

মাসআলা-১৪৫৪ দাঙ্গালের আগম এমন এক সময়ে হবে যখন লোকেরা তার ব্যাপারে একেবারেই গাফেল হয়ে যাবেঃ

¹⁶⁸ -কিতাবুল ফিতান বাব খুরজুল মাহদী।

¹⁶⁹ -কিতাবুল ফিতান, বাব ফিতনাতুদাঙ্গাল ওয়া খুরজু ঈসা ইবনে মারইয়াম। (২/৩২৯১)

عن صعب بن جثامة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يجهل الناس عن ذكره وحتى ترك الأئمة ذكره على المنابر (رواه احمد)

অর্থঃ “সা’ব বিন জুসামা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেছেনঃ দাজ্জাল ঐ সময় আসবে যখন লোকেরা তার ব্যাপারে অন্যমনক্ষ হয়ে যাবে, এমন কি ইমামরাও মসজিদসমূহে তার কথা আলোচনা করার কথা ভুলে যাবে”।(আহমদ)¹⁷⁰

মাসআলা-১৪৬৪ দাজ্জাল কোন বিষয়ে রাগাশ্঵িত হওয়ার কারণে তার আগমন ঘটবেঃ

عن حفصة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يبعثه على الناس غصب يغضبه (رواه مسلم)

অর্থঃ “হাফসা (রায়িয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দাজ্জালের মানুষের সামনে আগমনের প্রথম কারণ হবে, কোন বিষয়ে সে রাগ করা”। (মুসলিম)¹⁷¹

¹⁷⁰ - খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ২, হাদীস নঃ-(২২৯)

¹⁷¹ - কিতাবুল ফিতান, বাব যিকর ইবন সাইয়াদ।

ابن الدجال দাজ্জাল কোথায়?

মাসআলা-১৪৭৪ ভাৰত মহাসাগৰেৱ কোন অপৰিচিত দ্বীপে সে জিঞ্জীৱাবদ্ধ আছেঃ

عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال انه حبسنى حديثه كان يحدثنيه عميم الدارى عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر فإذا أنا بأمراة تجر شعرها قال ما انت؟ قالت أنا الجساسة اذهب إلى ذلك القصر فاتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والارض فقلت من انت؟ قال أنا الدجال خرج النبي الاميين بعد؟ قلت نعم؟ قال اطاعوه ام عصوه؟ قلت بل اطاعوه قال ذاك خير لهم (رواه أبو داود)

অর্থঃ “ফাতেমা বিনতে কায়েস (রায়িয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এশার নামাযে দেরী করে আসলেন এবং বললেনঃ আমাকে তামীম দারীর একথা গুলো আটকিয়ে দিয়ে ছিল, সে বলতে ছিল যে, সেনাকি কোন সমুদ্রের কোন দ্বীপে পৌছে গিয়েছিল, সেখানে তার সাথে এক মহিলার সাক্ষাত হল, মহিলা তার চুল টানতে ছিল, মহিলাকে জিজ্ঞেস করল তুমি কে? সে উত্তরে বললঃ দাজ্জালের শুণ চর, তুমি এদিকে আস, আমি ঐ ঘরে চলে গেলাম ওখানে আমি এক ব্যক্তিকে দেখেছি যে, তার চুল টানতে ছিল এবং সে জিঞ্জীৱাবদ্ধ ছিল, আকাশ ও যমিনের মাঝে উঠানামা করছিল, আমি জিজ্ঞেস করলাম কে তুমি? সে বললঃ আমি দাজ্জাল, এরপর দাজ্জাল জিজ্ঞেস করল উমি নবীর আগমন ঘটেছে? আমি তার উত্তরে বললামঃ হ্যা, সে জিজ্ঞেস করল লোকেরা কি তার অনুসরণ করেছে না নাফরমানী করেছে? আমি বলালামঃ না অনুসরণ করেছে। দাজ্জাল বললঃ এটা তাদের জন্য ভাল”। (আবুদাউদ)¹⁷²

عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه في بحر الشام او بحر اليمن لا بل من قبل المشرف ما هو من قبل المشرف ما هو او ما يهدى الى المشرق
(رواه مسلم)

¹⁷² -কিতাবুল ফিতান, বাব ফিথাবরি জাসাসা(২/৩৬৩৬)

অর্থঃ “ফাতেমা বিনতে কাইস (রায়িয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সর্তক হও, দাজ্জাল সিরিয়া বা ইয়ামেনের সুমদ্রে আছে, (এর পর বললঃ) না বরং পূর্ব দিকে আছে, সে পূর্ব দিকে আছে, এর পর রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সীয় হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইশারা করল।” (মুসলিম)¹⁷³

নেটঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথমে সিরিয়া, পরে ইয়ামেনের কোন সমুদ্রের কথা বলে পরক্ষণেই দৃঢ়তার সাথে পূর্ব দিকের কোন সমুদ্রের কথা বলেছেন এটা ছিল ওহীর ভিত্তিতে।

¹⁷³ - কিতাবুল মালাহেম, বাব কিস্সাতুল জাসাসা।

من هو الدجال

দাজ্জাল কে?

মাসআলা-১৪৮৯ মদীনার ইহুদী বংশধর “সাফ” দাজ্জাল যে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু পরে মোরতাদ হয়ে গেছে।

মাসআলা-১৪৯৯ সাফের উপনাম ইবনে সাইয়াদ বা ইবনে সায়েদ।

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال لي ابن صائد فأخذتني منه ذمامه هذا عذرت الناس مالي ولكم يا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الم يقل نبى الله صلى الله عليه وسلم انه يهودى وقد حججت قال فما زال حتى كاد ان يأخذنى قوله قال فقال اما والله انى لاعلم الان حيث هو اعرف اباه امه قال وقيل له اليس انك ذاك الرجل قال فقال لو عرض على ما كرهت (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু সাঈদ খুদরী (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ইবনে সায়েদ আমাকে কিছু কথা বললঃ যে কারণে আমার লজ্জা লেগেছে, সে বললঃ যে আমি আমার ব্যাপারে লোকদেরকে বলেছি যে, আমি দাজ্জাল নই; কিন্তু হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরা সাহাবাগণ ! তোমরা কি আমার ব্যাপারে জাননা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি তোমাদেরকে বলে নাই, যে দাজ্জাল ইহুদী হবে কিন্তু আমিতো মুসলমান, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দাজ্জালের সন্তান থাকবে না, আমার সন্তান আছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন দাজ্জালের জন্য মকায় প্রবেশ হারাম, আমিতো হজ্জ করেছি। সে এমন কথা বলতে ছিল আমি প্রায় তা বিশ্বাস করে নিয়ে ছিলাম, কিন্তু সাথে সাথেই সে বললঃ আল্লাহর কসম ! আমি ভাল করে জানি যে এসময় দাজ্জাল কোথায় আছে, তার পিতা-মাতাকেও আমি চিনি। লোকেরা ইবনে সায়েদকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি পছন্দ কর যে তুমিই দাজ্জাল, সে বললঃ যদি আমাকে বানানো হয় তাহলে আমি তা অপছন্দ করব না।” (মুসলিম)¹⁷⁴

عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررتنا بصبيان فيهم ابن صياد ففر الصبيان وجلس ابن صياد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك فقال له النبي صلى الله

¹⁷⁴ - কিতাবুল ফিতান আশরাতুসসায়া, বাব যিকর ইবন সাইয়াদ।

عليه وسلم تربت يداك اتشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بل تشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضى الله عنه ذرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقتلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكن الذي ترى فلن تستطيع قتلها (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি বাচ্চাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, আর তাদের মধ্যে ইবনে সাইয়াদও ছিল। সমস্ত বাচ্চারা চলে গেল; কিন্তু ইবনে সাইয়াদ বসেছিল, তিনি বিষয়টি ভাল চোখে দেখলেন না, তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমার হাত ধূলায় ধূলার্থিত হোক, তুমি কি এ সাক্ষ্য দিছ যে আমি আল্লাহর রাসূল? সে বললঃ না, এরপর ইবনে সাইয়াদ বললঃ তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে আমি আল্লাহর রাসূল? সে বললঃ না। এরপর ইবনে সাইয়াদ বলতে লাগল তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল? উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহ) বললঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ আমাকে অনুমতি দিন আমি তাকে হত্যা করে ফেলি। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ যদি সে ঐ ব্যক্তি হয় যার ব্যাপারে তুমি সন্দেহ করছ, (দাজ্জাল) তাহলে তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না। আর যদি সে অন্য কেউ হয়, তাহলে তাকে কতল করার মধ্যে কোন ফায়দা নেই।” (মুসলিম)¹⁷⁵

নোটঃ উলামাদের বিশ্লেষণ মতে ইবনে সাইয়াদ ঐ দাজ্জাল যাকে ফেরেশ্তাগণ কোন দ্বিপে আটকিয়ে রেখেছেন, কিয়ামতের পূর্বে সে আত্মপ্রকাশ করবে। যদিও সে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেছে এবং মক্কায় হজ্জ করেছে; কিন্তু পরে সে মোরতাদ হয়ে গেছে, যখন সে ফেতনা সংষ্টি করার উদ্দেশ্যে আসবে তখন মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, যা পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন”।

¹⁷⁵ - কিতাবুল ফিতান আশরাতুসসায়া, বাব যিকর ইবন সাইয়াদ।

حلية الدجال

দাজ্জালের আকৃতি

মাসআলা-১৫০৪ দাজ্জালের এক চোখ অঙ্ক হবে আর তার মাথার চুল থাকবে কোঁকড়ানো
সে লাল বর্ণের হবে তার শরীর হবে মোটাঃ

عن ابن عمر رضي الله عنهم ما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم اطوف بالکعبه فإذا رجل آدم سبط الشعرينطف او يهراق رأسه ماء قلت من هذا قالوا ابن مريم ثم ذهبت التقت فإذا رجل جسم أحمر جعد الرأس اعور العين كان عينه عنبة طافية قالوا هذا الدجال
(رواه البخاري)

অর্থঃ “ইবনে উমার (রায়িয়াল্লাহু আনহুমা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, আমি কা’রা ঘর তাওয়াফ করছি, হঠাৎ করে দেখতে পেলাম এক জন কল বর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি, চুলগুলো সোজা, তার চুল দিয়ে পানি ঝরছিল মনে হচ্ছিল যেন এখনই গোসল করে এসেছে, আমি জিজেস করলাম এটা কে? তারা বললঃ ঈসা (আঃ) এর পর আমি অন্য দিকে তাকিয়ে এক জন লাল বর্ণের মোটা লোক দেখতে পেলাম, যার মাথার চুল গুল ছিল কোকড়ানো, চোখ অঙ্ক, দেখে মনে হচ্ছিল কোন ফুলা আঙ্গুরের ন্যায়। আমি জিজেস করলাম এটা কে? তারা বললঃ দাজ্জাল”। (বোখারী)^{۱۷۶}

মাসআলা-১৫১৪ দাজ্জালের উভয় চোখের মাঝে কাফের লিখা থাকবেঃ

عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثت نبي إلا انذر أمهه
الاعور الكذاب إلا انه اعور وان بين عينيه مكتوب كافر (رواه البخاري)

অর্থঃ “আনাস (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ এমন কোন নবী আসে নাই যে, তার উম্মতদেরকে মিথ্যা অঙ্ক থেকে সতর্ক করে নাই, সাবধান সে অঙ্ক; কিন্তু তোমাদের রব অঙ্ক নয়। আর দাজ্জালের উভয় চোখের মাঝে লিখা থাকবে কাফের।” (বোখারী)^{۱۷۷}

মাসআলা - ১৫২৪ দাজ্জালের মাথায় প্রচুর চুল থাকবেঃ

^{۱۷۶} - কিতাবুল ফিতান বাব যিকর দাজ্জাল ;

^{۱۷۷} - কিতাবুল ফিতান বাব যিকর দাজ্জাল ;

عن حذيفة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال اعور عين
اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فاره جنة وجنته نار (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ “হ্যাইফা (রায়িয়াল্লাহু আনহ)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দাজ্জালের বাম চোখ অঙ্ক হবে, তার মাথায় প্রচুর চুল থাকবে, তার সাথে জান্নাত ও জাহানাম থাকবে, ছশিয়ার তার জাহানাম জান্নাত হবে, আর তার জান্নাত জাহানাম হবে।” (ইবনে মায়া) ¹⁷⁸

فتنة الدجال

দাজ্জালের ফিতনা

মাসআলা-১৫৩৪ দাজ্জালের নিকট জান্নাত ও জাহানাম থাকবে মূলত তার জাহানাম হবে
জান্নাত আর জান্নাত হবে জাহানামঃ

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم عن
الدجال حدثنا محدث نبلى قومه انه اعور وانه يجئ معه مثل الجنة والنار فالتي يقول انها الجنة
هي النار (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু হৱাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন কথা বলব না, যা ইতিপূর্বে কোন নবী তাঁর উম্যতদেরকে বলে নাই, আর তাহল দাজ্জাল অঙ্ক হবে, আর সে তার সাথে জান্নাত ও জাহানাম নিয়ে আসবে, তবে তার জান্নাত হবে জাহানাম আর জাহানাম হবে জান্নাত।” (মুসলিম) ¹⁷⁹

عن حذيفة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال ان معه ماء او نار
فاره ماء بارد ومائه نار فلا تهلكوا (رواه مسلم)

অর্থঃ “হ্যাইফা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা
করেছেন, তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছেনঃ তার সাথে পানি এবং আগুন থাকবে, মূলতঃ তার

¹⁷⁸ -কিভাবুল ফিতান বাব ফিতনাতুদ্দাজ্জাল ওয়া খুরঞ্জু ঈসা ইবনে মারইয়াম।

¹⁷⁹ - কিভাবুল ফিতান আশরাতুসসায়া, বাব যিকর দাজ্জাল।

আগুন হবে ঠান্ডা পানি আর তার পানি হবে আগুন। হশিয়ার নিজে নিজেকে ধৰ্সের দিকে নিক্ষেপ করবে না”(মুসলিম)¹⁸⁰

মাসআলা-১৫৪ঃ দাঙ্গালের নিকট পানি থাকবে যা মূলত আগুন হবে আর তার সাথে আগুন থাকবে যা মূলত মিষ্টি পানি হবেঃ

عَنْ حَدِيفَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقَالَ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّجَالَ يَخْرُجُ وَإِنَّهُ مَاءٌ وَنَارٌ فَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَاءٌ فَنَارٌ تَحْرِقُ وَمَا يَرَاهُ الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلَيَقِعَ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا فَمَاءٌ عَذْبٌ طَيْبٌ (رواه مسلم)

অর্থঃ “হ্যাইফা (রায়িয়াল্লাহু আন্হ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দাঙ্গাল যখন আসবে তখন তার সাথে পানি এবং আগুন থাকবে, লোকেরা যা পানি মনে করবে মূলত তাহবে জলত আগুন, আর লোকের যা আগুন মনে করবে তাহবে ঠান্ডা ও সুমিষ্টি পানি। অত এব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তা পাবে তার উচিত আগুনে প্রবেশ করা কেননা তাহবে সুমিষ্টি ও পবিত্র পানি।” (মুসলিম)¹⁸¹

মাসআলা-১৫৫ঃ দাঙ্গালের নির্দেশে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে মাটি থেকে ঘাস ও ফসল উৎপন্ন হবে চতুর্পদ প্রাণীরা আগের চেয়ে বেশি দুখ দিবেঃ

عَنْ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّجَالَ ذَاتَ غَدَاءٍ، قَلَّنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اسْرَاعَهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدَبَرَتِهِ الرِّيحُ فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَحْبُّونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتَمْطِرُ وَالْأَرْضُ فَتَبْتَرِبُ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتِهِمْ أَطْوَلُ مَا كَانَتْ ذَرَى وَاسْبِغَهُ ضَرُوعًا وَامْدَهُ خَوَاصِرًا ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمُ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرْدُونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيَصْبِحُونَ مَحْلِينَ لِيُسْبِّبُوا شَيْءًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمْرُّ بِالْخَرْبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرَجِيْ كَنْوَزَكَ فَتَتَبَعِّهِ كَنْوَزَهَا كَيْعَاسِيبُ النَّجْلِ (رواه مسلم)

অর্থঃ “নাওয়াস বিন সামআন (রায়িয়াল্লাহু আন্হ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা দাঙ্গালের কথা আলোচনা করছিলেন, আমরা জিজেস করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহু! পৃথিবীতে তার ভ্রমন কত দ্রুত হবে? তিনি বলেনঃ ঐ মেঘের ন্যায় যাকে পিছন থেকে বাতাশ তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। সে এক এলাকায় এসে এলাকাবাসীকে তার

¹⁸⁰ - কিতাবুল ফিতান আশরাতুসসায়া, বাব যিকর দাঙ্গাল।

¹⁸¹ - কিতাবুল ফিতান আশরাতুসসায়া, বাব যিকর দাঙ্গাল।

প্রতি ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দিবে, তারা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তার কথা শুনবে, তখন সে আকাশকে নির্দেশ দিবে তখন বৃষ্টি হতে থাকবে। মাটিকে নির্দেশ দিবে তখন মাটি থেকে ফল ও ফসল উৎপন্ন হতে শুরু করবে। সন্ধার সময় লোকের তাদের চতুর্শিষ্ঠ জন্ম নিয়ে ঘাঠ থেকে ফিরে আসবে, প্রাণীদের চুটি আগের চেয়ে উঁচু মনে হবে, স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকবে, রান মোটা হবে, এরপর সে অন্য এলাকায় যাবে তাদেরকেও তার প্রতি ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দিবে; কিন্তু তারা তার দাওয়াত কবুল করবে না, তখন দাজ্জাল সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাবে, আর তাদের ওপর তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। তাদের নিকট তাদের সম্পদের কিছুই থাকবে না। দাজ্জাল কোন মরণভূমিতে চলে যাবে এবং জমিনকে নির্দেশ দিবে যে, তুমি তোমার ভান্ডারসমূহ উন্মুক্ত করে দাও। তখন যমিন এমনভাবে তার ভান্ডারসমূহ উন্মুক্ত করে দিবে যে, যেমন মৌচাকে মাছিরা বড় মাছির নিকট জমাট বেঁধে থাকে”।(মুসলিম)¹⁸²

মাসআলা-১৫৬৪ দাজ্জালের আগমনের পর কারো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা তার কোন কাজে আসবেনা:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسها ايمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال و دابة الأرض (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তিনটি বিষয় প্রকাশ পাওয়ার পর যে ইতিপূর্বে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে নাই, তখন সে ঈমান আনলে, তা তরা কোন কাজে আসবে না। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হওয়া। দাজ্জালের আগমন, দাক্কাতুল আরয (মাটিথেকে প্রাণীর আগমন”। (মুসলিম)¹⁸³

¹⁸² - কিতাবুল ফিতান আশরাতুসসায়া, বাব যিকর দাজ্জাল।

¹⁸³ - কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ান আঘ্যামন আল্লায়ি লাইয়াকবালু ফিহি ল ঈমান।

شدة فتنة الدجال

দাজ্জালের কঠিন ফিতনা

মাসআলা-১৫৭৪ আদম (আঃ) থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের ফেতনার চেয়ে বড় আর কোন ফিতনা হবে নাঃ

عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق ادم الى قيام الساعة خلق اكبر من الدجال (رواه مسلم)

অর্থঃ “হিশাম বিন আমের (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ আদম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহুর সৃষ্টির মধ্যে, দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে বড় আর কোন ফিতনা হবে না”। (মুসলিম)¹⁸⁴

মাসআলা-১৫৮৪ দাজ্জালের ফিতানার ভয়ে আয়েশা (রায়িয়াল্লাহু আনহা) কাঁদতে ছিলেনঃ
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي
فقال ما يبكيك؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت الدجال فبككت فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان يخرج وانا فيكم كفيتهم وان يخرج بعدى فان ربككم ليس باعور (رواه
احمد)

অর্থঃ “আয়শা (রায়িয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা আমার নিকট আসলেন, আমি তখন কাঁদতে ছিলাম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন কাঁদতেছ? আমি বললামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহু দাজ্জালের কথা স্মরণ হল, তাই আমি কাঁদতেছি। তিনি বললেনঃ যদি আমার বর্তমানে দাজ্জাল আসে, তাহলে তোমাদের সকলের পক্ষ থেকে আমিই তার জন্য যথেষ্ট হব; কিন্তু যদি সে আমার পরে আসে তাহলে জেনে রাখ তোমাদের রব অঙ্গ নয়।” (আহমদ)¹⁸⁵

মাসআলা-১৫৯৪ দাজ্জালের যামানা যারা পাবে তাদেরকে তার সামনা সামনি হওয়া থেকে সর্তক থাকার নির্দেশঃ

184 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া, বাব বাকিয়া মিন আহাদিস আদ্দজ্জাল।

185 - মাজমাউয্যাওয়ায়েদ (৭/৬৫৬) কিতাবুল ফিতান, বাব মাযায়া ফিদাজ্জাল হাদীস নং-১২৫১২।

عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع بالدجال فلینا عنہ فوائلہ ان الرجل لیأتیه وهو یحسب انه من فیتبعه ما یبعث به من الشبهات او لما یبعث به من الشبهات (رواه ابو داود)

অর্থঃ “ইমরান বিন হুসাইন (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দাজ্জালের আগমন সম্পর্কে জানতে পারবে, সেখেন তার সামনে আসা থেকে দূরে থাকে, আল্লাহর কসম! যখন কোন ব্যক্তি তার সামনে আসবে সে মনে করবে যে, সে মুমেন ব্যক্তি, তাকে যে সমস্ত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা দেখে লোকেরা তার কথা মানতে শুরু করবে।” (আবুদাউদ)¹⁸⁶

মাসআলা-১৬০৪ দাজ্জালের ফিতনার ভয়ে মুসলমানরা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিবেঃ

عن ام شريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليفرن الناس من الدجال في الجبال قالت ام شريك: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين العرب يومئذ؟ قال هم قليل (رواه مسلم)

অর্থঃ “উম্মু সুরাইক (রায়িয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেনঃ লোকেরা দাজ্জালের ভয়ে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিবে। উম্মু সুরাইক জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহু! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দিন আরব মুসলমানরা কোথায় থাকবে? তিনি বললেনঃ তারা সেদিন সংখ্যায় কম হবে।” (মুসলিম)¹⁸⁷

মাসআলা-১৬১৪ দাজ্জালের ফিতনা এত ব্যাপক হবে যে মক্কা ও মদীনা ব্যতীত পৃথিবীর আর কোন শহর তার ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে নাঃ

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد لا سيطاه الدجال الا مكة والمدينة وليس نقب من انقاها الا عليها الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسيخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج اليه منها كل كافر و منافق (رواه مسلم)

¹⁸⁶ - کیتابوں مالاہم، باب خُرُوجُ الدِّجَال (۲/۳۶۲۹)

¹⁸⁷ - کیتابوں فیتاناں باب کیسماں تولی جامساں ।

অর্থঃ “আনাস বিন মালেক (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ মক্কা ও মদীনা ব্যক্তিত এমন কোন শহর নেই, যেখানে দাজ্জাল প্রবেশ করবে না, ফেরেশ্তাগণ মক্কা ও মদীনার রাস্তাসমূহে লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং এ উভয় শহর সংরক্ষণ করবে। দাজ্জাল মদীনার নিকটে পৌছলে মদীনায় তিনি বার ভূমিকম্প হবে, এতে মদীনার মুনাফেক ও কাফেররা সেখান থেকে বের হয়ে দাজ্জালের নিকট চলে আসবে”। (মুসলিম)¹⁸⁸

مدة الفتنة

দাজ্জালের ফিতনার মেয়াদ

মাসআলা-১৬২ঃ আমাদের দিন রাতের হিসেবে দাজ্জালের ফিতনার মিয়াদ হবে একশ বছর দুই মাস দুই সপ্তাহঃ

عَنْ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّجَالَ ذَاتَ غَدَاءٍ فَقَالَ يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبِتُوا قَلْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَبِثَهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ أَرْبَاعُونَ يَوْمًا يَوْمَ كَسْنَةٍ وَيَوْمَ كَشْهُرٍ وَيَوْمَ كَجْمَعَةٍ وَسَائِرَ أَيَامِهِ كَأَيَامِكُمْ قَلْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسْنَةٌ اتَّكَفَنَا فِيهِ صَلْوَاتُهُ يَوْمٌ قَالَ لَا؟ أَقْدَرُوا هُوَ الْقَدْرُ (رواه مسلم)

অর্থঃ ‘নাওয়াস বিন সামআ’ন (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা দাজ্জালের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বললেনঃ হে আল্লাহর বান্দা অট্টল থাক আমি বললামঃ দাজ্জাল কত দিন পৃথিবীতে থাকবে? তিনি বললেনঃ চাহিল দিন, যার মধ্যে প্রথম দিন এক বছরের ন্যায় হবে, দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান হবে, তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। এর পর ৩৭ দিন তোমাদের সাভাবিক দিন ও রাতের ন্যায় হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), প্রথম দিন যা এক বছরের সমান হবে, সে সময় কি পাঁচ ওয়াক্ত নামায়ই যথেষ্ট হবে? তিনি বললেনঃ না, নিজেদের দিন রাত অনুমান করে নামায আদায় করবে।’ (মুসলিম)¹⁸⁹

¹⁸⁸ - কিতাবুল ফিতান বাব কিস্সাতুল জাসাসা ।

¹⁸⁹ - কিতাবুল ফিতান বাব জিকর দাজ্জাল ।

متبوع الدجال

দাজ্জালের ভক্তরাঃ

মাসআলা-১৬৩৪ ইরানের ইস্পাহান শহরের সন্তুর হাজার ইহুদী দাজ্জালের ভক্ত হবেঃ

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود اصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة (رواه مسلم)

অর্থঃ “আনাস বিন মালেক (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ইরানের ইস্পাহান শহরের সন্তুর হাজার ইহুদী কাল চাদর পরিহিত অবস্থায় দাজ্জালের সাথী হবে।” (মুসলিম)¹⁹⁰

মাসআলা-১৬৪৪ মোটা ও প্রশস্ত চেহারা সম্পন্ন লোকেরা দাজ্জালের প্রতি ঈমান আনবেঃ

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال يخرج من ارض بالشرق يقال لها خرسان يتبعه اقوام كان وجوههم المطرقة (رواه الترمذى)

অর্থঃ “আবু বকর সিদ্দীক (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দাজ্জাল পূর্ব দিকের এক স্থান থেকে আসবে, স্থানটির নাম খোরাসান, এক দল লোক তার অনুসরণ করবে, যাদের চেহারা হবে চামড়ার ঢালের ন্যায় (মোটা ও প্রশস্ত)” (তিরিমিয়ী)¹⁹¹

মাসআলা-১৬৫৪ কাফের ও মুনাফেকরাও দাজ্জালে অনুসরণ করবেঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ১৬১ নং মাসআলা দ্রঃ।

¹⁹⁰ - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসুস্যায়। বাব জিকর দাজ্জাল।

¹⁹¹ - আবওয়াবুল ফিতান, বাব মাযায়া মিন আইনা ইয়াখরুজু দাজ্জাল (২/১৮২৪)

الجهاد على الدجال

দাজ্জালের বিরোধে যুদ্ধ

মাসআলা-১৬৬৪ আকাশ থেকে আগমনের পর ঈসা (আঃ) মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে দাজ্জাল ও তার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করবে তাতে মুসলমানদের বিজয় হবে আর দাজ্জাল ঈসা (আঃ) এর হাতে ‘লুদ’ নামক স্থানে নিহত হবেঃ

عن سمعان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهروذتين واضعا كفيه على اجنحة ملكين اذا طأطا رأسه قطر واذا رفعه تحدى منه جمان كاللؤلؤ فلا يحمل لكافر بجد ريح نفسه الا مات و نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبها حتى يدركه بباب له فيقتله (رواه مسلم)

অর্থঃ “সামআ’ন (রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইই ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যখন আল্লাহ মাসিহ ইবনে মারইয়াম কে পাঠাবেন, তখন তিনি দিমাশকের পূর্ব দিকে মসজিদের সাদা মিনারার নিকট নিজের দু’হাত দু’ফেরেশ্তার কাঁধে রেখে আসবে, যখন ঈসা (আঃ) তাঁর মাথা নাড়বেন, তখন তাঁর মাথা থেকে পানি পড়বে, যখন তিনি তাঁর মাথা উঠাবেন তখন চাঁদির মুতির ন্যায় সাদা সাদা বিন্দু তাঁর মাথায় চমকাবে, তাঁর নিঃশ্বাস যে কাফেরের গায়ে পড়বে তারা মরে যাবে। ঈসা (আঃ) এর নিঃশ্বাসের প্রতিক্রিয়া ততদূর পর্যন্ত থাকবে যতদূর পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি পড়বে। আকাশ থেকে অবতরণের পর ঈসা (আঃ) দাজ্জালে খুঁজবেন এবং লুদ নামক স্থানে তাকে তিনি হত্যা করবেন”। (মুসলিম)¹⁹²

মাসআলা-১৬৭৪ দাজ্জালের সাথে মোকাবেলা করার জন্য মুসলমানরা ‘সাওতা’ নামক স্থানে তারু স্থাপন করবেঃ

عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال ان قسطاط المسلمين يوم الملحمة، بالغوطة الى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام (رواه أبو داود)

অর্থঃ “আবু দারদা (রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইই ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করার জন্য, মুসলমানরা দিমাশকের

¹⁹² - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া। বাব জিকর দাজ্জাল।

নিকটবর্তী গাওতা নামক স্থানে তারু স্থাপন করবে, আর দিমাশক সিরিয়ার নগরীসমূহের মধ্যে উভয় নগরী”।(আবুদাউদ)¹⁹³

মাসআলা-১৬৮৪ ঈসা (আঃ) নিজে দাজ্জালকে স্থীয় তীর দিয়ে হত্যা করবেনঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيَنْزَلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَإِذَا رَأَاهُ عَدُوُّ اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذَابُ الْمَلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكْهُ لَا نَذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يَقْتَلُهُ اللَّهُ بِيَدِهِ فَيَرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبِهِ (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রাধিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ঈসা (আঃ) আগমন করার পর মুসলমানদের নামাযে ইমামতি করবেন, এর পর যখন আল্লাহর দুশ্মন দাজ্জাল ঈসা (আঃ) কে দেখবে, তখন সে এমনভাবে মিশে যেতে থাকবে যেমন লবন পানিতে মিশে যায়, ঈসা (আঃ) যদি তাকে ছেড়েও দেন তবুও সে মারা যাবে, কিন্তু আল্লাহ তাকে ঈসা (আঃ) এর হাতে হত্যা করাবেন। আর ঈসা (আঃ) স্থীয় তীরে দাজ্জালের রক্ত লোকদেরকে দেখাবেন”। (মুসলিম)¹⁹⁴

মাসআলা-১৬৯৪ জর্ডান সাগরের নিকটও দাজ্জালের সাথে ঈমানদারদের যুদ্ধ হবেঃ

عَنْ نَهِيْكِ بْنِ صَرِيْمِ السَّكُونِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَقَاتِلِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَقْاتِلُوكُمُ الدِّجَالُ عَلَى نَهْرِ الْأَرْدَنِ إِنْتُمْ شَرْفِيَّةٌ وَهُمْ غَرْبِيَّةٌ (رواه الطبراني والبزار)

অর্থঃ “নুহাইক বিন সুরাইম আস্সাকুনী (রাধিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা মুশরেকদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, এমন কি তোমাদের পরবর্তী লোকেরা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে। জর্ডান সাগরের পূর্ব তীরে তোমরা অবস্থান করবে, আর দাজ্জালের সৈন্যরা থাকবে পশ্চিম তীরে”। (তুবারানী)¹⁹⁵

মাসআল-১৭০৪ দাজ্জাল বিরোধী যুদ্ধে একজন ইহুদীও বেঁচে থাকবে না এমনকি কোন পাথর বা গাছের আড়ালে যদি কোন ইহুদী লুকিয়ে থাকে তাহলে ঐ পাথর বা গাছ বলতে থাকবে যে হে মুসলিম আমার পিছনে ইহুদী লুকিয়ে আছে তাকে হত্যা করঃ

193 -কিতাবুল মালাহেম, বাব ফিল মা'কাল মিনাল মালাহেম (৩/৩৬১)

194 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস সায়া।

195 -মাজমাউয়্যাওয়ায়েদ, (৭/৬৬৮) কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং-১২৫৪২।

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبى اليهود من وراء الحجر او الشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودى خلفى فتعال فاقتله الا الغرق فانه من شجر اليهود (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না, মুসলমান ইহুদীদের বিরোক্তে যুদ্ধ না করবে এবং সেখানে মুসলমানরা ইহুদীদেরকে হত্যা করবে, এমনকি কোন ইহুদী যদি কোন পাথর বা গাছের আড়ালে আশ্রয় নেয়, তাহলে সে পাথর বা গাছ বলতে থাকবে যে, হে মুসলিম হে আল্লাহর বান্দা, আমার পিছনে ইহুদী লুকিয়ে আছে আস তাকে হত্যা কর, তিনি বললেনঃ তবে গারকাদ নামক বৃক্ষ তা বলবে না কেননা এটা ইহুদীদের পক্ষাবলম্বনকারী বৃক্ষ।” (মুসলিম)¹⁹⁶

মাসআলা-১৭১৪ ঈসা (আঃ) এর সাথী হয়ে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদঃ

عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابة من احرزهما الله من النار عصابة تنزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم (رواه النسائي)

অর্থঃ “রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আয়াদকৃত গোলাম, সাওবান (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমার উম্মতের দু'টি দলকে আল্লাহু জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। তাদের একটি দল ভারতের বিরোক্তে যুদ্ধ করবে, আর অপরটি ঈসা (আঃ) এর সাথী হয়ে (দাজ্জালের) বিরোক্তে যুদ্ধ করবে”। (নাসায়ী)¹⁹⁷

মাসআলা-১৭২৪ উম্মত মোহাম্মদীর সর্বশেষ যুদ্ধ হবে দাজ্জালের বিরুদ্ধে এরপর জিহাদ বন্ধ হয়ে যাবেঃ

¹⁹⁶ - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস সায়া।

¹⁹⁷ - কিতাবুল জিহাদ, বাব গায়ওয়াতির হিন্দ(২/২৯৭৫)

عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال
(رواه ابو داود)

অর্থঃ “ইমরান বিন হুসাইন (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আমার উম্মতের একটি দল, সর্বদা সত্যের ওপর জিহাদ করতে থাকবে এবং তারা তাদের বিরোধীদের ওপর বিজয়ী হবে, এমনকি আমার উম্মতের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের বিরোধে জিহাদ করবে” (আবুদাউদ)¹⁹⁸

لَا يَدْخُلُ الدِّجَالَ مَكَةُ الْمَكْرَمَةِ وَالْمَدِينَةُ الْمُنُورَةُ দাজ্জাল মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না

মাসআলা-১৭৩ঃ মদীনায় প্রবেশের সাতটি রাস্তার প্রতিটিতে আল্লাহ দু'জন কঙে ফেরেশ্তা নিয়োগ কঙে রাখবেন তারা দাজ্জালকে মদীনায় প্রবেশ করতে দিবে নাঃ

عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَا يَدْخُلُ الدِّجَالَ رَبِيعَ
المسيح الدجال ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان (رواه البخاري)

অর্থঃ “আবু বাকরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ মাসিহদাজ্জালের আতন্ক মদীনায় আসবে না, সে দিন তার সাতটি প্রবেশ পথ থাকবে, প্রত্যেক পথে দু'জন কঙে ফেরেশ্তা (পাহাড়া) দিবে”।(বোখারী)¹⁹⁹

মাসআলা-১৭৪ঃ মক্কায়ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না তার সংরক্ষণেও আল্লাহ ফেরেশ্তা নিয়োগ করবেনঃ

নেটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ১৬১ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা - ১৭৫ঃ খোরাসান থেকে বের হওয়ার পর দাজ্জাল মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হবে উহুদ পাহাড়ের নিকট পৌছার পর ফেরেশ্তা তার মুখ সিরিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দিবে তখন সে ঐ দিকে চলতে থাকবে এবং ওখানেই নিহত হবেঃ

¹⁹⁸ -কিতাবুল জিহাদ, বাব ফি দাওয়ামিল জিহাদ। (২/২১৭০)

¹⁹⁹ -কিতাবুল ফিতান বাব যিকর দাজ্জাল।

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق همه المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهناك يهلك (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দাজ্জাল পূর্ব দিক থেকে আসবে এবং তার লক্ষ্য থাকবে মদীনা, কিন্তু উহুদ পাহাড়ের নিকট পৌছার পর ফেরেশ্তা তার চেহারা সিরিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দিবে এবং সে ওখানেই নিহত হবে।” (মুসলিম)²⁰⁰

يحفظ الله أهل الإيمان من فتنة الدجال

আল্লাহ ঈমানদারদেরকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সংরক্ষণ করবেনঃ

মাসআলা-১৭৬ঃ ঈমানদারদেরকে আল্লাহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা করবেনঃ

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأله أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مسألت قال (وما ينصبك منه انه لا يضرك قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يقولون ان معه الطعام والانهار قال هو اهون على الله من ذلك (رواه مسلم)

অর্থঃ “মুগীরা বিন শো'বা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ দাজ্জাল সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে যতটা জিজেস করেছি ততটা আর কেউ তাঁকে জিজেস করে নাই, তিনি বলেনঃ তুমি এব্যাপারে এতটা চিন্তা কেন করছ, সে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি জিজেস করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকেরা বলে তার নিকট খাবার ও নদী থাকবে? তিনি বলেছেনঃ তার নিকট যাই থাকুক না কেন তা আল্লাহুর নিকট খুবই তুচ্ছ”। (মুসলিম)²⁰¹

মাসআলা-১৭৭ঃ আল্লাহর রহমতে অশিক্ষিত ঈমানদাররাও দাজ্জালের কপালে “কাফের” শব্দ দেখে তাকে চিনতে পারবেও

²⁰⁰ - কিতাবুল হাজ্জ, বাব সিয়ানাতুল মাদীনা মিন দুখুলি ত্বাউন ওয়াদাজ্জাল ইলাইহা।

²⁰¹ - কিতাবুল ফিতন ওয়া আশরাতিস্সায়া। বাব জিকর দাজ্জাল।

عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدجال مسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب او غير كاتب (رواه مسلم)

অর্থঃ “ভ্যাইফা (রায়িয়াল্লাহ আন্ত) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দাজ্জালের একটি চোখ অঙ্ক হবে এবং তার ওপর ফোলা চামড়া থাকবে, তার উভয় চোখের মাঝে লিখা থাকবে “কাফের” যা শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত মুমিন পড়তে পারবে”। (মুসলিম)²⁰²

মাসআলা-১৭৮৪ যারা দাজ্জালকে চিনে স্থীর ঈমানের ওপর অটল থাকবে তাদের ওপর তার চক্রান্ত কাজ করবে না:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السياخ التي تلى المدينة فيخرج اليه يومئذ رجل وهو خير الناس او من خير الناس فيقول له اشهد انك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال ارأيت ان قتلت هذا ثم احييته اتشكون في الامر فيقولون لا قال فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط اشد بصيرة مني الان قال فيزيد الدجال ان يقتله فلا يسلط عليه (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু সাইদ খুদরী (রায়িয়াল্লাহ আন্ত) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যেহেতু দাজ্জালের জন্য মদীনায় প্রবেশ করা হারাম, তাই সে মদীনার নিকটবর্তী কোন স্থানে অবতরণ করবে, তখন মদীনা বাসীদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি দাজ্জালের নিকট যাবে এবং বলবেঃ আমি সাক্ষ দিছি যে তুমই দাজ্জাল, যে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বলে গেছেন, তখন দাজ্জাল বলবে যদি আমি এ ব্যক্তিকে হত্যা করে আবার জিবীত করি, তাহলে আমি দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে কি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকবে? লোকেরা বলবেঃ না। তখন দাজ্জাল তাকে হত্যা করে আবার জিবীত করবে, ঐ ব্যক্তি বলবেঃ আল্লাহর কসম! এখন আমার আরো দৃঢ় বিশ্বাস হল যে তুমই দাজ্জাল, দাজ্জাল তাকে আবারও হত্যা করতে চাইবে কিন্তু পারবে না। (মুসলিম)²⁰³

202 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া। বাব জিকর দাজ্জাল।

203 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া। বাব জিকর দাজ্জাল।

মাসআলা-১৭৯৪ দাজ্জাল এক মুমেন ব্যক্তিকে করাত দিয়ে চিড়ে দুটুকরা করে দিবে এর পর তাকে জীবিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিবে সে জীবিত হওয়ার পর দাজ্জাল তাকে আবারও হত্যা করতে চাইবে তখন আল্লাহ এই মুমেনের শরীর পিতল করে দিবেন তখন দাজ্জাল তাকে আর হত্যা করতে পারবে না:

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله مثل من المؤمنين فتلقاء المسالح مسالح الدجال فيقولون له اين تعمد فيقول اعمد الى هذا الذي خرج قال فيقولون له اوما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض اليه قد نهاكم ربكم ان تقتلوا احدا دونه قال فينطلقون به الى الدجال فإذا رأاه المؤمن قال يا ايها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيأمر الدجال به فيشج يقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا قال فيقول انت المسيح الكاذب قال فيأمر به فيؤشر بالمستشار من مفرقه حتى يفرق بين رجاليه قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوى قائما قال ثم يقول له اتؤمن بي؟ فيقول مازدت فيك الا بصيرة قال ثم يقول يا ايها الناس انه لا يفعل بعدى باحد من الناس قال فياخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبتيه الى ترقوته نحاسا فلا يستطيع اليه سبيلا قال فياخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسبه الناس انما قذفه الى النار واغلقى في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اعظم الناس شهادة عند رب العالمين (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু সাঈদ খুদরী (রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দাজ্জাল আসার পর মোমেনদের মধ্যে, এক ব্যক্তি তার দিকে আসতে থাকবে, রাস্তায় দাজ্জালের সশস্ত্র লোকদের সাথে তার সাক্ষাত হবে, তাকে তারা জিজেস করবে তুমি কোথায় যাচ্ছ? মোমেন উত্তরে বলবেঃ যে দাজ্জালের আগমন ঘটেছে তার নিকট যাচ্ছি। দাজ্জালের লোকেরা বলবে তুমি কি আমাদের রব (দাজ্জালের) প্রতি দীর্ঘাদেশ আন নাই? মুমেন ব্যক্তি উত্তরে বলবেঃ আমাদের রব অপরিচিত নন। দাজ্জালের লোকেরা বলবেঃ একে হত্যা কর। তখন তারা পরম্পরে বলতে থাকবে তোমাদের রব (দাজ্জাল) বলে নাই যে, তার অনুমতি ব্যতীত কাউকে হত্যা করবে না, তখন তারা মোমেন ব্যক্তিকে দাজ্জালের নিকট নিয়ে যাবে, যখন মুমেন ব্যক্তি দাজ্জালকে দেখবে তখন বলবেঃ হে লোকেরা এ এই দাজ্জাল যার কথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে বলে গেছেন, দাজ্জাল তার

লোকদেরকে নির্দেশ দিবে, তারা যেন এর মাথায় আঘাত করে, তারা তখন এ ব্যক্তির মাথায় আঘাত করবে। তারা তার পেট ও পিঠেও আঘাত করবে। এর পর দাজ্জাল তাকে জিজেস করবে, তুমি কি আমার প্রতি ঈমান আন নাই? উভরে মুমেন বলবেং তুমি মিথ্যক, দাজ্জাল। দাজ্জাল নির্দেশ দিবে তখন মুমেন ব্যক্তির পা থেকে মাথা পর্যন্ত করাত দিয়ে চিরে দু' টুকরা করে দেয়া হবে। দাজ্জাল এ দু'টুকরার নিকট এসে বলবে উঠ, দাঁড়া, তখন মুমেন ব্যক্তি উঠে দাঁড়াবে। দাজ্জাল জিজেস করবে তুমি কি আমার প্রতি ঈমান রাখ? মুমেন ব্যক্তি বলবেং তোমার এ আচরণ আমার ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করেছে (যে তুমই দাজ্জাল)। মুমেন ব্যক্তি ঘোষণা দিবে যে হে লোকেরা, আমার পর দাজ্জাল আর কারো সাথে এ আচরণ করতে পারবে না। দাজ্জাল তাকে আবারও হত্যা করার জন্য ধরবে, কিন্তু আল্লাহ মুমেন ব্যক্তির গলা পিতল করে দিবেন তখন দাজ্জাল তাকে হত্যা করতে পারবে না। দাজ্জাল তার হাত পা ধরে তাকে দূরে নিষ্কেপ করবে, লোকেরা মনে করবে দাজ্জাল তাকে জাহানামে নিষ্কেপ করল, মূলত সে জাহানাতে পতিত হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনং ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় শহীদ”। (মুসলিম)²⁰⁴

মাসআলা-১৮০৪ দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ দুনিয়াতেই জাহানাতে তাদের উচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ দিয়েছেনং

عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم
الدجال الغداة فقال ثم يأتي نبي الله عيسى قوم قد عصمهم الله فيمسح وجوههم ويحدثهم
بدرجاتهم في الجنة (رواه ابن ماجة)

অর্থং “নাওয়াস বিন সামআ’ন আল কালাবী (রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা দাজ্জালের কথা আলোচনা করতে ছিলেন, তিনি বললেনং এর পর আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) ঐ সমস্ত লোকদের নিকট আসবে, যাদেরকে আল্লাহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে সংরক্ষণ করেছেন। তিনি তাদেরকে সান্তনা দিবেন এবং তাদেরকে তাদের ঐ সম্মান সম্পর্কে অবগত করাবেন যা আল্লাহ তাদের জন্য জাহানাতে প্রস্তুত করে রেখেছেন”। (ইবনে মায়া)²⁰⁵

204 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া। বাব জিকর দাজ্জাল।

205 - আবওয়াবুল ফিতান বাব ফিতনাতুদ্দাজ্জাল ওয়া বুরজ ঈসা ইবনে মারইয়াম (২/৩২৯৩)

الاستعاذه من فتنه الدجال

দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার দুয়াঃ

মাসআলা-১৮১: দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য নিন্যোক্ত দুয়া পাঠ করা উচিতঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوا في الصلاة يقول اللهم انى اعوذبك من عذاب القبر واعوذبك من فتنة المسيح الدجال واعوذبك من المأثم والملجم (متفق عليه)

অর্থঃ “আয়শা (রায়িয়াল্লাহ আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযে (দরকাদ পাঠের পর) এ দুয়া পাঠ করতেন, “হে আল্লাহ তুমি আমাকে কবরের আয়াত, দাজ্জালের ফিতনা, জীবন ও মরনের ফিতনা, পাপ ও ঝণ থেকে রক্ষা কর।” (মোতাফাকু আলাই)²⁰⁶

মাসআলা-১৮২: সূরা কৃত্তাফের ১ম দশ আয়াত মুখ্যকারী ব্যক্তিও দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবেঃ

عن أبي الدرداء رضى الله عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال (رواوه أبو داود)

অর্থঃ “আবু দারদা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূরা কৃত্তাফের ১ম দশ আয়াত মুখ্যস্ত করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।” (আবুদাউদ)²⁰⁷

²⁰⁶ - আলমুল্লু ওয়াল মারযান খঃ১ম, হাদীস নং-৩৪৫।

²⁰⁷ - কিতাবুল মালাহেম, বাব খুরুজুদ্দাজ্জার (২/৩৬২৬)

نَزَولُ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمْ

ঈসা (আঃ) এর আগমন

মাসআলা-১৮৩ঃ ঈসা (আঃ) এর আগমন কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে একটি আলামতঃ

﴿وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْرُنُ بِهَا وَأَتَبْغُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (সুরা শুরুফ: ৬১)

অর্থঃ “সুতরাং তাহল কেয়ামতের নির্দর্শন। কাজেই তোমরা কেয়ামতে সন্দেহ কর না এবং আমার কথা মান, এটা এক সরল পথ।” (সূরা ষখরুফ-৬১)

মাসআলা-১৮৪ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন ঈসা(আঃ) এর নেতৃত্বে মুসলমানরা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেঃ

মাসআলা-১৮৫ঃ ঈসা (আঃ) এর শাসনামলে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণে হবে মানুষ পরম্পরে আভ্যরিক হবে হিংসা-বিদ্রো মোটেও থাকবে নাঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ لَيْزِلَنَّ إِبْرَاهِيمَ
حَكَمَ عَدْلًا فَلَيَكُسْرَنَ الْصَّلِيبَ وَلَيُقْتَلَنَ الْخَنْزِيرَ وَلَيُضْعَنَ الْجَزِيرَةَ وَلَيُتَرْكَنَ الْقَلَاصَ فَلَا يَسْعَى
عَلَيْهَا وَلَتَذَهَّبَنَ الشَّحْنَاءُ وَالْتَّبَاغْضُ وَالْتَّحَاسِدُ وَلَيُدْعَوْنَ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আন্হ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহর কসম! ঈসা ইবনু মারইয়াম ন্যায় পরায়ন বাদশাহ হিসেবে আসবে, অবশ্যই তিনি ক্রস ভেঙে দিবেন, গুয়র হত্যা করবেন, কর নিবেন না, মধ্যম বয়সী উট ছেড়ে দিবেন এগুলুকে কেউ খাটাবে না, মানুষের মাঝে হিংসা বিদ্রো থাকবে না, তিনি লোকদেরকে সম্পদ দিতে চাইবেন; কিন্তু নেয়ার মত কেউ থাকবে না”। (মুসলিম)²⁰⁸

মাসআলা-১৮৬ঃ ঈসা (আঃ) দামেশকের পূর্ব দিকে মসজিদের সাদা মিনারার পাশে উভয় হাত ফেরেশ্তার কাঁধে রেখে অবতরণ করবেনঃ

মাসআলা-১৮৭ঃ অবতরণের সময় ঈসা (আঃ) এর মাথার চুল থেকে পানির ফোটা মতির ন্যায় দেখা যাবে যখন তিনি মাথা নাড়াবেন তখন মনে হবে যেন পানির ফোটা পড়ছেঃ

²⁰⁸ -কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ান নয়ুল ঈসা ইবনে মারইয়াম।

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ১৬৬ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৮৮ঃ ইসা (আঃ) আসার পর পরই ইসলামের বিজয়ের জন্য জিহাদ করা শুরু করবেনঃ

মাসআলা-৮৯ঃ ইসা (আঃ)-এর শাসনামলে ইসলাম ব্যতীত সমস্ত ধর্ম শেষ হয়ে যাবে সারা দুনিয়ায় শুধু ইসলামের জয়গান চলতে থাকবেঃ

মাসআলা-১৯০ঃ ইসা (আঃ)-এর শাসনামল হবে চল্লিশ বছরঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ بِيَنِي وَبِنِي نَبِيٌّ وَإِنَّهُ
نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرُفُوهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحَمْرَاءِ وَالْبَيْاضِ بَيْنَ مَصْرَتَيْنِ كَانَ رَأْسَهُ يَقْطَرُ وَإِنَّهُ
يَصْبِهُ بَلْ فِي قِاتَلِ اَنْفَاسٍ عَلَى الْاِسْلَامِ فِي دِقَّ الصَّلِيبِ وَيَقْتَلُ الْخَنَزِيرَ وَيَضْعِفُ الْجَزِيرَةَ وَيَهْلِكُ اللَّهُ فِي
زَمَانِهِ الْمَلْلَ كُلُّهَا لَا اِسْلَامٌ وَيَهْلِكُ الْمَسِيحَ الدِّجَالَ فَيُمْكَثُ فِي الْارْضِ اَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَتَوَفَّ
فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَوَاهُ ابْوَدَاوَدُ)

অর্থঃ “আরু ছুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আমার ও তাঁর (ইসা আঃ) এর মাঝে আর কোন নবী নেই। ইসা (আঃ) আসবেন অতএব যখন তোমরা তাঁকে দেখবে(যখন নিন্যোক্ত আলামতের মাধ্যমে) তাকে চিনবে, তাঁর কাঁধ মধ্যম ধরণের হবে, রং লাল ও সাদার মাঝা মাঝি, তিনি হলুদ রংয়ের কাপর পরে থাকবেন। মাথার চুল দেখে মনে হবে যেন পানি পড়ছে অথচ তা হবে শুকন, লোকদের সাথে জিহাদ করবেন, যাতে করে তারা মুসলমান হয়, ত্রুশ ভেঙ্গে দিবেন, শুয়র হত্যা করবেন, কর প্রথা উঠিয়ে দিবেন। তাঁর শাসনামলে আল্লাহু ইসলাম ব্যতীত সমস্ত ধর্ম শেষ করে দিবেন, ইসা (আঃ) দাজ্জালকেও হত্যা করবেন, তাঁর শাসনামল চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এরপর তিনি মারা যাবেন মুসলমানরা তাঁর জানায়ার নামায আদায় করবে।” (আবুদাউদ)²⁰⁹

মাসআলা- ১৯১ঃ ইসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করার পর কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবেন এমনকি তখন পৃথিবীতে একজন কাফেরও থাকবে নাঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى
تَقَاتِلُوا الْيَهُودَ حَتَّى يَقُولُ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ يَهُودًا يَأْسِمُونَ مُسْلِمًا هَذَا يَهُودًا وَرَأَيْ فَاقْتَلَهُ (رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ)

²⁰⁹ - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া। বাব খুরজ দাজ্জাল (৩/৩৬৩৫)।

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করবে এমনকি পাথরও বলতে থাকবে যে, তার পিছনে ইহুদী লুকিয়ে আছে, আরো বলবে হে মুসলিম আমার পিছনে ইহুদী আছে তাকে হত্যা কর।” (বোখারী)²¹⁰

মাসআলা-১৯২ঃ ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণের পর মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শরীয়ত মৌতাবেক শাসন করবেনঃ

মাসআলা-১৯৩ঃ ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণের পর প্রথম নামায ইমাম মাহদীর পিছনে আদায় করবেনঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১৪১ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১৯৫ঃ ঈসা (আঃ) আগমনের পর উমরা বা হজ্জ আদায় করবেনঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدهِ
لِيَهْلَنْ ابْنَ مَرِيمَ بِفَجِ الرُّوحَاءِ حَاجَاً أَوْ مَعْتَمِراً أَوْ لِيَشِينَ هَمَا (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ এ সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ ঈসা ইবনে মারইয়াম রাওহা নামক স্থান থেকে হাজ্জ বা ওমরা বা হজ্জ কেরানের জন্য ইহরাম বাঁধবে।” (মুসলিম)²¹¹

মাসআলা-১৯৬ঃ ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করার পর তিনি বিয়ে করবেন তাঁর সন্তান হবে এবং মৃত্যুর পর তাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রাওজায় দাফন করা হবেঃ

عَنْ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزَلُ عِيسَى ابْنُ مَرِيمٍ إِلَى الْأَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ وَيَكْثُرُ خَمْسًا وَارْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوتُ وَيُدْفَنُ مَعِيْ فِي قَبْرٍ
فَاقُومُ اَنَا وَعِيسَى ابْنُ مَرِيمٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ ابْنِي بَكْرٍ وَعَمِيرٍ (رواه ابن الجوزي)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন উমার (রায়িয়াল্লাহু আনহমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ঈসা ইবনু মারইয়াম পৃথিবীতে আসবেন, বিয়ে করবেন, তাঁর সন্তান হবে ৪৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন, এর পর মারা যাবেন, আর আমার

²¹⁰ - কিতাবুল জিহাদ, বাব কাতলিল ইয়াহুদ।

²¹¹ - কিতাবুল হাজ্জ, বাব ইহলালুন্নারী ওয়া হাদিয়ুহ।

কবরের সাথেই তাঁকে দাফন করা হবে, কিয়ামতের দিন আমি ও ঈসা (আঃ) এক সাথে আবুবকর ও ওমরের মাঝ থেকে উঠব”। (ইবনে জাওয়ী)²¹²

خروج يا جوج وما جوج

ইয়াজুজ মাজুজের আগমন

মাসআলা-১৯৭৪ প্রথমে ইয়াজুজ মাজুজরা তাদের এলাকায় ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করত ওখনকার লোকদের দাবীতে যুলকারনাইন সেখানে একটি বাঁধ নির্মাণ করে তাদেরকে আটকিয়ে দেনঃ

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِّبَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدِينِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا
يَا ذَلِيقَنِينَ إِنْ يَاجُوجَ وَمَأْجُوجَ مَفْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكُمْ خَرْجًا عَلَىٰ إِنْ تَجْعَلُ بَيْنَنَا
وَبَيْنَهُمْ سَدًا قَالَ مَا مَكْنِىٰ فِيهِ رَبِّيْ خَيْرًا فَاعْيِنُونِي بِقُوَّةِ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا إِنَّ رَدْمًا زِيرَ الْحَدِيدِ
حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدْفَيْنِ قَالَ انفَخُوهُمْ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلْهُمْ نَارًا قَالَ اتُوْنِي افْرَغْ عَلَيْهِ قَطْرًا فَمَا
اسْطَاعُوْا إِنْ يَظْهِرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهُ نَقْبَا (سورة الكهف: ٩٢-٩٦)

অর্থঃ “আবার তিনি এক পথ বরলেন, অবশ্যে যখন তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তাঁর কথা একেবারেই বোঝতে পারছিল না। তারা বললঃ যে যুলকারনাইন ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে, আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব, এই শর্তে যে আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিবেন, তিনি বললেনঃ আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট অতএব তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দিব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও, অবশ্যে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেনঃ তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক, অবশ্যে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন তিনি বললেনঃ তোমরা গলিত তামা নিয়ে এস আমি তা এর ওপর ঢেলে দেই। এর পর ইয়াজুজ মাজুজ এর ওপর আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদও করতে সক্ষম হল না”। (সূরা কাহাফ-৯২-৯৬)

²¹² - আলবানী লিখিত মিশকাতুল মাসাবিহ, খঃ৩, হাদীস নঃ-৫৫০৮।

মাসআলা-১৯৮৪ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন ইয়াজুজ মাজুজকে বের করা হবে তখন তারা সারা দুনিয়ায় ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করতে থাকবেঃ

حتى اذا فتحت ياجوج وماجوح وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فادا هى شاخصة ابصار الذين كفروا يوبينا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين (سورة انباء ٩٧-٩٦)

অর্থঃ “যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ মাজুজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেকে উচ্চ ভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। অমোগ প্রতিশ্রূত সময় নিকটবর্তী হলে কাফেরদের চক্ষু উচ্চে স্থীর হয়ে যাবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা এ বিষয়ে বেথবর ছিলাম। বরং আমরা গোনাগারই ছিলাম”। (সূরা আম্বিয়া-৯৬-৯৭)

মাসআলা-১৯৯৪ ইয়াজুজ মাজুজ একটি দেয়ালের পিছনে বন্দী আছে যেখান থেকে বের হওয়ার জন্য তারা সকাল থেকে সকাল পর্যন্ত তা খুদতে থাকে; কিন্তু যখন পরের দিন আসে তখন দেয়াল আবার পূর্বের অবস্থায় চলে আসেঃ

মাসআলা-২০০৪ যেদিন সকাল সময় তারা ইনশাআল্লাহ্ বলে ঘরে ফিরে যাবে তার পরের দিন এসে দেয়াল খুদার কাজে তারা সফল হবেঃ

মাসআলা-২০০১৪ ইয়াজুজ মাজুজের ঘাড়ের রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবেঃ

মাসআলা-২০০২৪ ইয়াজুজ মাজুজের সংখ্যা এত অধিক হবে যে তাদের মৃত্যুর পর চতুর্পদ প্রাণী তাদের লাশ খেয়ে মোটা তাজা হয়ে যাবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَاجوج و
ماجوح يخرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحرفوه
غدا فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مديتهم واراد الله أن يعثهم على الناس حفروا حتى إذا
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحرفونه غدا ان شاء الله تعالى واستثنوا
فيعودون اليه وهو كهيته حين تركوه فيحرفونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن
الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فرجع عليها الدم الذي احفظ فيقولون
قهرنا اهل الأرض وعلونا اهل السماء فبعث الله نغافا في اقفائهم فيقتلهم فيقتلهم بها قال رسول الله
صلي الله عليه وسلم والذى نفسى بيده اندواب الأرض لتسمن وتشكر من لحومهم (رواہ ابن
ماجة)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ইয়াজুজ মাজুজ প্রতিদিন দেয়াল খুদতে থাকে, যখন তারা এতটুক পরিমাণ খুদে যে ভিতর থেকে সূর্যের আলো দেখা যায়, তখন তাদের বাদশা বলে এখন চল, বাকী অংশ আগামী দিন খুবিবে, তখন তারা ফিরে যায়, আর আল্লাহু ঐ দেয়ালকে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন, যখন তাদের বন্দীর মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যাবে এবং আল্লাহু তাদেরকে মানুষের মাঝে বের করতে চাইবেন, তখন তারা দেয়াল খুদতে থাকবে, এমনকি যখন ভিতর থেকে সূর্যের আলো দেখতে পাবে, তখন তাদের বাদশা বলবেঃ আচ্ছা এখন চল, বাকী অংশ ইনশাআল্লাহু আগামী দিন খুবিবে। যখন ইনশাআল্লাহু বলবে, তখন পরের দিন ফিরে এসে তারা দেয়ালকে ঐ অবস্থায় পাবে, যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিল, এরপর তারা আবার খোদাই করতে লাগবে এবং বাহিরে বের হয়ে আসবে, সমস্ত পানি পান করে শেষ করে দিবে, লোকেরা সব স্ব স্ব বাসস্থানে আশ্রয় নিবে, (ঘরের বাহিরে তাদের অত্যাচারে কেউ বাঁচতে পারবে না)। এরপর তারা তাদের তীর আকাশের দিকে নিক্ষেপ করবে, যা রক্তাঙ্গ হয়ে মাটিতে পড়বে, আর এদেখে তারা বলবেঃ আমরা পৃথিবী বাসীর ওপর বিজয়ী হয়েছি এবং আকাশ বাসীর ওপরও। তখন আল্লাহু তাদের ঘাড়ে এক প্রকার পোকা সৃষ্টি করবেন, যার ফলে তারা মারা যাবে। রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঐ সত্যার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! পৃথিবীর চতুর্শিংহ জন্ম তাদের লাশের মাংস ও চর্বি থেয়ে মোটা তাজা হয়ে যাবে”। (ইবনে মায়া)²¹³

মাসআলা-২০৩ঃ দাঙ্গালের হত্যার পর ঈসা (আঃ)-এর শাসনামলেই ইয়াজুজ মাজুজ বের হবেঃ

মাসআলা-২০৪ঃ ইয়াজুজ মাজুজের সংখ্যা এত অধিক হবে যে এদের অর্ধেক ত্বাবরিয়া উপসাগরের পানি পান করে শেষ করে দিবেঃ

মাসআলা-২০৫ঃ ঈসা (আঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক মুসলমানদেরকে তূর পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে ইতিমধ্যে ইয়াজুজ মাজুজ অন্য লোকদেরকে হত্যা করে ফেলবেঃ

মাসআলা-২০৬ঃ পৃথিবীবাসীকে হত্যা করার পর তারা তাদের তীর আকাশের দিকে নিক্ষেপ করবে তীর রক্তাঙ্গ হয়ে মাটিতে পড়লে তারা বলবেঃ যে আমরা আকাশ বাসীদেরকেও হত্যা করেছিঃ

²¹³ -কতাবুল ফিতান, বাব ফিতনাতুন্দাঙ্গাল ওয়া খুরুজ ঈসা ইবনু মারইয়াম ওয়া খুরুজ ইয়াজুজ ওয়া মাজুজ (২/৩৩০৮)

عن التواس بن سمعان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اوحى الله الى عيسى انى قد اخرجت عبادى لايidan لاحد بقتالهم فحرز عبادى الى الطور ويعث الله ياجوج وماجوح وهم من كل حدب ينسلون فيمر اوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها وير آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ثم يسرون حتى ينتهوا الى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الارض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم الى السماء فيرد الله عليهم تشابهم مخصوصية دما ويحصر نبى الله عليه السلام واصحابه حتى يكون رأس الثور لاحدهم خيرا من مائة دينار لاحدكم الا يوم فيرغم نبى الله عيسى واصحابه فيرسل الله عليهم الغف في رقابهم فيصيبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط نبى الله عيسى واصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملأه زهمهم ونتفهم فيرغم نبى الله عيسى واصحابه الى واصحابه الى الله فيرسل طيرا كاعناق البخت فتحملهم فتظرهم حيث ماشاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الارض حتى يتركها كالزلفة (رواه مسلم)

অর্থঃ “নাওয়াস বিন সামআ'ন (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ (দাজ্ঞালকে হত্যা করার পর) আল্লাহু ঈসা (আঃ)-এর নিকট ওহী পাঠাবেন, যে আমি আমার এমন বান্দাদেরকে পাঠাব যাদের মোকাবেলা করার ক্ষমতা করো নেই। অতএব তুমি আমার মুসলমান বান্দাদেরকে নিয়ে তুর পাহাড়ে চলে যাও। এর পর আল্লাহু ইয়াজুজ মাজুজদেরকে বের করবেন, তারা প্রত্যেক উচ্ছুভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে, তাদের প্রথম গ্রন্থ যখন ত্বাবারিয়া উপসাগর অতিক্রম করবে, তখন তার' সাগরের পানি পান করে শেষ করে দিবে। যখন তাদের সর্বশেষ গ্রন্থটি ঐ উপসাগর অতিক্রম করবে তখন তারা বলবে, কখনো কি এ সাগরে পানি ছিল? এরপর তারা সামনে চলতে থাকবে এবং এমন এক পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছবে যেখানে অনেক বৃক্ষ আছে। (বাইতুল মাকদেসে)আর বলবে আমরা পৃথিবী বাসীকে তো হত্যা করেছি, এখন আকাশ বাসীদেরকে হত্যা করব। তখন তারা তাদের তীর আকাশের দিকে নিক্ষেপ করবে, আল্লাহু তাদের তীর সমূহকে রঙাঙ্গ করে মাটিতে ফেলবেন, এতে তারা মানে করবে যে আমরা আকাশ বাসীকেও হত্যা করেছি। এ সময় ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীরা তুর পাহাড়ে অবস্থান করবে। (ইতি মধ্যে তাদের খাবার-দাবার শেষ হয়ে যাবে) এমনকি তাদের অবস্থা এমন হবে, যে তখন তাদের নিকট একটি গরুর মাথা একশ দীনারের চেয় উত্তম মনে হবে। (তখন ঈসা (আঃ) আল্লাহুর নিকট এ মুসিবত থেকে উদ্ধারের জন্য দোয়া করবে। আল্লাহু ইয়াজুজ মাজুজের প্রতি আযাব প্রেরণ করবেন, ফলে তাদের

গরদানে এক ধরণের পোকা সৃষ্টি হবে, যাতে করে তারা সবাই এমন ভাবে শেষ হয়ে যাবে, যেমন কোন মানুষ মারা যায়। এরপর ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীরা তুর পাহাড় থেকে নেমে আসবে, কিন্তু পৃথিবীতে এক বিঘা পরিমাণ স্থান খালী পাবে না যেখানে, ইয়াজুজ মাজুজের লোকদের লাশ পড়ে নেই। যা থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকবে, তখন ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীরা আল্লাহর নিকট তাওবা করবে, ফলে আল্লাহ এমন এক ঝাঁক পাঠাবেন, যাদের কাঁধ উটের সমান হবে, পাথীরা তাদের লাশ উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবে, যেখানে আল্লাহ তা নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিবেন সেখানে তারা তা নিক্ষেপ করবে, এর পর আল্লাহ বৃষ্টি বষর্ণ করবেন, যা পৃথিবীর প্রতিটি অংশে এবং প্রতিটি ঘরে পৌঁছবে এবং পৃথিবীকে ধূয়ে দিবে। এমনকি তা পৃথিবীকে একটি বাগানের ন্যায় পরিষ্কার করে দিবে”। (মুসলিম)²¹⁴

মাসআলা-২০৭ঃ ইয়াজুজ মাজুজের ফিতনা অত্যন্ত ধৰ্মসাত্ত্বক ফেতনা হবেঃ

عَنْ زَيْنَبِ بْنَتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ إِسْتِيقْظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ حَمْرٌ وَجْهٌ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَلِّ الْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ افْتَرَبَ فَتْحُ الْيَوْمِ مِنْ رَدْمٍ يَاجْوَجَ وَمَاجْوَجَ وَعَقْدٍ بِيَدِيهِ عَشَرَةَ قَالَتْ زَيْنَبٌ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَلْكَ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ إِذَا كَثُرَ الْخَبْثُ (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ “যায়নাব বিনতু জাহাস (রায়িয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘূম থেকে উঠলেন, তখন তাঁর চেহারা লাল দেখাচ্ছিল। তিনি বললেনঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, অতিশীঘ্রই এমন এক ফিতনা আসবে যা আরবদের ধৰ্মসের কারণ হবে। আজ ইয়াজুজ মাজুজের দেয়াল এতটুকু ছিন্দি হয়ে গেছে, এবলে তিনি তাঁর শাহাদাত ও তজনী আঙুল মিলিত করে দেখালেন। যায়নাব (রায়িয়াল্লাহু আনহা) জিজিস করল ইয়া রাসূলুল্লাহু! আমাদের মাঝে সৎ লোকেরা থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধৰ্ম হয়ে যাব? তিনি বললেন যখন অশ্বীলতা ব্যাপকতা লাভ করবে”। (ইবনে মায়া)²¹⁵

মাসআলা-২০৮ঃ ইয়াজুজ মাজুজ আদম সন্তানদের অন্তর্ভুক্তঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاجْوَجَ وَمَاجْوَجَ مِنْ وَلَدِ آدَمَ وَلَوْ ارْسَلْوَا لِأَفْسِدِهَا عَلَى النَّاسِ مَعَايِشَهُمْ (رواه الطبراني)

²¹⁴ - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস্সায়া, বাব যিকরমদাজ্জাল।

²¹⁵ - আবওয়াবুল ফিতান, বাব মাইয়াকুন মিনাল ফিতান(২/৩১৯৩)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন আমর (রায়িয়াল্লাহ আনহ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ ইয়াজুজ মাজুজ আদম সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাদেরকে প্রেরণ করলে তারা মানুষের জীবন যাপনকে বরবাদ করে দিবে।” (তাবারানী)²¹⁶

মাসআলা-২০৯ঃ ইয়াজুজ মাজুজের চেহারা মোটা ও প্রশস্ত হবে তাদের চোখ হবে ছোট চুল লাল কাল মিশ্রিত রং বিশিষ্ট হবেঃ

عن ابن حرمصة رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكم تقولون لا عدو وانكم لن توالوا تقاتلون عدوا حتى يأتي ياجوج وماجوج عراض الوجه صغار العيون صحب الشعاف ومن كل حدب ينسلون كان وجوههم المجان المطرقة (رواه احمد والطبراني)

অর্থঃ “হারমালা (রায়িয়াল্লাহ আনহ)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা বলছ যে, এখন তোমাদের আর কোন দুশ্মন নেই, অথচ তোমারা ইয়াজুজ মাজুজ বের হয়ে আসা পর্যন্ত সর্বদাই তোমাদের দুশ্মনদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে। আর তারা হবে প্রশস্ত চেহারা ও ছোট চোখ বিশিষ্ট এবং লাল কাল মিশ্রিত চুল বিশিষ্ট। তারা প্রত্যেক উচ্চুভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে তাদের চেহারা চামড়ার ঢালের ন্যায় মোটা হবে”। (আহমদ)²¹⁷

²¹⁶ - মাজমাউয়্যাওয়ায়েদ, (৮/১৩), কিতাবুল ফিতান হাদীস নং-(১২৫৭১)

²¹⁷ মাজমাউয়্যাওয়ায়েদ, (৮/১৩), কিতাবুল ফিতান হাদীস নং-(১২৫৭০)

انطلاق الريح الطيبة پবিত্র হাওয়া প্ৰবাহিত হওয়া

মাসআলা-২১০৪ কিয়ামতের পূর্বে এমন এক হাওয়া প্ৰবাহিত হবে যা সমস্ত ঈমানদারদের
ৱহ কৰজ কৰে নিবেঁ:

عن عياش ابن ربيعة رضى الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تجىء
ريح بين يدى الساعة تقبض فيها ارواح كل مؤمن (رواہ احمد)

অর্থঃ “আইয়াস বিন রাবীয়া (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছে তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের পূর্বে একপ্রকার
হাওয়া প্ৰবাহিত হবে, যা সমস্ত মোমেনদের ৱহ কৰজ কৰে নিবে”। (আহমদ)²¹⁸

عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ثم يبعث الله
ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى
دين آبائهم (رواہ مسلم)

অর্থঃ “আয়শা (রায়িয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ এরপৰ আল্লাহু পৰিত্ব হাওয়া প্ৰবাহিত
কৰবেন এতে প্ৰত্যেক ঐ ব্যক্তি মারা যাবে, যার অন্তৰে বিন্দু পৱিমাণ ঈমান আছে, আৱ তাৱাই
বেঁচে থাকবে যাদেৱ অন্তৰে বিন্দু পৱিমাণ ঈমান নেই। অবশিষ্ট লোকেৱা স্বীয় পৈত্ৰিক দীন শিৱক
ও কুফৰীৰ দিকে ঝুকে যাবে”। (মুসলিম)²¹⁹

মাসআলা-২১১৪ ইয়াজুজ মাজুজেৱ মৃত্যুৰ পৰ ঈসা (আঁ)-এৱ খেলাফতকালে পৃথিবীতে
কল্যাণ ও বৱকতেৱ সায়লাব হবে এমতাৰস্থায় আল্লাহু এক পৰিত্ব হাওয়া প্ৰবাহিত কৰবেন যা
প্ৰত্যেক মুসলমানেৱ ৱহ কৰজ কৰে নিবেঁ:

মাসআলা-২১২৪ ঈমানদারদেৱ মৃত্যুৰ পৰ খাৱাপ লোকেৱা বেঁচে থাকবে আৱ তাদেৱ
ওপৰই কিয়ামত কায়েম হবেঁ।

218 -খালেদ বিন নাসেৱ আলগামেদী লিখিত আশৰাতুস্সায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ খঃ১ম, হাদীস নং-১৬৩।

219 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশৰাতিস্সায়া।

عن سمعان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ثم يقال للارض
انبئي ثرتك وردى بركتك فيمئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بعصفها وبارك في الرسل
حتى ان اللقحة من الابل لتكتفى الغثام من الناس واللقحة من البقر لتكتفى الفخذ من الناس
فييناهم كذلك اذ بعث الله رحما طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم
ويبقى شرار الناس يتهرأجون فيها تهارج الحمر فعلهم تقوم الساعة (رواه مسلم)

অর্থঃ “নাওয়াস বিন সামআ’ন (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ (ইয়াজুজ মাজুজের মৃত্যুর পর) পৃথিবীকে বলা হবে,
তোমার মধ্য থেকে চারা উৎপন্ন কর এবং বরকতময় কর। তখন পৃথিবী এমন ফল উৎপাদন
করবে, যে মানুষের একটি বিরাট জনগোষ্ঠি একটি ফল খেয়ে পেট ভরে নিবে এবং তার ছাল
দিয়ে ঘর তৈরী করে তার নীচে ছায়া নিবে। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি উটের দুধ বিরাট
একটি জনগোষ্ঠির জন্য যথেষ্ট হবে। একটি গাড়ীর দুধ এক বংশের লোকের জন্য যথেষ্ট হবে।
একটি বকীর দুধ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। লোকেরা এভাবে চলতে থাকবে, তখনই
হঠাতে এক পবিত্র হাওয়া পৰাহিত হয়ে, মানুষের বগলের নীচ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া করে প্রত্যেক
মুমেন ব্যক্তির রূহ কবজ করে নিবে। শুধু খারাপ লোকগুলো অবশিষ্ট থেকে যাবে, আর তাদের
ওপরই কিয়ামত কায়েম হবে”। (মুসলিম)²²⁰

²²⁰ -কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া, বাব যিকরাম্দাজ্জাল।

الخسوف الثلاثة

তিনবার ভূমি ধস

মাসআলা-২১৩ঁ: কিয়ামতের পূর্বে তিনটি স্থানে ভূমি ধস হবে একটি হবে পশ্চিম দিকে
অপরটি পূর্ব দিকে আর তৃতীয়টি আরব ভূমিতেঃ

عَنْ حَذِيفَةَ بْنِ أَسِيدِ الْغَفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اطْلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَنَّ
نَذَاكِرَ فَقَالَ مَا تَذَكَّرُونَ قَالُوا نَذَكِرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومُ حَتَّى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ
الْدُخَانَ وَالْدِجَالَ وَالدَّابَّةَ وَطَلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَزْوَلَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ وَيَاجِوجَ وَمَاجِوجَ
وَثَلَاثَةَ خَسْوَفَ خَسْفَ الْمَشْرِقِ وَخَسْفَ الْمَغْرِبِ وَخَسْفَ بَحْرِيْرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرَ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ
الْيَمِّ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থঁ: “হ্যাইফা বিন উসাইদ আল গিফারী (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেনঁ: আমরা কথা বলতে ছিলাম এমতাবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসে
বললেনঁ: তোমরা কি বলতে ছিলে? সাহাবাগণ বললঁ: আমরা কিয়ামতের কথা আলোচনা করতে
ছিলাম। তিনি বললেনঁ: কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হবে না যতক্ষণ না, তোমরা নিন্যোক্ত
দশটি আলামত দেখতে পাবে। তার উল্লেখ করে তিনি বললেনঁ: (১) ধোঁয়া (২) দাজ্জাল (৩)
দাক্কাতুল আরয (পৃথিবীর প্রণী) (৪) পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় (৫) ঈসা (আঁ)-এর আগমন
(৬) ইয়াজুজ মাজুজের আগমন (৭)পূর্ব দিকে একটি ভূমি ধস (৮) পশ্চিম দিকে একটি ভূমি ধস
(৯) আরব ভূমিতে ভূমি ধস সর্বশেষ (১০) ইয়ামেন থেকে আগুন জুলে তা লোকদেরকে হাশেরের
মাঠের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে।” (মুসলিম)²²¹

মাসআলা-২১৪ঁ: আবর ভূমির ভূমি ধস মদীনার নিকটবর্তী বাইদা নামক স্থানে হবেঁ
নোটঁ: এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১৩২নঁ মাসআলা দ্রঁ:।

মাসআলা-২১৫ঁ: পশ্চিম দিকের ভূমি ধস আনুমানিক অ্যামেরিকায় এবং পূর্ব দিকের ভূমি
ধস অনুমানিক জাপানে হবে (এব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন):

²²¹ - কিতাবুল ফিতান ওয়াআশরাতিস্সায়া, বাব ফিল আয়াত আল্লাতী তাকুনু কাবলাস্সায়া।

طلوع الشمس من مغربها

পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়

মাসআলা-২১৬৪: কিয়ামতের পূর্বে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হবেঃ

عن أبي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فادا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم اجمعون فيومئذ لا ينفع نفسها ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। আর সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় হওয়ার পর সবাই ঈমান আনবে, কিন্তু এই সময়ের ঈমান কারো কোন কাজে আসবে না। যদি কেউ এর পূর্বে ঈমান না এনে থাকে এবং ঈমানের সাতে সৎ আমল না করে থাকে।” (মুসলিম)²²²

মাসআলা-২১৭৪: সূর্য প্রতিদিন আল্লাহর নিকট অনুমতি নিয়ে পশ্চিমে অন্তমিত হয় একদিন আল্লাহু তাকে পশ্চিমে অন্তমিত হতে অনুমতি দিবেন না; বরং নির্দেশ দিবেন যে পশ্চিম থেকে পূর্বে ফিরে যাওঃ

عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غابت الشمس قال يا أباذر هل تدري أين تذهب هذه الشمس قال قلت الله ورسوله أعلم قال فانها تذهب فتسأذن في السجود فيؤذن لها و كانها قد قيل لها ارجعى من حيث جئت قال فتطلع من مغربها (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু যার (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বসে আছেন, সূর্য অন্তমিত হওয়ার পর তিনি বললেনঃ হে আবু যার, তুমি কি জান এ সূর্য অন্তমিত হওয়ার পর কোথায় যায়? আমি বললামঃ আল্লাহু ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ সে পশ্চিমে গিয়ে সেজদার অনুমতি কামনা করে এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়, তখন সে অন্তমিত হয়, একদিন তাকে বলা

²²² -কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ান যামান আল্লাজি লাইয়াকবালু ফিহি ঈমান।

হবে যেখান থেকে এসেছ, সেখানে চালে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে”।
(মুসলিম)²²³

মাসআলা-২১৮৪ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পর তাওবা করুল হবে নাঃ

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْطِعُ
يَدُهُ بِاللَّيلِ لِيَتُوبَ مَسْئُ النَّهَارِ لِيَتُوبَ مَسْئُ الْلَّيلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (রোاه مسلم)

অর্থঃ “আবু মুসা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ আল্লাহু তাল্লা রাতে স্বীয় হাত বিস্তার করেন যাতে করে দিনে পাপকারীরা তাওবা করে, আবার দিনের বেলায় স্বীয় হাত বিস্তার করেন যাতে রাতে পাপকারীরা তাওবা করে, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহু এরূপ করতে থাকবেন।” (এর পর তাওবার দরজা বক্ষ হয়ে যাবে) (মুসলিম)²²⁴

عَنْ مَعَاوِيَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَنْقِطُ
الْهِجْرَةَ حَتَّى تَنْقِطَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقِطَ التَّوْبَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (রোاه أبو داود)

অর্থঃ “মুয়াবিয়া (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ তাওবার দরজা বক্ষ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বক্ষ হবে না, আর তাওবার দরজা বক্ষ হবে না যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে।” (আবুদাউদ)²²⁵

²²³ - কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ান যামান আল্লাজি লাইয়াকবালু ফিহি ঈমান।

²²⁴ - কিতাবুত তাওবা, বাব কাবুল তাওবা মিন যুনুব।

²²⁵ - কিতাবুল জিহাদ বাব ফির হিয়রা হাল ইনকাতায়াত (২/২১৬৬)

خروج الدخان ধোঁয়া বের হওয়া

মাসআলা-২১৯ঁ: কিয়ামতের পূর্বে আকাশ থেকে ধোঁয়া বের হবে যা সমস্ত লোকদেরকে দেকে দিবেঁ:

﴿فَإِنْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ، يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

(سور الدخان: ১০-১১)

অর্থঁ: “অতএব আপনি সে দিনের অপেক্ষা করুন যখন আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে, যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে।” (সূরা দুখান-১০-১১)

মাসআলা-২২০ঁ ধোঁয়া ছেয়ে যাওয়ার পর কারো ঈমান বা নেক আমল বা তাওবা তার কোন কাজে আসবে নাুঁ:

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال ستا طلوع الشمس من مغربها او الدخان او الدجال او دابة او خاصة احدكم او امر العامة (رواه مسلم)

অর্থঁ: “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ছয়টি আলামত প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে নেক আমল বেশি বেশি করে কর, সূর্য পঞ্চম দিক থেকে উদিত হওয়া (২)ধোঁয়া বের হওয়া (৩) দাজ্জালের আগমন (৪)মাটি থেকে প্রাণী বের হওয়া(৫)ব্যক্তির ওপর কোন আয়াব আসা (৬) ব্যাপকভাবে কোন আয়াব আসা।” (মুসলিম)²²⁶

226 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসুস্যায়া বাব বাকিয়াতুমিন আহাদিসিল দাজ্জাল।

خروج دابة الأرض মাটি থেকে প্রাণী বের হওয়া

মাসআলা-২২১ঁ: কিয়ামতের পূর্বে মৃহর্তে মাটি থেকে একটি প্রাণী বের হবে এবং তা মানুষের সাথে কথা বলবেঁ:

»إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَبَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِأَيَّاً نَّا
يُوقْنُونَ۔ (সূরা নমল: ৮২)

অর্থঁ: “যখন প্রতিশ্রুত (কিয়ামত) সমগ্র হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব, সে মানুষের সাথে কথা বলবে এ কারণে যে, মানুষ আমার নির্দেশনসমূহ বিশ্বাস করত না।” (সূরা নামল-৮২)

মাসআলা-২২২ঁ: কিয়ামতের পূর্বে ভূগর্ভ থেকে একটি আচার্যজনক প্রাণী বের হবে যাকে দাক্কাতুল আরজ বলা হয়ঁ।

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الايات
خروج الشمس من مغربها وخروج دابة على الناس ضحى قال عبد الله فايتهما ما
خرجت قبل الاخرى فالآخرى منها قريب قال عبد الله ولا اظنها الا طلوع الشمس من مغربها
(رواوه ابن ماجة)

অর্থঁ: “আবদুল্লাহ বিন আমর(রায়িয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঁ: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঁ: কিয়ামতের প্রথম নির্দেশন হল সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া, এর পর চাশ্শের সময় ভূগর্ভ থেকে প্রাণী বের হওয়া, আবদুল্লাহ বিন আমর(রায়িয়াল্লাহ আনহ) বলেনঁ:এ উভয়ের মাঝে যেটিই প্রথম বের হোক না কেন এর একটি অপরাটির কাছা কাছি। তবে আমার ধারণা প্রথমে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে।” (ইবনে মায়া)²²⁷

মাসআলা-২২৩ঁ: ভূ-গর্ভ থেকে প্রাণী বের হওয়ার পর কারো কোন তাওবা করুল হবে নাঁ।
নোটঁ: এসংক্রান্ত হাদীসটি ১৫৬ নংমাসআলা দ্রঁ।

²²⁷ -কিতাবুল ফিতান বাব তুলুউস্সামস মিন মাগারিবিহা।

خراب المكّة المكرمة

মুক্তায় ইবাদত না হওয়াঃ

মাসআলা-২২৪ঃ কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে আল্লাহর ঘরের হজ্জ করার মত কোন লোক থাকবে নাঃ

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت (رواه الحاكم وأبو يعلى)

অর্থঃ “আবু সাউদ খুদরী (রায়িয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না কাবা ঘরে হজ্জ করার মত কেউ না থাকবে।” (হাকেম, আবু ইয়ালা)²²⁸

মাসআলা-২২৫ঃ কিয়ামতের পূর্বে এক জন ছোট টাখনা বিশিষ্ট হাবশার অধিবাসী কা'বা ঘর ধ্বংস করবেঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويفتين من الحبشه(رواه البخاري)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ হাবশার অধিবাসী এক ছোট টাখনা বিশিষ্ট লোক (কিয়ামতের পূর্বে) কা'বা ঘর ধ্বংস করবে”। (বোখারী)²²⁹

মাসআলা-২২৬ঃ বাইতুল্লায় আগুন লাগিয়ে দেয়া হবেঃ

عن ميمونة رضي الله عنها قالت قال نبى الله صلى الله عليه وسلم لنا ذات يوم ما انتم اذا مرج الدين وسفك الدم وظهرت الزينة وشرف البنيان واختلف الاخوان وحرق البيت العريق (رواه الطبراني)

²²⁸ - সহীহ আলজামে'আস সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহ লি আলবানীখঃ৬, হাদীস নং-৭২৯৬।

²²⁹ - কিতাবুল ফিতান, বাব তাগিকু যামান হাত্তা তু'বাদুল আসনাম।

অর্থঃ “মাইমুনা (রায়িয়াল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ এই সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন দ্বীনে পরিবর্তন আনা হবে, রক্তপাত করা হবে, চাক চিক্যতা বৃক্ষ পাবে, উঁচু উঁচু অট্টালিকা তৈরী হবে, ভায়ে ভায়ে বিবেদ সৃষ্টি হবে, কা'বা ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে”। (ত্বারানী)²³⁰

خراب المدينة المنورة মদীনায় ইবাদত না হওয়া

মাসআলা-২২৭৪ লোকেরা মদীনা ছেড়ে নিজেদের পছন্দমত স্থানে বসবাস করতে থাকবে ফলে মদীনায় ইবাদত হবে না:

عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن ف يأتي قوم يبسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام ف يأتي قوم يبسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق ف يأتي قوم يبسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون (رواه البخاري)

অর্থঃ “সুফিয়ান বিন আবু যুহাইর (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ ইয়ামেন বিজয় হবে তখন কিছুলোক যানবাহন এনে তাতে তাদের পরিবার এবং আরো যারা তাদের কথা মানবে তাদেরকে যানবাহনে করে ইয়ামেন নিয়ে চলে যাবে। অথচ তারা যদি বুঝত, তাহলে মদীনা তাদের জন্য উত্তম ছিল। সিরিয়া বিজয় হবে, তখন সেখান থেকে কিছু লোক যানবাহন নিয়ে এসে তাতে নিজেদের পরিবার পরিজনদেরকে আরোহন কারাবে এবং যারা তাদের কথা মানবে তাদেরকেও সিরিয়া নিয়ে চলে যাবে। অথচ তারা যদি বুঝত তাহলে মদীনা তাদের জন্য উত্তম ছিল। যখন ইরাক বিজয় হবে তখন সেখান থেকে কিছু লোক যানবাহন নিয়ে এসে, তাতে নিজেদের পরিবার পরিজনদেরকে আরোহন কারাবে এবং যারা তাদের কথা মানবে তাদেরকেও

²³⁰ -মাজমাউয্যাওয়ায়েদ (৭/৬০৩) কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং-১২৩৭১।

সিরিয়া নিয়ে চলে যাবে। অথচ তারা যদি বুঝত তাহলে মদীনা তাদের জন্য উত্তম ছিল”। (বোখারী)²³¹

মাসআলা-২২৮৪ কিয়ামতের পূর্বে মদীনা হিংস্র প্রাণী এবং জীবজন্মের বাসস্থানে পরিগত হবে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ترکون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف يريد عواف السباع والطير وآخر من يخشى راعي ان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بعنمها فيجدانها وحشا حتى اذا بلغا ثانية الوداع خرا على وجوههما (رواه البخاري)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা(রায়িয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ মদীনাকে তোমরা ভাল অবস্থায় রেখে যাবে; কিন্তু পরিশেষে অবস্থা এমন হবে যে সেখানে হিংস্র প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্ম বসবাস করতে থাকবে। কিয়ামতের পূর্বে মুয়াইনা বংশের দু'জন রাখাল তাদের বকরী নেয়ার জন্য তারা এসে সেখানে শুধু হিংস্র প্রাণী পাবে। তখন সে ফিরে যাবে যখন সানিয়াতুল ওদা নামক স্থানে পৌছবে তখন কিয়ামত সংগঠিত হওয়ায় সে মুখথুবরে পড়ে যাবে।” (বোখারী)²³²

²³¹ -কিতাব ফাযায়েল আল মাদীনা, বাব মান রাগিবা আনিল মাদীনা।

²³² -কিতাব ফাযায়েলুল মাদীনা, বাব মান রাগিবা আন সুন্না।

خروج النار علامة نهائية

কিয়ামতের সর্বশেষ আলামত আগুন

মাসআলা-২২৯ইয়ামেনের রাজধানী হায়রামাওতের দিক থেকে আগুন বের হবে যা সমস্ত মানুষকে সিরিয়ার দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাবেঃ

عَنْ سَالِمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَخْرُجُ نَارًا مِّنْ حَضْرَمُوتٍ أَوْ مِنْ نَحْوِ بَحْرِ حَضْرَمُوتٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَخْشِرُ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ (رواه الترمذی)

অর্থঃ “সালেম বিন আবদুল্লাহ (রায়িয়াল্লাহ আনহ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের পূর্বে হাজরা মাওত বা হাজরামাওত সাগর থেকে আগুন বের হবে, যা লোকদেরকে একত্রিত করবে। সাহাবাগণ জিজেস করল সে সময় আপনি আমাদেরকে কি করতে বলেন? তিনি বলেনঃ তোমরা সিরিয়ায় অবস্থান করবে।” (তিরমিয়ী)²³³

মাসআলা-২৩০ঃ ইয়ামেনের দিক থেকে আগুন বের হওয়া কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতঃ

মাসআলা-২৩১ঃ আগুন লোকদেরকে ঘিরে হাশরের মাঠের দিকে নিয়ে যাবে যা শাম দেশে (সিরিয়ায়) হবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ২১৩ নং মাসআলা দ্রঃ।

²³³ -আবওয়াবুল ফিতাল, বাব লাতাকুমস্সায়া হাতু তাখরজা নার মিন কিবাল হিজাজ (২/১৮০৫)

تقویم الساعۃ علی شرار الناس

নিকৃষ্ট লোকদের ওপর কিয়ামত কায়েম হবেং

মাসআলা-২৩২: কিয়ামতের পূর্বে ভাল লোকদেরকে এক এক করে তুলে নেয়া (মৃত্যু) হবেং

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لستقون كما ينتقى التمر من أغفاله فليذهب خياركم ولبيقين شراركم فموتوا ان استطعتم (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ “আবু হৱাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদেরকে এমনভাবে বাছাই করা হবে, যেমন ভাল খেজুর খারাপ খেজুর থেকে বাছাই করা হয়। তোমাদের মধ্যে ভাল লোকেরা মৃত্যুবরণ করবে, খারাপ লোকেরা বেঁচে থাকবে। তখন যদি মরা সম্ভব হয় তাহলে তোমরা মারা যেয়ো।” (ইবনে মায়া)²³⁴

মাসআলা-২৩৩: কিয়ামতের পূর্বে সমগ্র দুনিয়া খারাপ লোকদিয়ে ভরে যাবেং

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة الا على شرار الناس (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রায়িয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ একমাত্র নিকৃষ্ট লোকদের ওপরই কিয়ামত কায়েম হবে।” (মুসলিম)²³⁵

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء ومن يتخذ القبور مساجد (رواه ابن خزيمة و
ابن حبان وان ابى شيبة واحمد والطبراني وابو يعلى)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি
রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ নিকৃষ্ট লোকদের

²³⁴ -কিতাবুল ফিতান,বাব সিদ্ধাতুয়্যামান (২/৩২৬৩)

²³⁵ - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া,বাব কুরবিস্সায়া।

অর্তভূক্ত তারা যারা, কিয়ামতের সময় জিবীত এবং কবর পুঁজায় রত থাকবে”। (ইবনু খুয়াইমা, ইবনু হিবান, ইবনু আবি শাইবা, আহমদ, ত্বাবারানী, আবু ইয়ালা)²³⁶

মাসআলা-২৩৪: কিয়ামতের পূর্বে এমন লোক বেঁচে থাকবে আল্লাহর নিকট যাদের মোটেও কোন মূল্য থাকবে না:

عن مرداس الاسمي رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة الشعير او التمر لا يبالي لهم الله بالله (رواه البخاري)

অর্থঃ “মিরদাস আসলামী (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ভাল লোকেরা এক এক করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে, শেষে এমন লোকেরা থেকে যাবে, যাদের মূল্য আল্লাহর নিকট খেজুরের ছালের মত। যাদেরকে আল্লাহ মোটেও পরওয়া করবেন না”। (বোখারী)²³⁷

মাসআলা-২৩৫: কিয়ামত তখনই হবে যখন লোকেরা ভালকে ভাল মনে করবে না এবং খারপকে খারপ মনে করবে না:

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معرفة ولا ينكرون منكرا (رواه أحمد)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন আমর (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ পৃথিবী থেকে ভাল লোকদেরকে উঠিয়ে না নিবেন। এরপর শুধু নিকৃষ্ট লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে। যারা ভালকে ভাল মনে করবে না আর না খারপকে খারপ মনে করবে না।” (আহমদ)²³⁸

মাসআলা-২৩৬: কিয়ামতের পূর্বে অন্যান্যদের তুলনায় খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেশি হবে:

عن المستورد القرشى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
تقوم الساعة و الروم اكثرا الناس (رواه مسلم)

236 - আহকামুল জানায়েয লি আলবানী পৃঃ ২১৭।

237 - কিতাবুর রিকাক বাব, জিহাব সালেহীন।

238 - মাজমাউত্য যাওয়ায়েদ ৮/২৫, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং-১২৬০৬।

অর্থঃ “মোস্তাওরেদ আল কোরাশী (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহু (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের সময় কুমদের সংখ্যা অধিক হবে”। (মুসলিম)²³⁹

মাসআলা-২৩৭৪ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে পৃথিবীতে আল্লাহর নাম নেয়ার মত একজন লোকও থাকবে নাঃ

عن انس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا
يقال في الأرض الله الله (رواه مسلم)

অর্থঃ “আনাস (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ বলার মত একজন লোক বেঁচে থাকবে।” (মুসলিম)²⁴⁰

মাসআলা-২৩৮৪ কিয়ামতের পূর্বে শয়তান লোকদেরকে মৃত্তিপূজা না করলে শরম দিবে আর লোকেরা তখন বিনা বাক্য ব্যায়ে মৃত্তিপূজা শুরু করবেঃ

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرج
الدجال في امتي فيمكث اربعين لا ادرى اربعين يوما او اربعين شهرا او اربعين عاما فيبعث الله
عيسى ابن مریم كأنه عروة ابن مسعود فيطلبہ فيهلکه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين
عداوة ثم يرسل الله ریحا باردة من قبل الشام فلا يقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذرة
من خير او ایمان الا قبضته حتى لو ان احدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه قال
سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير واحلام السابع
لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول الا تستحيون فيقولون فما
تأملون فيأموهم بعبادة الاوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفح في الصور فلا
يسمعه احد الا اصغى ليتا ورفع ليتا (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন আমর (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দাজ্জাল এসে আমার উম্যতের মাঝে চলিশ দিন

²³⁹ - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া।

²⁴⁰ - কিতাবুল ঈমান বাব জিহাবুল ঈমান আখেরু যামান।

পর্যন্ত থাকবে। (বর্ণনাকারী বলেনঃ) আমার জানা নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চল্লিশ দিনের কথা বলেছেন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছরের কথা। এরপর আল্লাহ ইস্মা বিন মারইয়ামকে পাঠাবেন। তাঁর আকৃতি উরওয়া বিন মাসউদের আকৃতির ন্যায়। ইস্মা (আঃ) দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এরপর লোকেরা সাত বছর পর্যন্ত এমনভাবে জীবন যাপন করবে, যে কোথাও দু' ব্যক্তির মাঝে কোন কথা কাটা কাটি হবে না। সাত বছর পর আল্লাহ সিরিয়ার দিক থেকে ঠাড়া বাতাস প্রেরণ করবেন, এর ফলে পৃথিবীতে বিন্দু পরিমাণ ইমান সম্পন্ন লোক বেঁচে থাকবে না। এমন কি কোন ইমানদার লোক যদি কোন পাহাড়ের গুহায়ও আশ্রয় নেয়, সেখান থেকেও তার জান কবজ করা হবে। এর পর নিকৃষ্ট লোকেরা বেঁচে থাকবে যাদের মধ্যে পশু পাখীর জ্ঞানও থাকবে না। তারা ভালকে ভাল মনে করবে না এবং খারাপকে খারপ মনে করবে না। এরপর তাদের নিকট শয়তান এসে বলবে তোমাদের কি লজ্জা হয় না, লোকেরা জিজ্ঞেস করবে তুমি আমাদেরকে কি নির্দেশ দিতেছ? সে তাদেরকে মৃত্তি পূজার নির্দেশ দিবে, ফলে তারা মৃত্তি পূজা করতে শুরু করবে। তাদের রিযিকে বৃক্ষি হবে, জীবন আরামদায়ক হবে, এমতাবস্থায় শিংসায় ফুঁ দেয়া হবে, যেই এ আওয়াজ পাবে সেই তার গর্ধান এক দিকে ঝুঁকিয়ে দিবে এবং অন্য দিকে ফিরাবে” (বেহস হয়ে যাবে)। (মুসলিম)²⁴¹

মাসআলা-২৩৯ঃ অজ্ঞতা এত ব্যাপক হবে যে নামায রোয়া কোরবানী দান-খয়রাত সম্পর্কে কেউ কিছু জানবে নাঃ

মাসআলা-২৪০ঃ অনেকে লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে; কিন্তু তার মর্মার্থ সম্পর্কে কিছুই জানবে নাঃ

عَنْ حَذِيفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْرِسُ
الاسْلَامَ كَمَا يَدْرِسُ وَشَيْءًا التَّوْبَ حَتَّى لا يَدْرِسُ مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاتٌ وَلَا نِسْكٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلِيُسْرِى
عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ إِيَّاهُ وَتَبْقَى طَوَافَّهُ مِنَ النَّاسِ الشِّيخُ الْكَبِيرُ
وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ ادْرِكْنَا أَبَائِنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلْمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ ‘হ্যাইফা বিন ইয়ামান (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ইসলাম এমনভাবে পুরাতন হয়ে যাবে যেমন কাপড়ের নকশা পুরান হয়ে যায়, এমন কি রোয়া নামায কোরবানী, দান খয়রাত সম্পর্কে অবগত কোন লোক বেঁচে থাকবে না। কোরআ’ন এক রাতে এমনভাবে গায়েব হয়ে যাবে, যে তার একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। কিছু লোক থাকবে যাদের মধ্যে বয়স্ক নারী পুরুষরা বলবে

²⁴¹-কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্মায়া, বাব যিকর দাজ্জাল।

যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলতে শুনেছি, তাই আমরাও তা বলছি।” (ইবনে মায়া)²⁴²

মাসআলা-২৪১৪ লোকেরা রাস্তায় ব্যভিচার করবে তখন সবচেয়ে ভাল লোক তারাই হবে যারা ব্যভিচারকারীকে নসিহত করে বলবেং দেয়ালের আড়ালে যাওং

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذى نفسى بيده لا
تفنى هذه الامة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لوريتها وراء هذا الحائط
(رواه أبو يعلى)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ ঐ সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! এ উম্মত শেষ হওয়ার পূর্বে অবস্থা এমন হবে যে, কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে রাস্তায় ব্যভিচার করতে থাকবে, তখন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লোক সেই হবে যে বলবেং “যদি এ দেয়ালের পিছনে চলে যাইতে তাহলে ভাল হত।” (আবু ইয়ালা)²⁴³

মাসআলা-২৪২৪ মানুষ জানোয়ারের ন্যায় রাস্তায় ব্যভিচার করবেং

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يت Safدوا في الطرق سافد الحمير (رواه البزار والطبراني)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন উমার (রায়িয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা রাস্তায় গাধার ন্যায় ব্যভিচার না করবে”। (বায়ার, তুবারনী)²⁴⁴

²⁴² - কিতাবুল ফিতান, জিহাবুল কোরআন ওয়াল ইলম। (২/৩২৭৩।

²⁴³ - মাজমাউয়্যাওয়ায়েদ, (৭/৬৪০) কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং-১২৪৭৬।

²⁴⁴ - মাজমাউয়্যাওয়ায়েদ, (৭/৬৪০) কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং-১২৪৫২।

مسائل متفرقة

বিভিন্ন মাসায়েল

মাসআলা-২৪৩ঃ যখন আল্লাহর অবাধ্যতা ব্যাপকতা লাভ করে তখন তাঁর শান্তি ভাল-মন্দ সকলের ওপরই পতিত হয়ঃ

عن ام سلمة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
اذا ظهرت العاصي في امتى عهم الله بعذاب من عنده فقلت يا رسول الله صلى الله
عليه وسلم اما فيما صاحون؟ قال بلى فقلت فكيف يصنع باولئك؟ قال يصيّهم ما
اصاب الناس ثم يصبرون الى مغفرة من الله ورضوان (رواه احمد)

অর্থঃ “উম্মে সালামা (রায়িয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে যখন নাফরমানী ব্যাপকতা লাভ করবে, তখন আল্লাহ সবার ওপর স্বীয় আযাব অবতীর্ণ করবেন। আমি জিজেস করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ তখন ভাল লোক থাকবে না? তিনি বললেনঃ কেন নয়? আমি আবার জিজেস করলাম তাহলে আল্লাহ এ ভাল লোকদেরকে কেন শান্তি দিবেন? তিনি বললেনঃ পৃথিবীতে ভাল লোকদের প্রতিও ঐভাবে আযাব আসবে যেমন খারাপ লোকদের ওপর আসে; কিন্তু কিয়ামতের দিন ভাল লোকেরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্ষামা লাভ করবে”। (আহমদ)²⁴⁵

মাসআলা-২৪৪ঃ পূর্বদিক থেকে ফিতনা আসার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীস বর্ণনা করেছেনঃ

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
وهو على المنبر لا ان الفتنة ها هنا يشير الى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان (رواه البخاري)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ বিন উমর (রায়িয়াল্লাহু আনহমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি এ মিস্ত্রে দাঁড়িয়ে বলেছেনঃ সাবধান! ফিতনা এদিক থেকে আসবে, এ বলে তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করলেন, যেদিক থেকে শয়তানের শিং বের হয়।” (বোখারী)²⁴⁶

²⁴⁵ - মাজমাউয্যাওয়ায়েদ, (৭/৫২৯) কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং-১২১৪৫।

²⁴⁶ - কিতাবুল মানাকেব, বাব নিসবাতুল ইয়ামেন ইলা ইসমাঈল।

নোটঃ শয়তান সূর্য উদিত হওয়ার সময় স্বীয় শিং সূর্য উদিত হওয়ার স্থানে রেখে দেয়, যাতে করে সূর্য পূজারীদের সেজন্দা শয়তান পায়। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পূর্ব দিকে ইশারা করার সাথে সাথে একথাও বলেছেন, যেখান থেকে শয়তানের শিং বের হয়।)

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والغخر والخيلاء في اهل الخيل والابل القدادين اهل الوبير والسكنية في اهل الغنم (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ কুফরীর চূড়া পূর্বদিকে, গৌরব ও অহংকার ঘোড়া ও উটের মালিকদের মাঝে। যারা মরুভূমি ও তাবুতে থাকে, কোমলতা ও নমনীয়তা বকরীর মালিকদের মাঝে।” (মুসলিম)²⁴⁷

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلط القلوب والجفاء في المشرق والآيمان في اهل الحجاز (رواه مسلم)

অর্থঃ “জাবের বিন আবদুল্লাহু (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কঠোর মন ও কঢ় ভাষা পূর্বদিকের লোকদের মধ্যে, আর ঈমান হিজাজের অধিবাসীদের মধ্যে।” (মুসলিম)²⁴⁸

মাসআলা-২৪৫৪ কিয়ামতের পূর্বে মুসলমানদের দু'টি বড় দলের মাঝে যুদ্ধ হবেঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتل فتتان عظيمتان و تكون بينهما مقتلة عظيمة و دعواهما واحدة (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবেনা, যতক্ষণ না মুসলমানদের দু'টি বড় দলের মাঝে যুদ্ধ হবে, তাদের মাঝে তুমুল লড়াই হবে, অথচ এ উভয় দলের দাবী একেই হবে”। (মুসলিম)²⁴⁹

নোটঃ আলেমগণের মতে এ দু'টি দল বলতে জঙ্গে জামাল (উটের যুদ্ধ এবং সিফফিনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবাগণ)।

247 - কিতাবুল ঈমান বাব তাফায়ুল আহলুল ঈমান ফিহ।

248 - কিতাবুল ঈমান বাব তাফায়ুল আহলুল ঈমান ফিহ।

249 - কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসৃষ্টি।

মাসআলা-১৪৬৪: কিয়ামতের পূর্বে হিজাজ থেকে এক টুকর আগুন বের হয়ে তা বাসরার উট সমূহের গর্দান আলোকিত করবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّىٰ
تَخْرُجَ نَارٌ مِّنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تَضْيِئُ أَعْنَاقَ الْأَبْلَى بِصَرِّي (رواه البخاري)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আন্হ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না হিজাজ থেকে এক টুকর আগুন বের হয়ে, বাসরার উটসমূহের গর্দান আলোকিত করবে”। (বোখারী)^{১০}

মাসআলা-২৪৭: কিয়ামতের পূর্বে কাহতান বংশের এক ব্যক্তি মুসলমানদের ওপর নেতৃত্ব দিবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّىٰ
يَخْرُجَ رَجُلٌ مِّنْ قَطْعَانَ يَسْوَقُ النَّاسَ بِعَصَاهِ (رواه البخاري)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আন্হ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না কাহতান বংশের এক ব্যক্তি তার লাঠি দিয়ে মুসলমানদেকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে।” (বোখারী)²⁵¹

মাসআলা-২৪৮: উম্মত মোহাম্মাদীকে ধ্বংস করবে কোরাইশ বংশের কতিপয় যুবকঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَلْ كَمْ
أَمْتَىٰ عَلَىٰ يَدِي غَلْمَةٌ مِّنْ قَرِيبِشِ (رواه البخاري)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রায়িয়াল্লাহু আন্হ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ আমার উম্মতের ধ্বংস কোরাইশদের কিছু যুবকদের হাতে।” (বোখারী)²⁵²

মাসআলা-২৪৯: কিয়ামতের পূর্বে লোকেরা অভ্যন্ত গৌরবের সাথে উঁচু ও চাকচিক মসজিদ নির্মাণ করবে; কিন্তু নামায আদায় করবে নাঃ

²⁵⁰ - কিতাবুল ফিতান, বাব খুরজিন ম্নার।

²⁵¹ - কিতাবুল ফিতান-বাব।

²⁵² - কিতাবুল ফিতান, বাব কাওলিন্নাৰী হালাকাতু উম্মাতি আলা ইয়াদাই গুলাইম সুফাহা।

عن انس رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد (رواه ابو داود)

অর্থঃ “আনাস (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না মসজিদ নিয়ে গৌরব করবে।” (আবুদাউদ)²⁵³

عن أبي مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشرط الساعة ان يمر الرجل في المسجد لا يصلى فيه ركعتين وان لا يسلم الرجل الا على من يعرف (رواه الطبراني)

অর্থঃ “আবু মাসউদ (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের আলামতের একটি এইয়ে, মানুষ মসজিদ অতিক্রম করবে; কিন্তু নামায আদায় করবে না, আর শুধু এই ব্যক্তিকে সালাম দিবে যাকে সে চিনে।” (তাবারানী)²⁵⁴

মাসআলা-২৫০৪ স্বজনপ্রীতি কিয়ামতের ফিতনা:

عن اسید بن حضیر رضی الله عنه ان رجلا اتی النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملت فلانا ولم تستعملنی قال انکم سترون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقونی (رواه البخاري)

অর্থঃ “উসাইদ বিন হৃষাইর (রায়িয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজেস করল ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি অমুককে কাজে নিয়েছেন অথচ আমাকে কাজে নিলেন না? তখন তিনি বললেনঃ তোমরা আমার পরে স্বজন প্রীতি দেখতে পাবে। তখন তোমরা তাতে ধৈর্যধারণ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না আমার সাথে মিলিত হও।” (বোখারী)²⁵⁵

সমাপ্ত

²⁵³ -কিতাবুস্সালা,বাব পি বিনাইল মাসাজিদ (১/৮৩২)

²⁵⁴ -সহীহ আল জামে আস্সাগীর লি আলবানী খঃ৫, হাদীস নঃ-৫৭৭২।

²⁵⁵ - কিতাবুল ফিতান,কাউপিন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাতারাওনা বাদী ওমুরা তুনকিরমনাহ।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তাফহীয়সুন্না সিরিজের এভ সমূহঃ

(১) কিতাবুত্ তাওহীদ

(২) ইতেবায়ে সুন্না

(৩) কিতাবুত্ ত্বাহারা

(৪) কিতাবুস্ সালা

(৫) কিতাবুস্ সিয়াম

(৬) কিতাবুস্ সালা আলান্ নাবী (সঃ)

(৭) কবরের বর্ণনা

(৮) জান্নাতের বর্ণনা

(৯) জাহান্নামের বর্ণনা

(১০) কিয়ামতের আলামত

(১১) যাকাতের মাসায়েল

(১) কিয়ামতের বর্ণনা (প্রকাশের অপেক্ষায়)

(২) ত্বালাকের মাসায়েল (প্রকাশের অপেক্ষায়)